খাইখাই

সুকুমার রায়

১১২৬

৮৫

Classification Code: A·4

Serial NO: ৮৪

৪.৪

৯৯২৬

সুকুমার রায়

খাই খাই

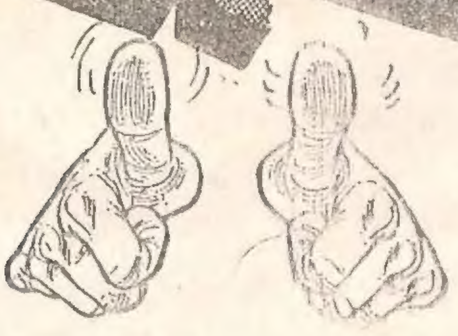

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ
৮/১ এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

খাই খাই ১
বিষম কাণ্ড ৪
ফাজিলের ডিক্সেনারী ৫
হিংসুটিদের গান ৬
বেজায় রাগ ৭
পরিবেষণ ৮
বর্ষার কবিতা ৯
দাঁড়ের কবিতা ১০
কানে খাটো বংশীধর ১১
সম্পাদকের দশা ১২
কলিকাতা কোথা রে ১৩
মেঘের খেয়াল ১৫
আজব খেলা ১৬
বড়াই ১৭
ছড়া ১৮
শ্রীগোবিন্দকথা ২৩
ভীষ্ম ২৪
মহাভারত-আদিপর্ব ২৬
নদী ২৯
অন্ধ মেয়ে ৩০
সাগর যেথায় ৩১
আয়রে আলো আয় ৩২
বর্ষ গেল, বর্ষ এল ৩৩
গ্রীষ্ম ৩৫
শ্রাবণে ৩৬
শিশুর দেহ ৩৭
খোকা ঘুমায় ৩৮
মনের মতন ৩৯
বেজায় খুশি ৩৯
অবুঝ ৪০
বিচার ৪১
পাকাপাকি ৪২
বর্ষশেষ ৪৩
সঙ্গীহারা ৪৪
নূতন বৎসর ৪৬
কত বড় ৪৮
সাহস ৪৯
লক্ষ্মী ৫০
আহুরে পুতুল ৫০
ভালো ছেলের নালিশ ৫১
খোকার ভাবনা ৫২
নিঃস্বার্থ ৫৩
ছুটি ৫৪
দিনের হিসাব ৫৫
পড়ার হিসাব ৫৬
আড়ি ৫৭
হরিষে বিষাদ ৫৮
আশ্চর্য ৫৯
বিষম চিন্তা ৬০
আলোছায়া ৬০
আনন্দ ৬১
নিরুপায় ৬১
কাজের লোক ৬২
আবোল তাবোল ৬৫
অসম্ভব নয় ৬৬
জীবনের হিসাব ৬৭
তেজীয়ান ৬৮
মূর্খমাছি ৬৯
হারিয়ে পাওয়া ৭১
সাধে কি বলে গাধা ৭২
জালা-কুঁজো সংবাদ ৭৪
নাচের বাতিক ৭৪
বাবু ৭৬
কিছু চাই ৭৭
নন্দগুপী ৭৮
বিষম ভোজ ৮০
কানা-খোঁড়া সংবাদ ৮১
হিতে বিপরীত ৮৫
ও বাবা ৮৬
বুঝবার ভুল ৮৭

২১.৭.২০১০
19110

দাম ঃ ছয় টাকা

খাই খাই

খাই খাই করো কেন, এসো বসো আহারে—
খাওয়াব আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।
যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালির ভাষাতে,
জড়ো করে আনি সব—থাক সেই আশাতে।
ডাল ভাত তরকারি ফল-মূল শস্য,
আমিষ ও নিরামিষ, চর্ব্য ও চোষ্য,
রুটি লুচি, ভাজাভুজি, টক ঝাল মিষ্টি,
ময়রা ও পাচকের যত কিছু সৃষ্টি,
আর যাহা খায় লোকে স্বদেশে ও বিদেশে—
খুঁজে পেতে আনি খেতে—নয় বড়ো সিধে সে।
জল খায়, দুধ খায়, খায় যত পানীয়,
জ্যাঠাছেলে বিড়ি খায়, কান ধরে টানিয়ো।
ফল বিনা চিঁড়ে দই, ফলাহার হয় তা,
জলযোগে জল খাওয়া শুধু জল নয় তা।

ব্যাঙ খায় ফরাসিরা (খেতে নয় মন্দ),
বার্মার 'ঙাপ্পি'তে বাপ্ রে কি গন্ধ!
মান্দ্রাজী ঝাল খেলে জ্বলে যায় কণ্ঠ,
জাপানেতে খায় নাকি ফড়িঙের ঘন্ট!
আরশুলা মুখে দিয়ে সুখে খায় চীনারা,
কত কি যে খায় লোকে নাহি তার কিনারা।
দেখে শুনে চেয়ে খাও, যেটা চায় রসনা;
তা না হলে কলা খাও—চটো কেন? বসো না—
সবে হল খাওয়া শুরু, শোনো শোনো আরো খায়—
সুদ খায় মহাজনে, ঘুষ খায় দারোগায়।
বাবু যান হাওয়া খেতে চড়ে জুড়ি-গাড়িতে,
খাসা দেখ 'খাপ্ খায়', চাপ্কানে দাড়িতে।
তেলে জলে 'মিশ খায়', শুনেছ তা কেও কি?
যুদ্ধে যেগুলি খায় গুলিখোর সেও কি?

ডিঙি চড়ে স্রোতে প'ড়ে পাক খায় জেলেরা,
ভয় খেয়ে খাবি খায় পাঠশালে ছেলেরা ;
বেত খেয়ে কাঁদে কেউ, কেউ শুধু গালি খায়,
কেউ খায় থতমত—তাও লিখি তালিকায় ।
ভিখারিটা তাড়া খায়, ভিখ্ নাহি পায় রে—
'দিন আনে দিন খায়' কত লোকে হায় রে ।
হোঁচটের চোট্ খেয়ে খোকা ধরে কান্না
মা বলেন চুমু খেয়ে, 'সেরে গেছে, আর না ।'
ধমক বকুনি খেয়ে নয় যারা বাধ্য
কিলচড় লাথি ঘুঁষি হয় তার খাদ্য ।
জুতো খায় গুঁতো খায়, চাবুক যে খায় রে,
তবু যদি নুন খায় সেও গুণ গায় রে ।
গরমে বাতাস খাই, শীতে খাই হিম্‌সিম্ ।
পিছলে আছাড় খেয়ে মাথা করে ঝিম্‌ঝিম্ ।

কত যে মোচড় খায় বেহালার কানটা,
কানমলা খেলে তবে খোলে তার গানটা।
টোল খায় ঘটি বাটি, দোল খায় খোকারা,
ঘাব্‌ড়িয়ে ঘোল খায় পদে পদে বোকারা।
আকাশেতে কাৎ হ'য়ে গোঁৎ খায় ঘুড়িটা,
পালোয়ান খায় দেখ ডিগ্‌বাজি কুড়িটা।
ফুটবলে ঠেলা খাই, ভিড়ে খাই ধাক্কা,
কাশীতে প্রসাদ খেয়ে সাধু হই পাক্কা।
কথা শোনো, মাথা খাও, রোদ্দুরে যেয়ো না—
আর যাহা খাও বাপু বিষমটি খেয়ো না।
'ফেল্' ক'রে মুখ খেয়ে কেঁদেছিলে সেবারে,
আদা-নুন খেয়ে লাগো পাশ করো এবারে।
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ো নাকো, যেয়ো নাকো ভড়্‌কে,
খাওয়াদাওয়া শেষ হলে বসে খাও খড়্‌কে।
এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা—
খাও তবে কচুপোড়া খাও তবে ঘন্টা।

বিষম কাণ্ড

কর্তা চলেন, গিন্নি চলেন, খোকাও চলেন সাথে,
তড়বড়িয়ে, বুক ফুলিয়ে শুতে যাচ্ছেন রাতে
তেড়ে হনহন চলে তিনজন যেন পল্টন চলে,
সিঁড়ি উঠতেই, একি কাণ্ড ! এ আবার কি বলে
ল্যাজ লম্বা, কান গোল গোল, তিড়িং-বিড়িং ছোটে,
চোখ মিটমিট, কুটুস কাটুস—এটি কোন্ জন বটে।
হেই ! হুশ ! হ্যাশ ! ওরে বাস রে মৎলবখান কিরে ?
করলে তাড়া যায় না তবু, দেখছে আবার ফিরে !
ভাবছে বুড়ো, করবো গুঁড়ো ছাতার বাড়ি মেরে,
আবার ভাবে ফসকে গেলে কামড়ে দেবে তেড়ে ।
আরে বাপ রে ! বসলো দেখ দুই পায়ে ভর করে,
বুক দুরদুর বুড়ো ভল্লুর, মোমবাতি যায় পড়ে ।
ভীষণ ভয়ে দাঁত কপাটি, তিন মহাবীর কাঁপে,
গড়িয়ে নামে হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ির ধাপে ধাপে ।

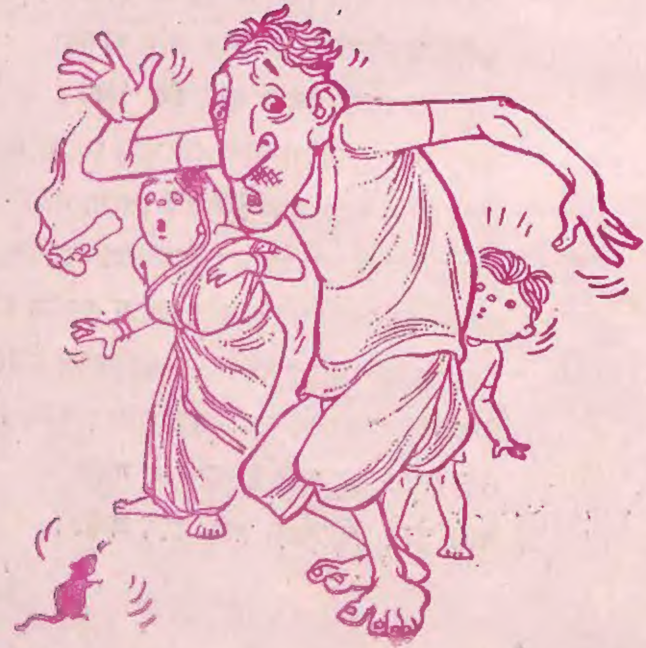

ফাজিলের ডিক্সেনারী

সব যেন ধোঁয়া ধোঁয়া ছায়া-ঢাকা ধুলোতে,
চোখ কান খিল দেওয়া গিজ্ গিজ্ তুলোতে।
বহে নাকো নিঃশ্বাস চলে নাকো রক্ত—
স্বপ্ন না জেগে দেখা, বোঝা ভারি শক্ত!
মন বলে, "ওরে ওরে আক্কেল মস্ত,
কানদুটো খুলে দিয়ে এইবেলা শোন্‌তো!"
ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম, শুনে লাগে খট্‌কা,—
ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পট্‌কা!
শাঁই শাঁই পন্ পন্, ভয়ে কান বন্ধ—
ঐ বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ?
হুড়্‌মুড়্ ধুপ্‌ধাপ্ ওকি শুনি ভাই রে।
দেখ্‌ছ না হিম পড়ে—যেয়ো নাকো বাইরে।
চুপ্‌চুপ্ ঐ শোন! ঝুপঝাপ্ ঝপা-স্!
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল গব্ গব্ গবা-স্!
খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্, ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্, রাত কাটে ঐ রে?
দুড়দাড় চুরমার—ঘুম ভাঙে কই রে!
ঘর্ঘর ভন্ ভন্ ঘোরে কত চিন্তা!
কত মন নাচে শোন্—ধেই ধেই ধিন্‌তা!
ঠুংঠাং ঢং ঢং কত ব্যথা বাজে রে?
ফট্ ফট্ বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে!
হৈ হৈ মার্ মার্, 'বাপ্ বাপ্' চীৎকার,
মালকোচা মারে বুঝি? সরে পড় এইবার!

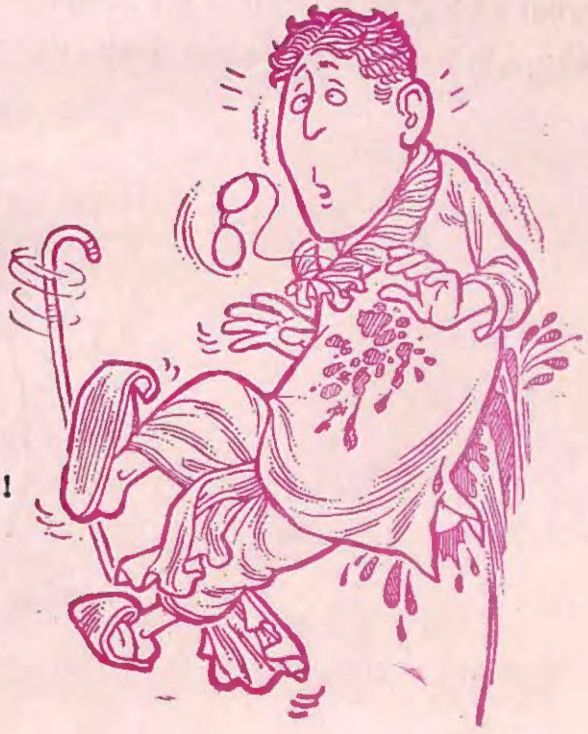

হিংসুটিদের গান

আমরা ভালো লক্ষ্মী সবাই তোমরা ভারি বিশ্রী,
তোমরা খাবে নিমের পাঁচন, আমরা খাব মিশ্রী ।
আমরা পাব খেলনা পুতুল, আমরা পাব চম্‌চম্,
তোমরা তো তা পাচ্ছ না কেউ পেলেও পাবে কম্ কম্ ।
আমরা শোব খাট্ পালঙে মায়ের কাছে ঘেঁষ্‌টে,
তোমরা শোবে অন্ধকারে একলা ভয়ে ভেস্তে ।
আমরা যাব জাম্‌তাড়াতে চড়্‌ব কেমন ট্রেইনে,
চেঁচাও যদি সঙ্গে "সঙ্গে নে যাও" বল্‌ব "কলা এই নে" ।
আমরা ফিরি বুক ফুলিয়ে রঙিন জুতোয় মচ্‌মচ্,
তোমরা হাঁদা নোংরা ছিছি হ্যাংলা নাকে ফঁচ্‌ফঁচ্ ।
আমরা পরি রেশ্‌মি জরি, আমরা পরি গয়না,
তোমরা সে-সব পাওনা ব'লে তাও তোমাদের সয় না ।
আমরা হব লাটমেজাজী, তোমরা হবে কিপ্‌টে,
চাইবে যদি কিচ্ছু তখন ধর্‌ব গলা চিপ্‌টে ।

বেজায় রাগ

ও হাড়গিলে, হাড়গিলে ভাই, খাপ্পা দেখি বড্ড আজ !
ঝগড়া কি আর সাজে তোমার ?
এই কি তোমার যোগ্য কাজ
হোমরা-চোমরা মান্য তোমরা বিদ্যে, বুদ্ধি, মর্যাদায়,
ওদের সঙ্গে তর্ক করছ—নাই কি কোন লজ্জা তায় ?
জানছ নাকি বলছে ওরা ? 'কিচির মিচির কিচ্চিরি,'
অর্থাৎ কিনা তোমার নাকি চেহারাটা বিচ্ছিরি !
বলছে, আচ্ছা বলুক, তাতে ওদেরই তো মুখ ব্যথা,
ঠ্যাঁটা লোকের শাস্তি যত, ওরাই শেষে ভুগবে তা ।
ওরা তোমায় খোঁড়া বলছে ? বেয়াদব তো খুব দেখি !
তোমার পায়ে বাতের কষ্ট ওরা সে-সব বুঝবে কি ?'
তাই বলে কি নাচবে রাগে ? উঠবে চটে চট করে ?
মিথ্যে আরো ত্যক্ত হবে ওদের সাথে টক্করে ।
ওই শোনো, কি বলছে আবার, কচ্ছে কত বক্তৃতা—
বলছে, তোমার ন্যাড়া মাথায়
ঘোল ঢালাবে—সত্যি তা ?
চড়াই পাখির বড়াই দেখ তোমায় দিচ্ছে টিটকিরি—
বলছে, তোমার মিষ্টি গলায়
গান ধরো তো গিটকিরি ।
বলছে, তোমার কাঁথাটাকে 'রিফুকর্ম' করবে কি ?
খোঁড়া ঠ্যাঙে নামবে জলে ?
আর কোলাব্যাং ধরবে কি ?
আর চটো না, আর শুনো না,
ঠ্যাঁটা মুখের টিপ্পনি,
ওদের কথায় কান দিতে নেই সরে পড় এক্ষনি ॥

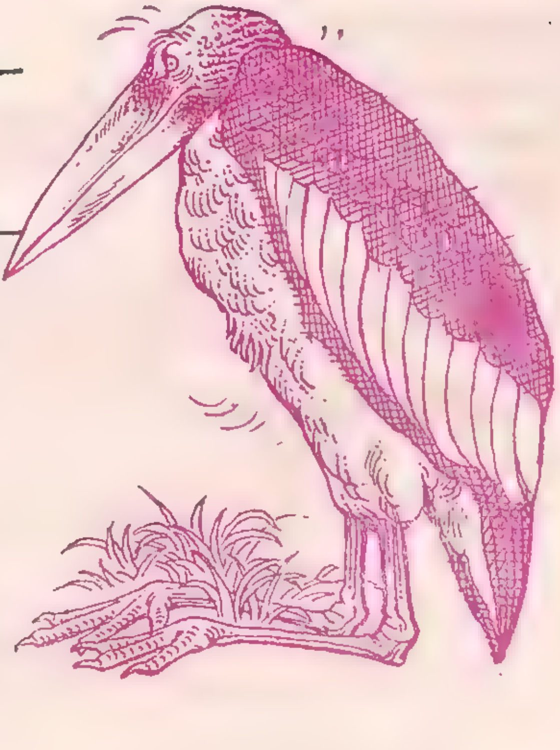

পরিবেষণ

'পরি'পূর্বক 'বিষ'ধাতু তাহে 'অনট্' ব'সে
তবে ঘটায় পরিবেশণ, লেখে অমরকোষে।
—অর্থাৎ ভোজের ভাণ্ড হাতে লয়ে মেলা
ডেলা ডেলা ভাগ করি পাতে পাতে ফেলা।
এই দিকে এসো তবে লয়ে ভোজভাণ্ড
সমুখে চাহিয়া দেখ কি ভীষণ কাণ্ড!
কেহ কহে "দৈ আনো" কেহ হাঁকে "লুচি"
কেহ কাঁদে শূন্য মুখে পাতখানি মুছি।
কোথা দেখি দুই প্রভু পাত্র লয়ে হাতে
হাতাহাতি গুঁতাগুঁতি দ্বন্দ্বরণে মাতে।
কেবা শোনে কার কথা সকলেই কর্তা—
অনাহারে কতধারে হল প্রাণ হত্যা।
কোনো প্রভু হস্তিদেহ ভুঁড়িখানা ভারী
ঊর্ধ্ব হতে থপ্ করি খাদ্য দেন্ ছাড়ি,
কোনো চাচা অন্ধপ্রায় ('মাইনাস্ কুড়ি')
ছড়ায় ছোলার ডাল পথঘাট জুড়ি।

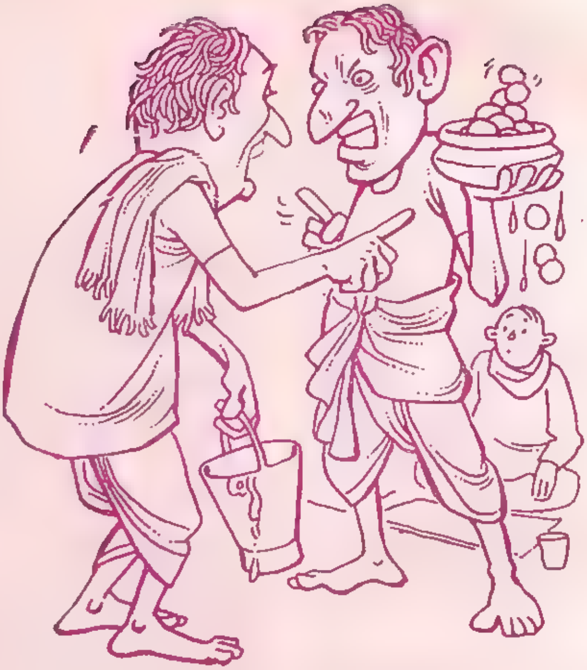

মাতব্বর বৃদ্ধ যায় মুদি চক্ষু দুটি,
"কারো কিছু চাই" বলি তড়্‌বড়্ ছুটি—
সহসা ডালের পাঁকে পদার্পণ মাত্রে
হুড়্ মুড়্ পড়ে কার নিরামিষ পাত্রে।
বীরোচিত ধীর পদে এসো দেখি ত্রস্তে—
ঐ দিকে খালি পাত, চল হাঁড়ি হস্তে।
তবে দেখো, খাদ্য দিতে অতিথির থালে
দৈবাৎ না ঢোকে কভু যেন নিজ গালে।
ছুটো নাকো ওরকম মিছে খালি হাতে
দিয়ো না মাছের মুড়া নিরামিষ পাতে।
অযথা আক্রোশে কিবা অন্যায় আদরে
ঢেলো না অম্বল কারো নূতন চাদরে।
বোকাবৎ দন্তপাটি করিয়া বাহির
কোরো নাকো অকারণে কৃতিত্ব জাহির।

বর্ষার কবিতা

কাগজ কলম লয়ে বসিয়াছি সদ্য,
আষাঢ়ে লিখিতে হবে বরষার পদ্য।
কি যে লিখি কি যে লিখি ভাবিয়া না পাই রে,
হতাশে বসিয়া তাই চেয়ে থাকি বাইরে।
সারাদিন ঘনঘটা কালো মেঘ আকাশে,
ভিজে ভিজে পৃথিবীর মুখখানা ফ্যাকাশে।
বিনা কাজে ঘরে বাঁধা কেটে যায় বেলাটা,
মাটি হল ছেলেদের ফুটবল খেলাটা।
আপিসের বাবুদের মুখে নাই ফুর্তি,
ছাতা কাঁধে জুতা হাতে ভ্যাবাচ্যাকা মূর্তি।
কোনখানে হাঁটু জল, কোথা ঘন কর্দম—
চলিতে পিছল পথে পড়ে লোকে হর্‌দম।
ব্যাঙেদের মহাসভা আহ্লাদে গদ্‌গদ্‌,
গান করে সারারাত অতিশয় বদ্‌খদ্‌।

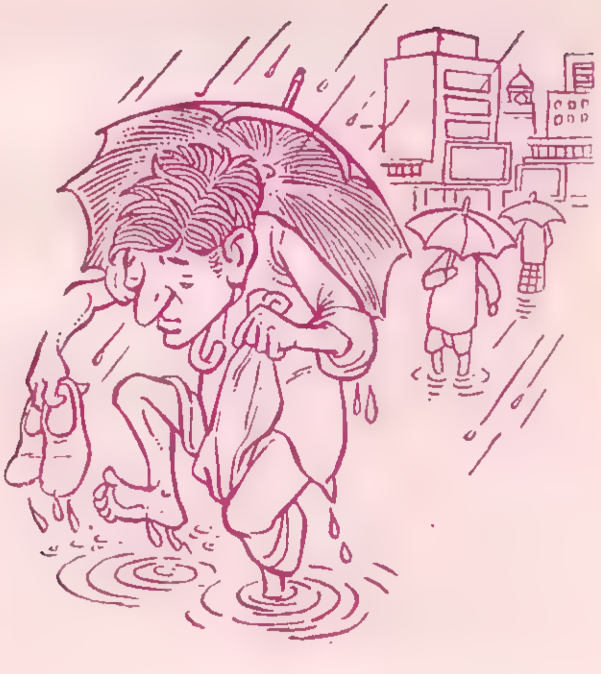

দাঁড়ের কবিতা

চুপ কর্ শোন্ শোন্, বেয়াকুল হোস্ নে
ঠেকে গেছি বাপ রে কি ভয়ানক প্রশ্নে ।
ভেবে ভেবে লিখে লিখে বসে বসে দাঁড়েতে
ঝিমঝিম টনটন ব্যথা করে হাড়েতে ।
এক ছিল দাঁড়ি মাঝি—দাড়ি তার মস্ত,
দাড়ি দিয়ে দাঁড়ি তার দাঁড়ে খালি ঘষত ।
সেই দাঁড়ে একদিন দাঁড়কাক দাঁড়াল,
কাঁকড়ার দাঁড়া দিয়ে দাঁড়ি তারে তাড়াল ।
কাক বলে রেগেমেগে, "বাড়াবাড়ি ঐতো !
না দাঁড়াই দাঁড়ে তবু দাঁড়কাক হই তো ?
ভারি তোর দাঁড়িগিরি, শোন বলি তবে রে—
দাঁড় বিনা তুই ব্যাটা দাঁড়ি হোস কবে রে ?
পাখা হলে 'পাখি' হয় ব্যাকরণ বিশেষে—
কাঁকড়ার 'দাঁড়া' আছে, দাঁড়ি নয় কিসে সে ?
দ্বারে বসে দারোয়ান, তারে যদি 'দ্বারী' কয়,
দাঁড়ে-বসা যত পাখি সব তবে দাঁড়ি হয় !
দূর দূর ! ছাই দাঁড়ি ! দাড়ি নিয়ে পাড়ি দে !"
দাঁড়ি বলে, "বাস বাস ! ঐখেনে দাঁড়ি দে ।"

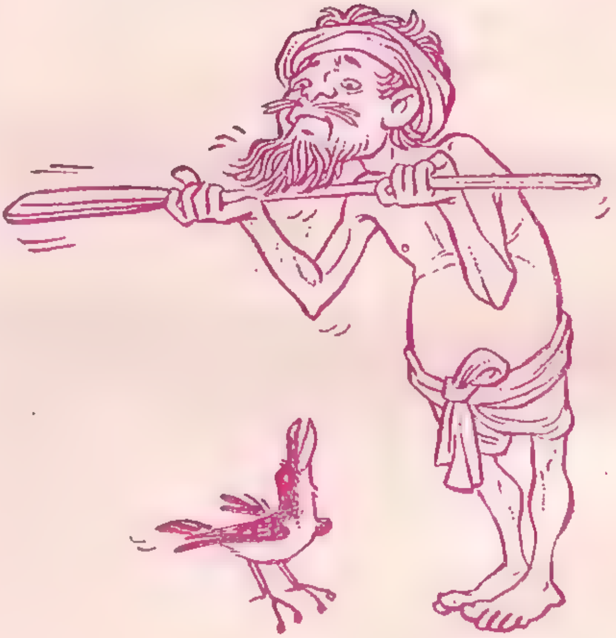

কানে খাটো বংশীধর

কানে খাটো বংশীধর যায় মামাবাড়ি,
গুন্‌গুনে গান গায় আর নাড়ে দাড়ি ॥
চলেছে সে একমনে ভাবে ভরপুর,
সহসা বাজিল কানে সুমধুর সুর ॥
বংশীধর বলে, "আহা, না জানি কি পাখি
সুদূরে মধুর গায় আড়ালেতে থাকি ॥
দেখ, দেখ সুরে তার কত বাহাদুরি,
কালোয়াতি গলা যেন খেলে কারিকুরি ॥"
এদিকে বেড়াল ভাবে, 'এযে বড়ো দায়,
প্রাণ যদি থাকে তবে ল্যাজখানি যায় ॥
গলা ছেড়ে চেঁচামেচি এত করি হায়,
তবু যে ছাড়ে না বেটা, কি করি উপায় ॥
আর তো চলে না সহ্য এত বাড়াবাড়ি,
যা থাকে কপালে দেই এক থাবা মারি ॥'
বংশীধর ভাবে, 'একি! বেসুরা যে করে,
গলা গেছে ভেঙে তাই 'ফ্যাঁস্' সুর ধরে ॥'
হেনকালে বেরসিক বেড়ালের চাঁটি,
একেবারে সব গান করে দিল মাটি।

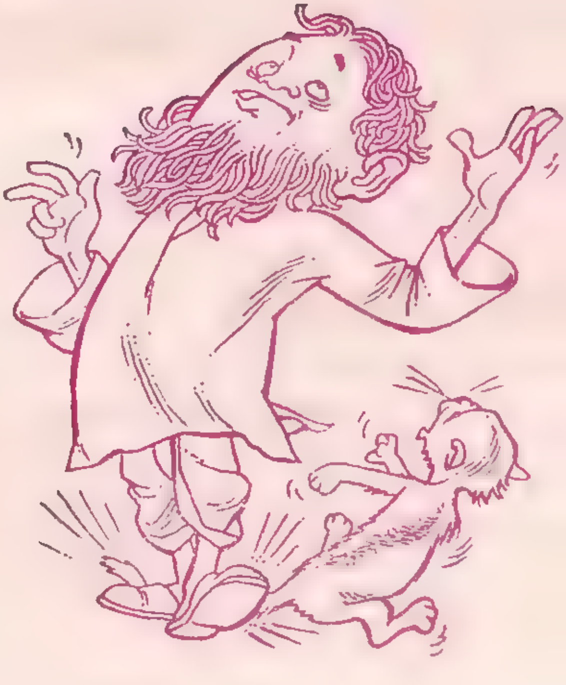

সম্পাদকের দশা

সম্পাদকীয়—
একদা নিশীথে এক সম্পাদক গোবেচারা ।
পোঁটলা পুঁটুলি বাঁধি হইলেন দেশছাড়া ॥
অনাহারী সম্পাদকী হাড়ভাঙা খাটুনি সে ।
জানে তাহা ভুক্তভোগী অপরে বুঝিবে কিসে ?
লেখক পাঠক আদি সকলেরে দিয়া ফাঁকি ।
বেচারি ভাবিল মনে—বিদেশে লুকায়ে থাকি ॥
এদিকে তো ক্রমে ক্রমে বৎসরেক হল শেষ ।
'নোটিস' পড়িল কত 'সম্পাদক নিরুদ্দেশ' ॥
লেখক পাঠকদল রুষিয়া কহিল তবে ।
জ্যান্ত হোক মৃত হোক ব্যাটারে ধরিতে হবে ॥
বাহির হইল সবে শব্দ করি 'মার্ মার্' ।
—দৈবের লিখন, হায়, খণ্ডাইতে সাধ্য কার ॥
একদা কেমনে জানি সম্পাদক মহাশয় ।
পড়িলেন ধরা—আহা দুরদৃষ্ট অতিশয় ॥
তার পরে কি ঘটিল কি করিল সম্পাদক ।
সে-সকল বিবরণে নাহি তত আবশ্যক ॥
মোট কথা হতভাগ্য সম্পাদক অবশেষে ।
বসিলেন আপনার প্রাচীন গদিতে এসে ॥
(অর্থাৎ লেখকদল লাঠ্যৌষধি শাসনেতে ।
বসায়েছে তারে পুনঃ সম্পাদকী আসনেতে ॥)
ঘুচে গেছে বেচারীর ক্ষণিক সে শান্তি সুখ ।
লেখকের তাড়া খেয়ে সদা তার শুষ্কমুখ ॥
দিস্তা দিস্তা গদ্য পদ্য দর্শন সাহিত্য প'ড়ে ।
পুনরায় বেচারীর নিত্যি নিত্যি মাথা ধরে ॥
লোলচর্ম অস্থি সার জীর্ণ বেশ রুক্ষ কেশ ।
মুহূর্ত সোয়াস্তি নাই—লাঞ্ছনার নাহি শেষ ॥

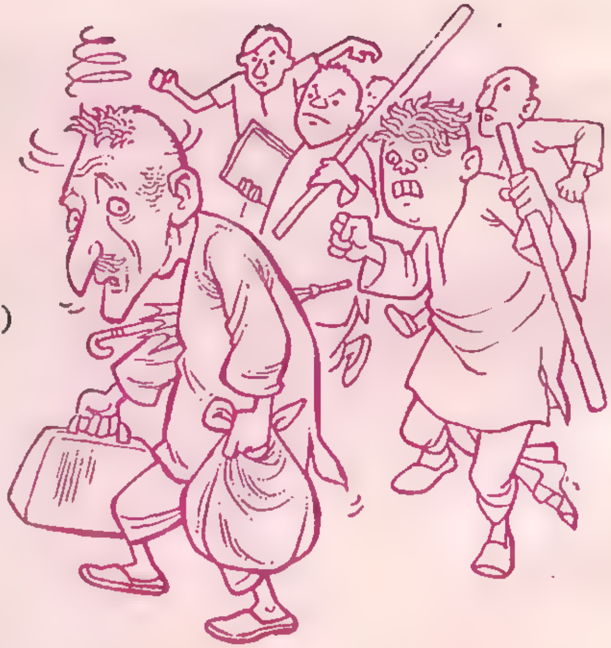

কলিকাতা কোথা রে

গিরিধি আরামপুরী, দেহ মন চিৎপাত ;
খেয়ে শুয়ে হু হু ক'রে কেটে যায় দিনরাত ;
হৈ চৈ হাঙ্গামা হুড়োতাড়া হেথা নেই ;
মাস বার তারিখের কোনো কিছু ল্যাঠা নেই ;
খিদে পেলে তেড়ে যাও, ঘুম পেলে ঘুমিও—
মোট কথা কি আরাম, বুঝলে না তুমিও !
ভুলেই গেছিনু কোথা এই ধরা মাঝেতে
আছে সে শহর এক কলকেতা নামেতে—
হেনকালে চেয়ে দেখি চিঠি এক সমুখে
চায়েতে অমুক দিন ভোজ দেয় অমুকে ।
'কোথায় ?   কোথায় ?'   বলে মন ওঠে লাফিয়ে,
তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তেড়ে ধরি চাপিয়ে,
ঠিকানাটা চেয়ে দেখি নিচু পানে ওধারে
লেখা আছে 'কলিকাতা'—সে আবার কোথা রে !
স্মৃতি কয়, 'কলিকাতা ? রোস দেখি ; তাইতো,
কোথায় শুনেছি যেন, মনে ঠিক নাই তো !'
বেগতিক শুধালেম সাধুরাম ধোপারে ;
সে কহিল, 'হলে হবে উশ্রীর ওপারে ।'
ওপারের জেলে বুড়ো মাথা নেড়ে কয় সে,
'হেন নাম শুনি নাই আমার এ বয়সে ।'

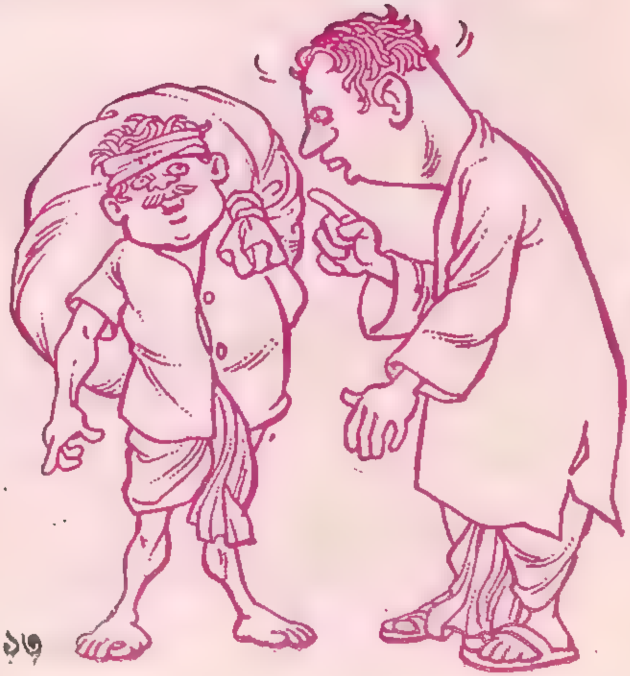

তার পরে পুছিলাম সরকারি মজুরে ;
তমাম মুলূক সে তো বাৎলায় হুজুরে,
ব্যোবাদ, বরাকর, ইদিকে পচম্বা
উদিকে পরেশনাথ, পাড়ি দাও লম্বা
সব তার সড়গড় নেই কোনো ভুল তায়—
'কলকাতা কাঁহা' বলি সেও মাথা চুলকায় ।
অবশেষে নিরুপায় মাথা যায় ঘুলিয়ে,
'টাইম টেবিল' খুলে দেখি চোখ বুলিয়ে !
সেথায় পাটনা, পুরী, গয়া, গোমো, মালদা
বজবজ, দমদম, হাওড়া ও শিয়ালদা
ইত্যাদি কত নাম চেয়ে দেখি সামনেই ;
তার মাঝে কোনোখানে কলিকাতা নাম নেই
—সব ফাঁকি বুজরুকী রসিকতা চেষ্টা !
উদ্দেশে 'শালা' বলি গাল দিনু শেষটা ॥
সহসা স্মৃতিতে যেন লাগিল কি ফুৎকার
উদিল কুমড়া হেন চাঁদপানা মুখ কার !
আশে-পাশে ঢিপিঢুপি পাহাড়ের পুঞ্জ,
মুখচাঁচা ময়দান, মাঝে কিবা কুঞ্জ !
সে শোভা স্মরণে ঝরে নয়নের ঝরনা,
গৃহিনীরে কহি, 'প্রিয়ে মারা যাই ধরো-না ।'
তার পরে দেখি ঘরে অতি ঘোর অনাচার—
রাখে নাকো কেউ কোনো তারিখের সমাচার
তখনি আনিয়া পাঁজি দেখা গেল গণিয়া,
চায়ের সময় এল একেবারে ঘনিয়া !
হায় রে সময় নাই, মন কাঁদে হতাশে—
কোথায় চায়ের মেলা ! মুখশশী কোথা সে !
স্বপন শুকায়ে যায় আঁধারিয়া নয়নে,
কবিতায় গলি তাই গাহি শোক শয়নে ।

মেঘের খেয়াল

আকাশের ময়দানে বাতাসের ভরে,
ছোট, বড়, সাদা, কালো, কত মেঘ চরে।
কচি কচি থোপা থোপা মেঘেদের ছানা
হেসে খেলে ভেসে যায় মেলে কচি ডানা।
কোথা হতে কোথা যায়, কোন তালে চলে,
বাতাসের কানে কানে কত কথা বলে।
বুড়ো বুড়ো ধাড়ি মেঘ ঢিপি হয়ে উঠে
শুয়ে বসে সভা করে সারাদিন জুটে।
কি যে ভাবে চুপচাপ, কোন্ ধ্যানে থাকে,
আকাশের গায়ে গায়ে কত ছবি আঁকে।
কত আঁকে, কত মোছে, কত মায়া করে,
পলে পলে কত রঙ কত রূপ ধরে।
জটাধারী বুনো মেঘ ফোঁস ফোঁস ফোলে,
গুরু গুরু ডাক ছেড়ে কত ঝড় তোলে।
ঝিলিকের ঝিকিমিকি চোখ করে কানা,
হড় হড় কড় কড় দশদিকে হানা।
ঝুল কালো চারিধার, আলো যায় ঘুচে,
আকাশের যত নীল সব দেয় মুছে॥

আজব খেলা

সোনার মেঘে আলতা ঢেলে সিঁদুর মেখে গায়
সকাল-সাঁঝে সুয্যিমামা নিত্যি আসে যায়।
নিত্যি খেলে রঙের খেলা আকাশ ভরে ভরে
আপন ছবি আপনি মুছে আঁকে নূতন করে।
ভোরের ছবি মিলিয়ে দিল দিনের আলো জ্বেলে,
সাঁঝের আঁকা রঙিন ছবি রাতের কালি ঢেলে।
আবার আঁকে, আবার মোছে দিনের পর দিন
আপন সাথে আপন খেলা চলে বিরামহীন।
ফুরায় না কি সোনার খেলা ? রঙের নাহি পার ?
কেউ কি জানে কাহার সাথে এমন খেলা তার ?
সেই খেলা যে ধরার বুকে আলোর গানে গানে
উঠছে জেগে—সেই কথা কি সুয্যিমামা জানে ?

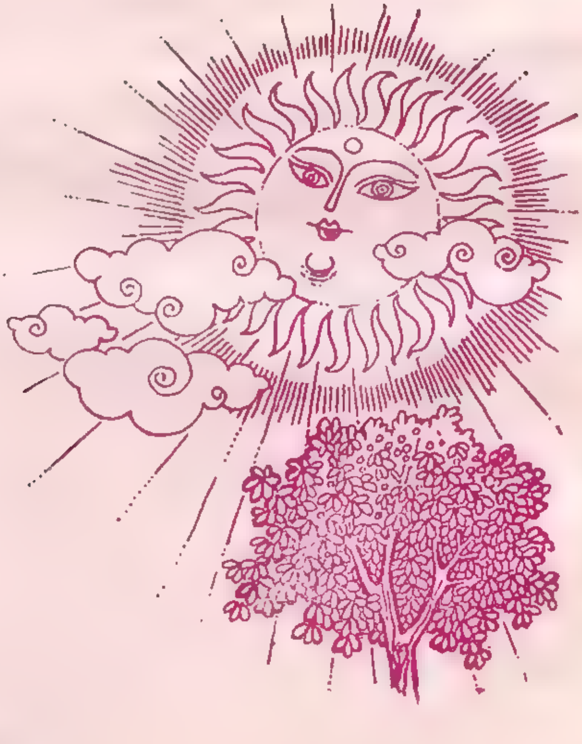

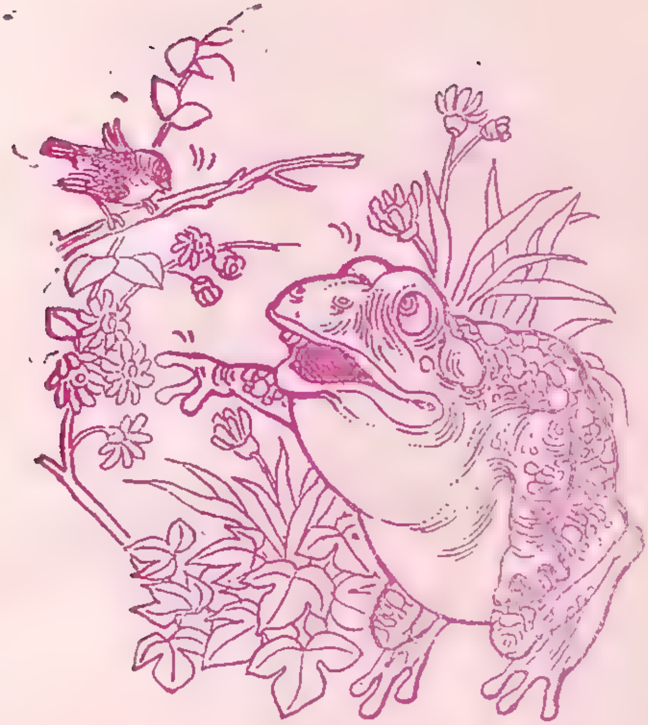

বড়াই

গাছের গোড়ায় গর্ত করে ব্যাঙ বেঁধেছেন বাসা,
মনের সুখে গাল ফুলিয়ে গান ধরেছেন খাসা ।
রাজার হাতি হাওদা পিঠে হেলেদুলে আসে—
'বাপ রে !' বলে ব্যাঙ বাবাজি গর্তে ঢোকেন ত্রাসে !
রাজার হাতি, মেজাজ ভারি হাজার রকম চাল ;
হঠাৎ রেগে মটাং করে ভাঙলো গাছের ডাল ।
গাছের মাথায় চড়াই পাখি অবাক হয়ে কয়—
'বাস রে বাস ! হাতির গায়ে এমন জোরও হয় !'
মুখ বাড়িয়ে ব্যাঙ বলে, 'ভাই, তাইতো তোরে বলি—
আমরা, অর্থাৎ চার পেয়েরা, এম্নিভাবেই চলি ॥'

ছড়া

টিক টিক চলে ঘড়ি, টিক টিক টিক,
একটা ইঁদুর এল সে সময়ে ঠিক।
ঘড়ি দেখে একলাফে তাহাতে চড়িল,
টং করে অমনি ঘড়ি বাজিয়া উঠিল।
অমনি ইঁদুরভায়া ল্যাজ গুটাইয়া,
ঘড়ির ওপর থেকে পড়ে লাফাইয়া!
ছুটিয়া পালায়ে গেল আর না আসিল,
টিক টিক টিক ঘড়ি চলিতে লাগিল॥

বলছি ওরে, ছাগলছানা,
উড়িস নে রে উড়িস নে।
জানিস তোদের উড়তে মানা—
হাত-পাগুলো ছুঁড়িস নে॥

বাস রে বাস! সাবাস বীর!
ধনুকখানি ধরে,
পায়রা দেখে মারলে তীর—
কাগটা গেল মরে!

মামদো পুতুল আসছে তেড়ে,
কাঠের ঘোড়া খটখটাং
সামনেওয়ালা জলদি ভাগো,
নৈলে পরে চিৎপটাং।

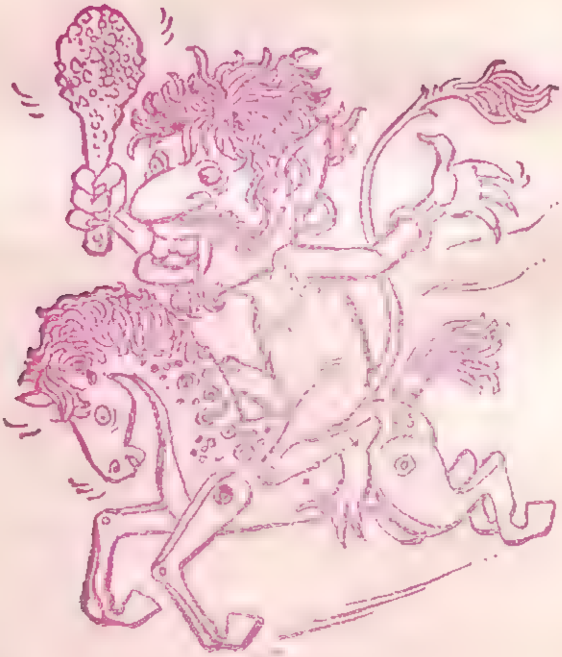

দাদা গো দাদা, সত্যি তোমার
সুরগুলো খুব খেলে !
এমনি মিঠে, ঠিক যেন কেউ
গুড় দিয়েছে ঢেলে ।
দাদা গো দাদা, এমন খাসা
কণ্ঠ কোথায় পেলে ?
এই খেলে যা ! গান শোনাতে
আমার কাছেই এলে ?
দাদা গো দাদা, পায় পড়ি তোর,
ভয় পেয়ে যায় ছেলে—
গাইবে যদি ঐখেনে গাও,
ঐদিকে মুখ মেলে ॥

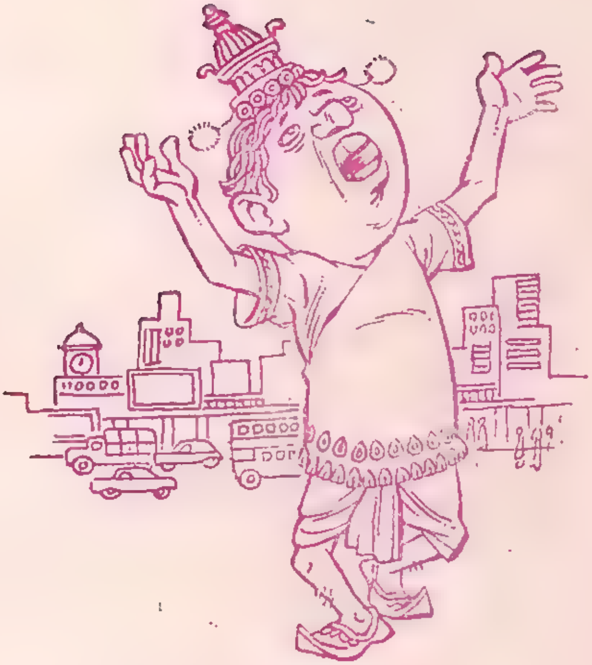

নন্দঘোষের শামলা গোরু ভাগল কোথায় লক্ষ্মীছাড়া ?
নন্দ ছোটে বনবাদাড়ে, সন্ধানে ধায় বদ্যিপাড়া ।
শেষ কালেতে, অর্ধরাতে হদ্দ হয়ে ফিরলে পরে—
বাসায় দেখে ঘুমোয় গোরু ল্যাজ গুটিয়ে গোয়ালঘরে ।

ছোটো-ছোটো ছেলেগুলো কিসে হয় তৈরি,
—কিসে হয় তৈরি ?
কাদা আর কয়লা, ধুলো, বালি, ময়লা,
এই দিয়ে ছেলেগুলো তৈরি ।
ছোটো-ছোটো মেয়েগুলি কিসে হয় তৈরি ?
—কিসে হয় তৈরি ?
ক্ষীর, দধী, চিনি আর ভালো যাহা দুনিয়ার,
মেয়েগুলি তাই দিয়ে তৈরি ॥

আরে ছিছি, রাম, রাম ! কলকাতা শহরে,
লাল ধুতি পরে খুদি তিনহাত বহরে ।
মখমলি জামাজুতো, ঝকমকে টোপরে,
খায় দায়, গান গায়, রাস্তার ওপরে ॥

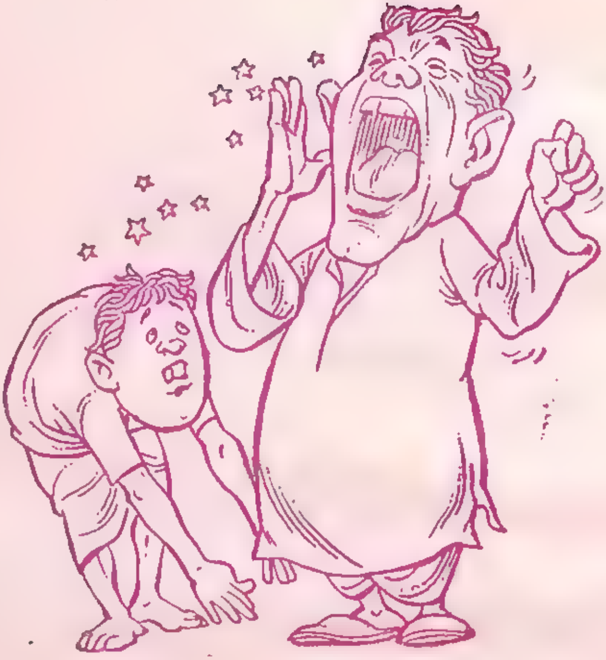

বড়ো তুমি লোকটি ভালো,
চেহারাও নয়তো কালো—
তবু কেন তোমায় ভালোবাসছি নে ?
কেন তা তো কেউ না জানে,
ভেবে কিছু পাই নে মানে,
যতই ভাবি ততই ভালোবাসছি নে ॥

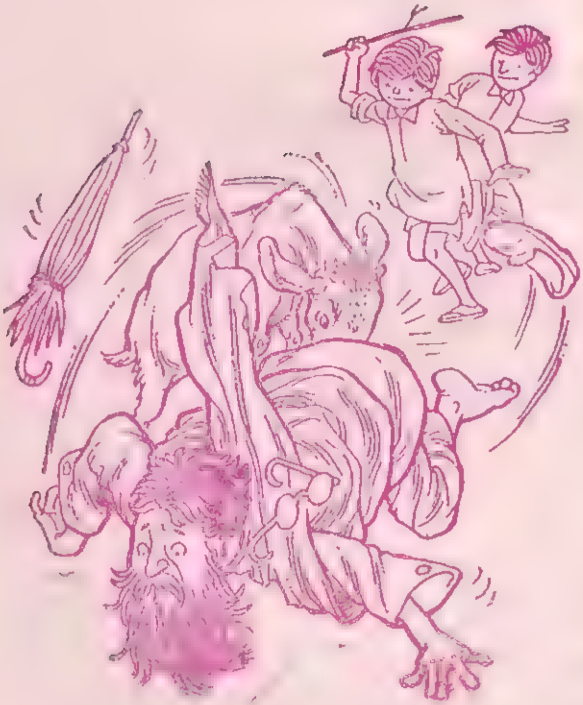

তিনবুড়ো পণ্ডিত টাকচুড়ো নগরে
চড়ে এক গামলায় পাড়ি দেয় সাগরে ।
গামলাতে ছেঁদা ছিল, আগে কেউ দেখে নি,
গানখানি তাই মোর থেমে গেল এখনি ॥

জংলাবনের পাগলাবুড়ো আমায় এসে বলে,
"আড়াই বিঘা সমুদ্রেতে কাঁটাল কত ফলে ?"
আমিও বলি আন্দাজেতে, "বলছি শোনো কত—
তোমাদের ঐ ঝিঙের খেতে চিংড়ি গজায় যত ।"

"ম্যাও ম্যাও হলোদাদা, তোমার যে দেখা নাই ?"
"গেছিলাম রাজপুরী রানীমার সাথে ভাই ।"
"তাই নাকি ? বেশ, বেশ, কি দেখেছ সেখানে ?"
"দেখেছি ইঁদুর এক রানীমার উঠানে ।"

গাধাটার বুদ্ধি দেখ
চাট মেরে সে নিজের গালে,
কে মেরেছে দেখবে বলে
চড়তে গেছে গাছের চালে ।।

হাতে ধনু, পিঠে তূণ,
বাছা তবু কেঁদে খুন !
তূণভরা আছে তীর,
কাঁদ কেন মহাবীর ?
ভাঙা ধনু, কাঁদ তাই ?
আহা ! আহা ! মরে যাই ।

খামচা, খাবল, ডাইনেবাঁয়ে,
হড় মুড়িয়ে হুলোর মতো ।
তক্ক যখন শান্ত হল,
ক্ষান্ত হল আঁচড়দাগা,
থাকত দুটো আস্ত বেড়াল,
রইল দুটো ল্যাজের ডগা ।।

খিলখিল্লির মুল্লুকেতে
থাকত নাকি দুই বেড়াল ।
একটা শুধোয় আরেকটাকে,
"তুই বেড়াল, না মুই বেড়াল ?"
সেই থেকে হয় তর্ক শুরু,
চীৎকারে তার ভূত পালায়,
আঁচড়কামড়, চকিবাজি,
ধাঁই ধপাধপ চড় চালায় ।

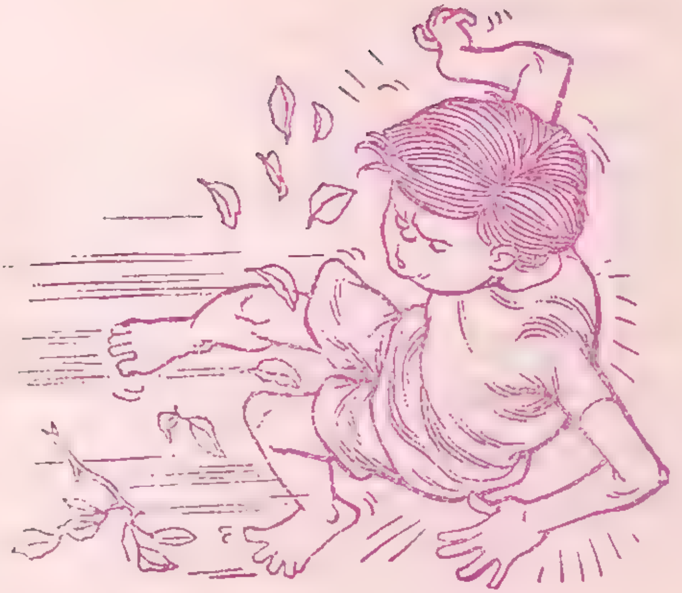

রঙ হল চিড়েতন, সব গেল ঘুলিয়ে,
গাধা যায় মামাবাড়ি টাকে, হাত বুলিয়ে
বেড়াল মরে বিষম খেয়ে, চাঁদের ধরল মাথা,
হঠাৎ দেখি ঘরবাড়ি সব ময়দা দিয়ে গাঁথা ।।

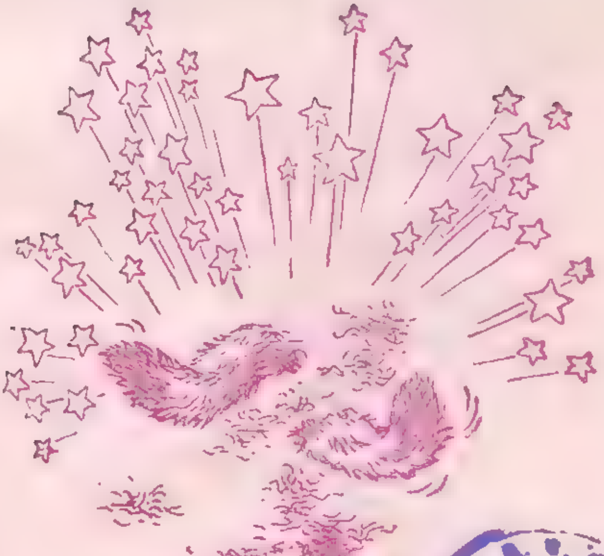

21.9.2010
15/10

ডাক্তার ফস্টার
ইস্কুল মাস্টার।
বেত তার চটপট,
ছাত্রেরা ছটফট—
ভয়ে সব পস্তায়,
বাড়ি ছেড়ে রাস্তায়,
গ্রাম ছেড়ে শহরে,
গয়া কাশী লাহোরে।
ফিরে আসে সন্ধ্যায়
পড়ে শোনে মন দ্যায়॥

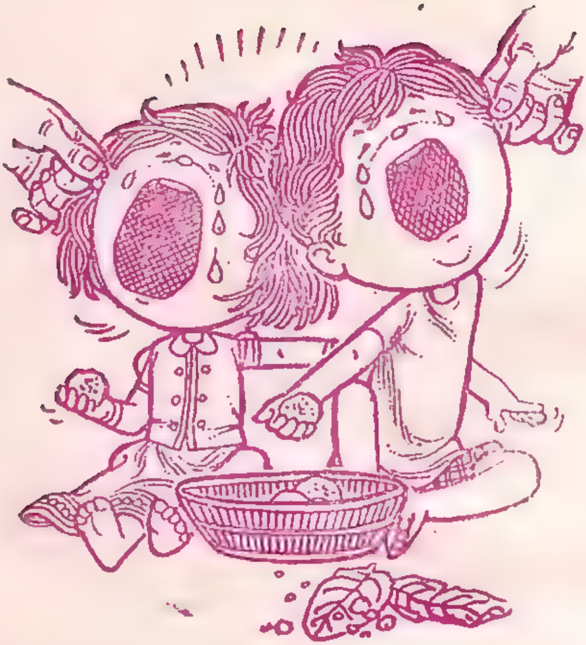

উঠোন কোণে কড়াই ছিল, পায়েস ছিল তাতে,
তাই নিয়ে কাক লড়াই করে কুঁকড়ো বুড়োর সাথে।
যুদ্ধ জিতে বড়াই ভারি, তখন দেখে চেয়ে—
কখন এসে চড়াইপাখি পায়েস গেছে খেয়ে।

কেন সব কুকুরগুলো খামখা চ্যাঁচায় রাতে?
কেন বল দাঁতের পোকা থাকে না ফোকলা দাঁতে
পৃথিবীর চ্যাপটামাথা, কেন সে কানের দোষে?
এসো ভাই চিন্তা করি দুজনে ছায়ায় বসে॥

সন্দেশের গন্ধে বুঝি দৌড়ে এলে মাছি?
কেন ভন ভন হাড়-জ্বালাতন, ছেড়ে যেও না বাচি!
নাকের গোড়ায় শুড়শুড়ি দাও, শেষটা দেবে ফাঁকি?
সুযোগ বুঝে সুড়ুৎ করে হুল ফোটাবে নাকি?

শ্রী গোবিন্দকথা

আমি অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ মানুষটি নই বাঁকা !
যা বলি তা ভেবেই বলি, কথায় নেইকো ফাঁকা
এখানকার সব সাহেবসুবো, সবাই আমায় চেনে
দেখতে চাও তো দিতে পারি সার্টিফিকেট এনে
ভাগ্য আমায় দেয় নি বটে করতে বি, এ, পাশ
তাই বলে কি সময় কাটাই কেটে ঘোড়ার ঘাস ?
লোকে যে কয় বিদ্যে আমার কথামালাই শেষ
এর মধ্যে সত্যি কথা নেইকো বিন্দুলেশ ।
ওদের পাড়ার লাইব্রেরীতে কেতাব আছে যতো ?
কেউ পড়েছে তন্নতন্ন করে আমার মতো ?
আমি অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ এমনি পড়ার যম
পড়াশুনো নয়কো আমার কারুর চেয়ে কম ।
কতকটা এই দেখেশিখে কতক পড়েশুনে
(আর) কতক হয়তো স্বাভাবিকী প্রতিভারই গুণে
উন্নতিটা করছি যেমন আশ্চর্য তা ভারি
নিজের মুখে সব কথা তার বলতে কি আর পারি ?
বলে গেছেন চণ্ডীপতি কিংবা অন্য কেউ
“আকাশ জুড়ে মেঘের বাসা সাগরভরা ঢেউ
জীবনটাও তেমনি ঠাসা কেবল বিনা কাজে
যেদিক নিয়ে খরচ করি সেই খরচই বাজে ।”
আমি অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ চলতে ফিরতে শুতে
জীবনটাকে হাঁকাই নেকো মনের রথে জুতে ।
হাইড্রোজেনের দুই বাবাজি অক্সিজেনের এক
নৃত্য করেন গলাগলি কাণ্ডখানা দেখ্
আহলাদেতে এক্‌সা হয়ে গলে হলেন জল
এই সুযোগে সুবোধ শিশু “শ্রীগোবিন্দ” বল্ ।

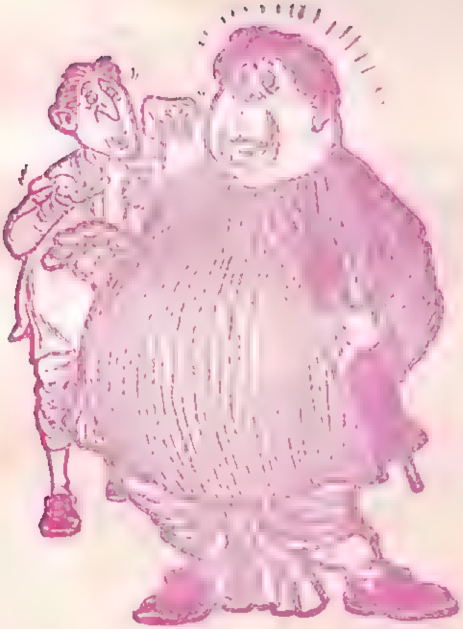

ভীষ্ম

কুরুকুলে পিতামহ ভীষ্মমহাশয়
ভুবন বিজয়ী বীর শুন পরিচয়—
শান্তনু রাজার পুত্র নাম সত্যব্রত
জগতে সার্থক নাম সত্যে অনুরত।
স্বয়ং জননী গঙ্গা বর দিলা তাঁরে
নিজ ইচ্ছা বিনা বীর না মরে সংসারে।
বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে হায় শান্তনু রাজার
বিবাহের লাগি বুড়া করে আবদার
মৎস্য রাজকন্যা আছে নামে সত্যবতী
তারে দেখি শান্তনুর লুপ্ত হল মতি।
মৎস্যরাজ কহে, রাজা, কর অবধান—
'কিসের আশায় কহ করি কন্যাদান ?
'সত্যব্রত জ্যেষ্ঠ সেই রাজ্য অধিকারী,
'আমার নাতিরা হবে তার আজ্ঞাকারী,
'রাজমাতা কভু নাহি হবে সত্যবতী,
'তেঁই এ বিবাহ-কথা অনুচিত অতি।'
ভগ্ন মনে হস্তিনায় ফিরিল শান্তনু
অনাহারে অনিদ্রায় জীর্ণ তার তনু।
মন্ত্রিমুখে সত্যব্রত শুনি সব কথা
মৎস্যরাজপুরে গিয়া কহিল বারতা—

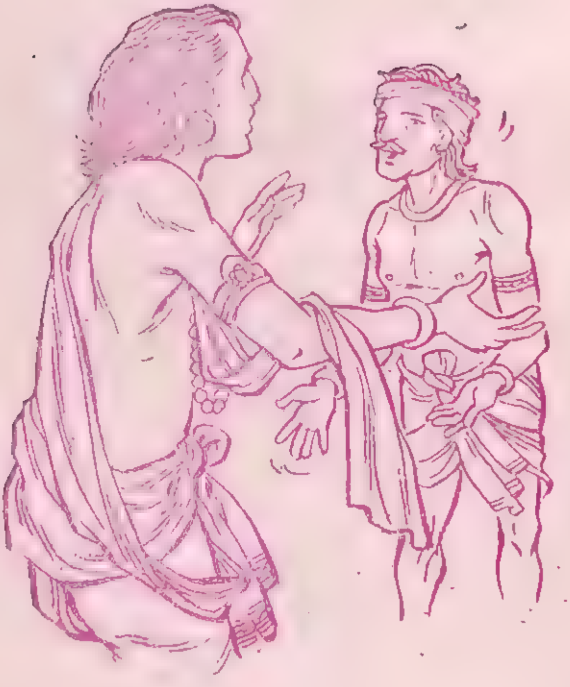

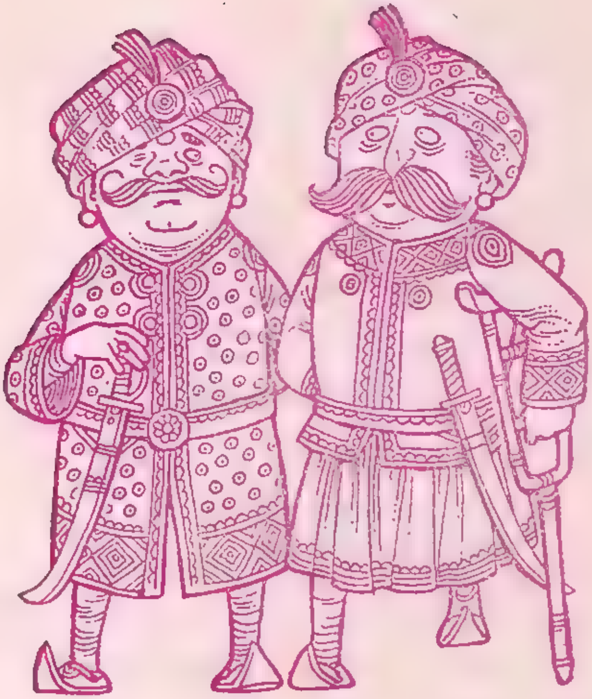

‘রাজ্যে মম সাধ নাহি, করি অঙ্গীকার
‘জন্মিলে তোমার নাতি রাজ্য হবে তার
রাজা কহে, সাধু তুমি, সত্য তব বাণী,
তোমার সন্তান হতে তবু ভয় মানি।
‘কে জানে ভবিষ্যকথা দৈবগতিধারা—
‘প্রতিবাদী হয় যদি রাজ্যলাভে তারা ?’
সত্যব্রত কহে, ‘শুন প্রতিজ্ঞা আমার,
‘বংশ না রহিবে মম পৃথিবী মাঝার।
সাক্ষী রহ চন্দ্র সূর্য লোকে লোকান্তরে
‘এই জন্মে সত্যব্রত বিবাহ না করে।’
শুনিয়া অদ্ভুত বাণী ধন্য কহে লোকে
স্বর্গ হতে পুষ্পধারা ঝরিল পলকে।
সেই হতে সত্যব্রত খ্যাত চরাচরে
ভীষণ প্রতিজ্ঞাবলে ভীষ্ম নাম ধরে।
ঘুচিল সকল ব্যথা, আনন্দিত চিতে
সত্যবতী রানী হয় হস্তিনাপুরীতে।
ক্রমে হলে বর্ষ গত শান্তনুর ঘরে
জন্ম নিল নব শিশু, সবে সমাদরে।
রাখিল বিচিত্রবীর্য নামটি তাহার
শান্তনু মরিল তারে দিয়া রাজ্যভার।
অকালে বিচিত্রবীর্য মুদিলেন আঁখি
পাণ্ডু আর ধৃতরাষ্ট্র দুই পুত্র রাখি॥

মহাভারত-আদিপর্ব

হস্তিনায় চন্দ্রবংশ কুরুরাজকুল
রাজত্ব করেন সুখে বিক্রমে অতুল ।
সেই কুলে জন্ম তবু দৈববশে হায়
অন্ধ বলি ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য নাহি পায়
কনিষ্ঠ তাহার পাণ্ডু, রাজত্ব সে করে,
পাঁচটি সন্তান তার দেবতার বরে ।
জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির ধীর শান্ত মন
'সাক্ষাৎ ধর্মের পুত্র' কহে সর্বজন ।
দ্বিতীয় সে মহাবলী ভীম নাম ধরে,
পবন সমান তেজ পবনের বরে ।
তৃতীয় অর্জুন বীর, ইন্দ্রের কৃপায়
রূপেগুণে শৌর্যেবীর্যে অতুল ধরায় ।
এই তিন সহোদর কুন্তীর কুমার,
বিমাতা আছেন মাদ্রী দুই পুত্র তাঁর—
নকুল ও সহদেব সুজন সুশীল
এক সাথে পাঁচজনে বাড়ে তিল তিল ।
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র শতপুত্র তার,
অভিমানী দুর্যোধন জ্যেষ্ঠ সবাকার ।
পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই নষ্ট হয় কিসে,
এই চিন্তা করে দুষ্ট জ্বলি হিংসাবিষে ।
হেনকালে সর্বজনে ভাসাইয়া শোকে
মাদ্রীসহ পাণ্ডুরাজা যায় পরলোকে ।

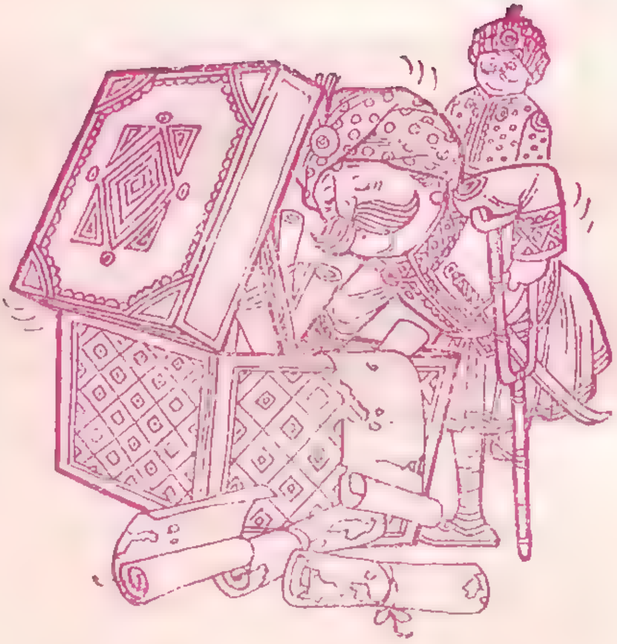

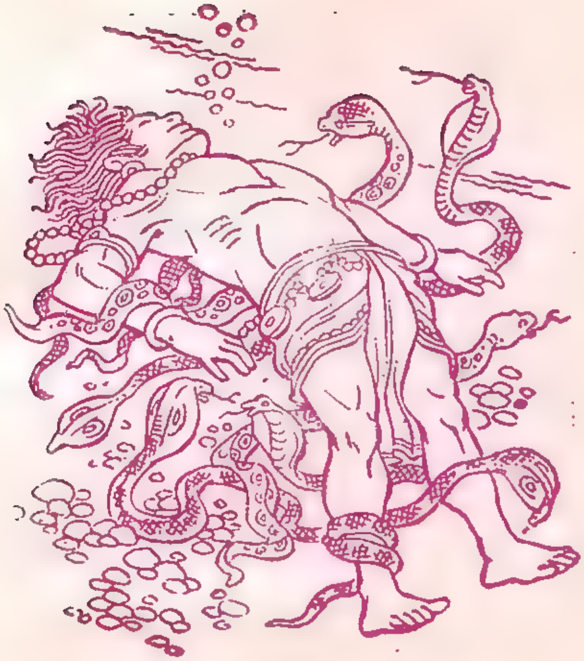

'পাণ্ডু গেল,' মনে মনে ভাবে দুর্যোধন,
'এইবারে যুধিষ্ঠির পাবে সিংহাসন !
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে গিয়া তারে মারি—
ভীমের ভয়েতে কিছু করিতে না পারি ।
আমার কৌশলপাকে ভীম যদি মরে
অনায়াসে যুধিষ্ঠিরে মারি তার পরে ।'
কুচক্র করিয়া তবে দুষ্ট দুর্যোধন
নদীতীরে উৎসবের করে আয়োজন—
একশত পাঁচ ভাই মিলি একসাথে
আমোদ আহলাদে ভোজে মহানন্দে মাতে ।
হেন ফাঁকে দুর্যোধন পরম যতনে
বিষের মিষ্টান্ন দেয় ভীমের বদনে ।
অচেতন হল ভীম বিষের নেশায়
সুযোগ বুঝিয়া দুষ্ট ধরিল তাহায়
গোপনে নদীর জলে দিল ভাসাইয়া
কেহ না জানিল কিছু উৎসবে মাতিয়া ॥

এদিকে নদীর জলে   ডুবিয়া অতল তলে
ভীমের অবশ দেহ,   কেমনে জানে না কেহ,
কোথায় ঠেকিল শেষে   বাসুকী নাগের দেশে ।
ভীমের বিশাল চাপে   নাগের বসতি কাঁপে
দেহভারে কত মরে,   কত পলাইল ডরে
কত নাগ দলে দলে   ভীমেরে মারিতে চলে
দংশিয়া ভীমের গায়   মহাবিষ ঢালে তায় ।
অদ্ভুত ঘটিল তাহে   ভীম চক্ষু মেলি চাহে
বিষে হয়ে বিষক্ষয়   মুহূর্তে চেতনা হয়,
দেখে ভীম চারিপাশে   নাগেরা ঘেরিয়া আসে ।

দেখিয়া ভীষণ রাগে ধরি শত শত নাগে
চূর্ণ করে বাহুবলে, মহাভয়ে নাগ দলে
ছুটে যায় হাহাকারে বাসুকী রাজার দ্বারে ।
বাসুকী কহেন, 'শোনো আর ভয় নাই কোনো,
তুমি তারে সুবচনে আনো হেথা সযতনে ।'
রাজার আদেশে তবে আবার ফিরিরা সবে
করে গিয়া নিবেদন বাসুকীর নিমন্ত্রণ ।
শুনি ভীম কুতূহলে রাজার পুরীতে চলে,
সেথায় ভরিয়া প্রাণ, করিয়া অমৃত পান,
বিষের যাতনা আর কিছু না রহিল তার,
মহাঘুমে ভরপুর সব ক্লান্তি হল দূর ।
তখন বাসুকী তারে স্নেহভরে বারে বারে
আশিস করিয়া তায় পাঠাইল হস্তিনায় ।
সেথা ভাই পরিজনে আছে শোকাকুল মনে,
কুন্তীর নয়নজল ঝরে সেথা অবিরল,
মগন গভীর দুখে ফিরে সবে ম্লান মুখে ।
হেন কালে হারানিধি সহসা মিলাল বিধি,
বিষাদ হইল দূর জাগিল হস্তিনাপুর,
উলসিত কলরবে আনন্দে মাতিল সবে ॥

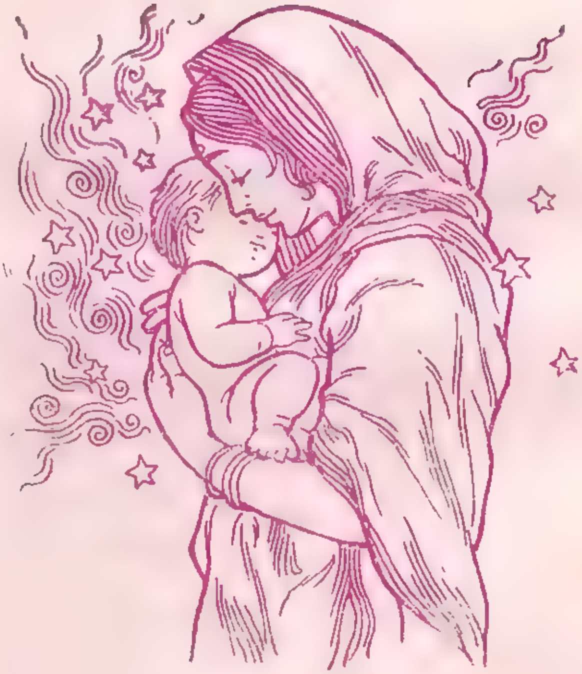

নদী

হে পর্বত, যত নদী করি নিরীক্ষণ,
তোমাতেই করে তারা জনম গ্রহণ ।
ছোট বড় ঢেউ সব তাদের উপরে
কল কল শব্দ করি সবে ক্রীড়া করে,
সেই নদী বেঁকে চুরে যায় দেশে দেশে,
সাগরেতে পড়ে গিয়া সকলের শেষে ।
পথে যেতে যেতে নদী দেখে কত শোভা,
কি সুন্দর সেই-সব, কি-বা মনোলোভা ।
কোথাও কোকিল দেখে বসি সাথী সনে,
কি সুন্দর কুহু গান গায় নিজ মনে,
কোথাও ময়ূরে দেখে পাখা প্রসারিয়া
বন ধারে দলে দলে আছে দাঁড়াইয়া ।
নদীতীরে কত লোক শ্রান্তি নাশ করে,
কত শত পক্ষী আসি তথায় বিচরে ।
দেখিতে দেখিতে নদী মহাবেগে ধায়,
কভুও সে পশ্চাতেতে ফিরে নাহি চায় ॥

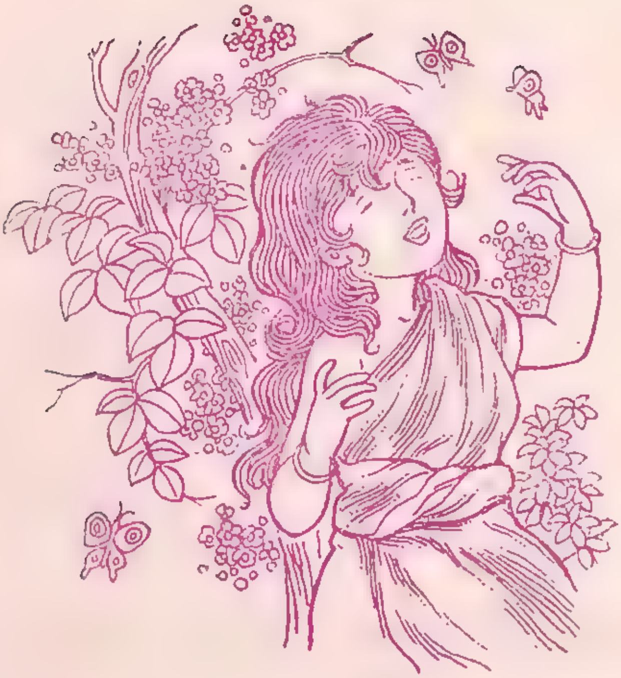

অন্ধ মেয়ে

গভীর কালো মেঘের পরে রঙিন ধনু বাঁকা,
রঙের তুলি বুলিয়ে মেঘে খিলান যেন আঁকা !
সবুজ ঘাসে রোদের পাশে আলোর কেরামতি,
রঙিন বেশে, রঙিন ফুলে রঙিন প্রজাপতি !

অন্ধ মেয়ে দেখছে না তা—নাই-বা যদি দেখে—
শীতল মিঠা বাদল হাওয়া যায় যে তারে ডেকে !
শুনছে সে যে পাখির ডাকে হরষ কোলাকুলি,
মিষ্টি ঘাসের গন্ধে তারও প্রাণ গিয়েছে ভুলি !

দুঃখ-সুখের ছন্দে ভরা জগৎ তারও আছে,
তারও আঁধার জগৎখানি মধুর তারই কাছে ॥

সাগর যেথায়

সাগর যেথায় লুটিয়ে পড়ে নতুন মেঘের দেশে,
আকাশ ধোয়া নীল যেখানে সাগর জলে মেশে।
মেঘের শিশু ঘুমায় সেথা আকাশ-দোলায় শুয়ে
ভোরের রবি জাগায় তারে সোনার কাঠি ছুঁয়ে।
সন্ধ্যা সকাল মেঘের মেলা কূল কিনারা ছাড়ি,
রঙ-বেরঙের পাল তুলে দেয় দেশ-বিদেশে পাড়ি।
মাথায় জটা মেঘের ঘটা আকাশ বেয়ে ওঠে,
জোছনারাতে চাঁদের সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটে।
কোন্ অকূলের সন্ধানেতে কোন্ পথে যায় ভেসে,
পথহারা কোন্ গ্রামের পারে, নাম-জানা-নেই দেশে।
ঘূর্ণী পথের ঘোরের নেশা দিক্‌বিদিকে লাগে,
আগল-ভাঙা পাগল হাওয়া বাদল রাতে জাগে;
ঝড়ের মুখে স্বপন টুটে, আঁধার আসে ঘিরে,
মেঘের প্রাণে চমক হানে আকাশ চিরে চিরে!
বুকের মাঝে শঙ্খ বাজে দুন্দুভি দেয় সাড়া,
মেঘের মরণ ঘনিয়ে নামে মত্ত বাদল ধারা॥

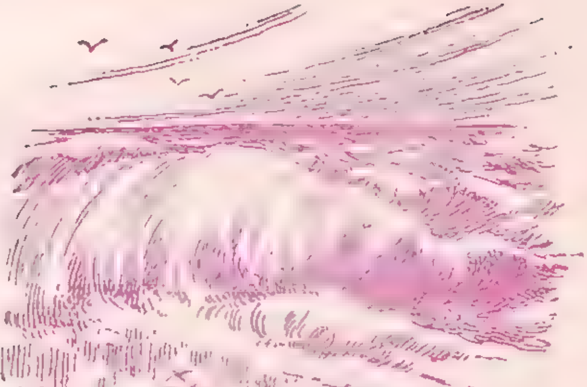

আয় রে আলো আয়

পুব গগনে রাত পোহালো,
ভোরের কোলে লাজুক আলো নয়ন মেলে চায়।
আকাশতলে ঝলক জ্বলে,
মেঘের শিশু খেলার ছলে আলোক মাখে গায়।
সোনার আলো, রঙিন আলো,
স্বপ্নে আঁকা নবীন আলো—আয় রে আলো আয়।
আয় রে নেমে আঁধার পরে,
পাষাণ কালো ধৌত করে আলোর ঝরনায়।
ঘুম ভাঙালো পাখির তানে
জাগ রে আলো আকুল গানে অকূল নীলিমায়।
আলসভরা আঁখির কোণে,
দুঃখভয়ে আঁধার মনে, আয় রে আলো আয়॥

বর্ষ গেল, বর্ষ এল

বর্ষ গেল, বর্ষ এল, গ্রীষ্ম এলেন বাড়ি,
পৃথ্বী এলেন চক্র দিয়ে এক বছরের পাড়ি।
সত্যিকালের এই পৃথিবী বয়স কেবা জানে,
লক্ষ হাজার বছর ধরে চলছে একই টানে।
আপন তালে আকাশ পথে আপনি চলে বেগে,
গ্রীষ্মকালের তপ্ত রোদে বর্ষাকালের মেঘে,
শরৎকালের কান্নাহাসি হাল্কা বাদল হাওয়া,
কুয়াশাঘেরা পর্দা ফেলে হিমের আসা-যাওয়া।
শীতের শেষে রিক্ত বেশে শূন্য করে ঝুলি,
তার প্রতিশোধ ফুলে ফলে বসন্তে লয় তুলি।
না জানি কোন্ নেশার ঝোঁকে যুগযুগান্ত ধরে,
ছয়টি ঋতুর দ্বারে দ্বারে পাগল হয়ে ঘোরে!
না জানি কোন্ ঘূর্ণিপাকে দিনের পরে দিন,
এমন করে ঘোরায় তারে নিদ্রাবিরামহীন!
কাঁটায় কাঁটায় নিয়ম রাখে লক্ষ যুগের প্রথা,
না জানি তার চালচলনের হিসাব রাখে কোথা।

এই নেয়েছ, ভাত খেয়েছ, ঘন্টাখানেক হবে—
আবার কেন, হঠাৎ হেন, নামলে এখন টবে ?

একলা ঘরে ফুর্তিভরে, লুকিয়ে দুপুর বেলা
স্নানের ছলে ঠাণ্ডা জলে জল-ছপ-ছপ খেলা !

জল ছিটিয়ে, টব পিটিয়ে, ভাবছ 'আমোদ ভারি,
কেউ কাছে নাই, যা খুশি তাই করতে এখন পারি ।'

চুপ চুপ চুপ—ওই দুপ্‌দুপ !   ওই জেগেছে মাসি,
আসছে ধেয়ে শুনতে পেয়ে দুষ্টু মেয়ের হাসি ॥

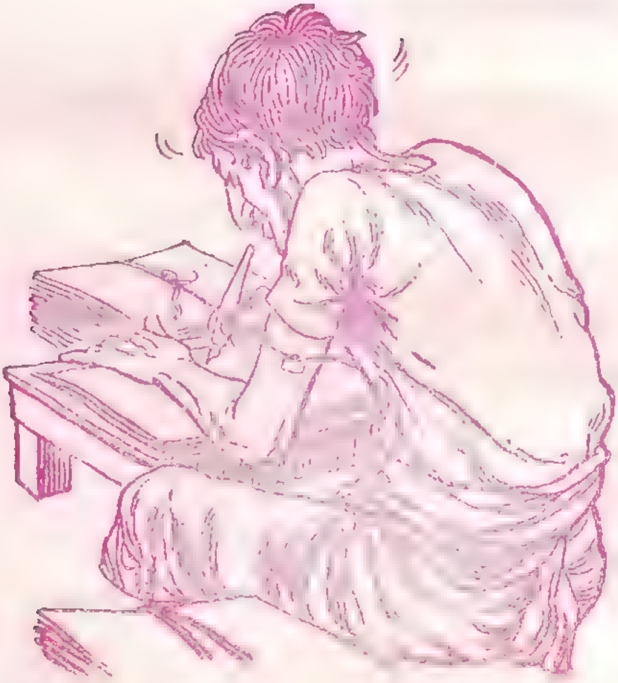

গ্রীষ্ম

এক

ওই এল বৈশাখ, ওই নামে গ্রীষ্ম,
খাই খাই রবে যেন ভয়ে কাঁপে বিশ্ব।
চোখে যেন দেখি তার ধূলিমাখা অঙ্গ,
বিকট কুটিলজটে ভ্রূকুটির ভঙ্গ,
রোদে রাঙা দুই আঁখি শুকায়েছে কোটরে,
ক্ষুধার আগুন যেন জ্বলে তার জঠরে।
মনে হয় বুঝি তার নিঃশ্বাসমাত্রে
তেড়ে আসে পালাজ্বর পৃথিবীর গাত্রে।
ভয় লাগে, হয় বুঝি ত্রিভুবন ভস্ম—
ওরে ভাই, ভয় নাই, পাকে ফলশস্য।
তপ্ত ভীষণ চুলা জ্বালি নিজ বক্ষে
পৃথিবী বসেছে পাকে, চেয়ে দেখ চক্ষে,
আম পাকে, জাম পাকে, ফল পাকে কত যে
বুদ্ধি যে পাকে কত ছেলেদের মগজে।

ইন্দু

সর্বনেশে গ্রীষ্ম এসে বর্ষশেষে রুদ্রবেশে
আপন ঝোঁকে বিষম রোখে আগুন ফোঁকে ধরার চোখে।
তাপিয়ে গগন, কাঁপিয়ে ভুবন মাতলো তপন নাচলো পবন,
রৌদ্র ঝলে আকাশতলে অগ্নি জ্বলে জলেস্থলে।
ফেলছে আকাশ তপ্ত নিশাস, ছুটছে বাতাস ঝলসিয়ে ঘাস,
ফুলের বিতান শুখনো শ্মশান, যায় বুঝি প্রাণ, হায় ভগবান।
দারুণ তৃষায় ফিরছে সবায় জল নাহি পায়, হায় কি উপায়,
তাপের চোটে কথা না ফোটে, হাঁপিয়ে ওঠে, ঘর্ম ছোটে।
বৈশাখী ঝড় বাধায় রগড়, করে ধড়ফড় ধরার পাঁজর,
দশ দিক হয় ঘোর ধূলিময়, জাগে মহাভয় হেরি সে প্রলয়,
করি তোলপাড় বাগান বাদাড় ওঠে বার বার ঘন হুংকার,
শুনি নিয়তই, থাকি থাকি ওই হাঁকে হৈ হৈ, মাভৈ মাভৈ॥

শ্রাবণে

জল ঝরে, জল ঝরে, সারাদিন, সারারাত—
অফুরান নামতায় বাদলের ধারাপাত।

আকাশের মুখঢাকা, ধোঁয়ামাখা চারিধার,
পৃথিবীর ছাত পিটে ঝমাঝম বারিধার।

স্নান করে গাছপালা প্রাণখোলা বরষায়,
নদীনালা ঘোলাজল ভরে ওঠে ভরসায়।

উৎসব ঘনঘোর উন্মাদ শ্রাবণের
শেষ নাই, শেষ নাই, বরষার প্লাবনের।

জলে জলে জলময়, দশদিক টলমল,
অবিরাম একই গান—ঢালো জল, ঢালো জল।

ধুয়ে যায় যত তাপ জর্জর গ্রীষ্মের,
ধুয়ে যায় রৌদ্রের স্মৃতিটুকু বিশ্বের।

শুধু যেন বাজে কোথা নিঃঝুম ধুকধুক,
ধরণীর আশাভয়, ধরণীর সুখদুখ॥

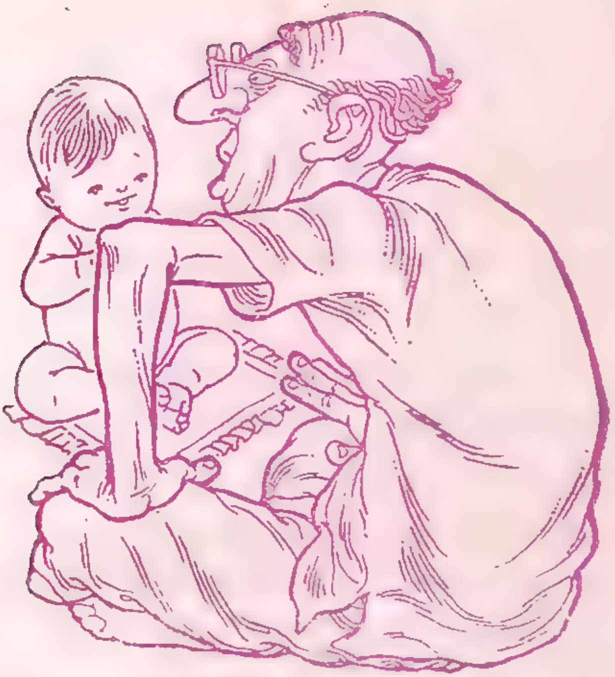

শিশুর দেহ

চশমা-আঁটা পণ্ডিতে কয়, শিশুর দেহ দেখে—
‘হাড়ের পরে মাংস গেঁথে, চামড়া দিয়ে ঢেকে,
শিরার মাঝে রক্ত দিয়ে, ফুসফুসেতে বায়ু,
বাঁধলো দেহ সুঠাম করে পেশী এবং স্নায়ু।’
কবি বলেন, ‘শিশুর মুখে হেরি তরুণ রবি,
উৎসারিত আনন্দে তার জাগে জগৎ ছবি,
হাসিতে তার চাঁদের আলো, পাখির কলকল,
অশ্রুকণা ফুলের দলে শিশির ঢলঢল।
মা বলেন, ‘এই দুরু দুরু মোর বুকেরই বাণী,
তারি গভীর ছন্দে গড়া শিশুর দেহখানি।
শিশুর প্রাণে চঞ্চলতা আমার অশ্রুহাসি,
আমার মাঝে লুকিয়ে ছিল এই আনন্দরাশি।
গোপনে কোন্ স্বপ্নে ছিল অজানা কোন্ আশা,
শিশুর দেহে মূর্তি নিল আমার ভালোবাসা।’

খোকা ঘুমায়

কোন্‌খানে কোন্‌ সুদূর দেশে, কোন্‌ মায়ের বুকে,
কাদের খোকা মিষ্টি এমন ঘুমায় মনের সুখে ?
অজানা কোন্‌ দেশে সেথা, কোন্‌খানে তার ঘর ?
কোন্‌ সমুদ্র, কত নদী, কত দেশের পর ?
কেমন সুরে কি বলে মা ঘুমপাড়ানি গানে,
খোকার চোখে নিত্যি সেথা ঘুমটি ডেকে আনে ?
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি, তাদেরও কি থাকে ?
'ঘুমটি দিয়ে যাওগো' বলে মা কি তাদের ডাকে ?
শেয়াল আসে বেগুন খেতে, বর্গি আসে দেশে ?
ঘুমের সাথে মিষ্টিমধুর মায়ের সুরটি মেশে ?
খোকা জানে মায়ের মুখটি সবার চেয়ে ভালো,
সবার মিষ্টি মায়ের হাসি, মায়ের চোখের আলো।
স্বপন মাঝে ছায়ার মতো মায়ের মুখটি ভাসে,
তাইতে খোকা ঘুমের ঘোরে আপন মনে হাসে ॥

মনের মতন

কান্নাহাসির পোঁটলা বেঁধে বর্ষভরা পুঁজি,
বৃদ্ধ বছর উধাও হল ভূতের মুলুক খুঁজি।

নূতন বছর এগিয়ে এসে হাত পাতে ওই দ্বারে,
বল্ দেখি মন, মনের মতন কি দিবি তুই তারে ?

আর কি দিব ?—মুখের হাসি, ভরসাভরা প্রাণ,
সুখের মাঝে, দুখের মাঝে আনন্দময় গান ॥

বেজায় খুশি

বহবা বাবুলাল ! গেলে যে হেসে !
বগলে কাতুকুতু কে দিল এসে ?
এদিকে মিটিমিটি দেখ কি চেয়ে ?
হাসি যে ফেটে পড়ে দু গাল বেয়ে !
হাসে যে রাঙা ঠোঁট দন্ত মেলে,
চোখের কোণে কোণে বিজলি খেলে।
হাসির রসে গলে ঝরে যে লালা,
কেন এ খি-খি-খি-খি হাসির পালা ?
যে দেখে সেই হাসে হাহাহা হাহা,
বাহবা বাবুলাল, বাহবা বাহা।

অবুঝ

চুপ করে থাক্, তর্ক করার বদভ্যাসটি ভালো না,
এক্কেবারেই হয় না ওতে বুদ্ধিশক্তির চালনা।
দেখ্ তো দেখি আজও আমার মনের তেজটি নেভে নি—
এইবার শোন বল্‌ছি এখন—কি বলছিলেম ভেবেনি।
বলছিলাম কি, আমি একটা বই লিখেছি কবিতার
উঁচুরকম পদ্যে লেখা আগা গোড়াই সবই তার।
তাইতে আছে "দশমুখে চায়, হজম করে দশোদর,
শ্মশানঘাটে শষ্পানি খায় শশব্যস্ত শশধর।"
এই কথাটার অর্থ যে কি, ভাবছে না কেউ মোটেও—
বুঝ্‌ছে না কেউ লাভ হবে কি, অর্থ যদি জোটেও।
এরই মধ্যে হাই তুলিস্ যে? পুঁতে ফেল্‌ব এখনি,
ঘুঘু দেখেই নাচ্‌তে শুরু, ফাঁদ তো বাবা দেখ নি।
কি বললি তুই? সাতান্নবার শুনেছিস্ ঐ কথাটা?
এমন মিথ্যে কইতে পারিস্ লক্ষ্মীছাড়া বখাটা।
আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাধ্যি নেই কো পেরোবার
হিসেব দেব, বলেছি এই চোদ্দোবার কি তেরোবার।
সাতান্ন তুই গুনতে পারিস্? মিথ্যাবাদী! শুনে যা—
ও শ্যামদাস! পালাস্ কেন? রাগ করিনি, শুনে যা।

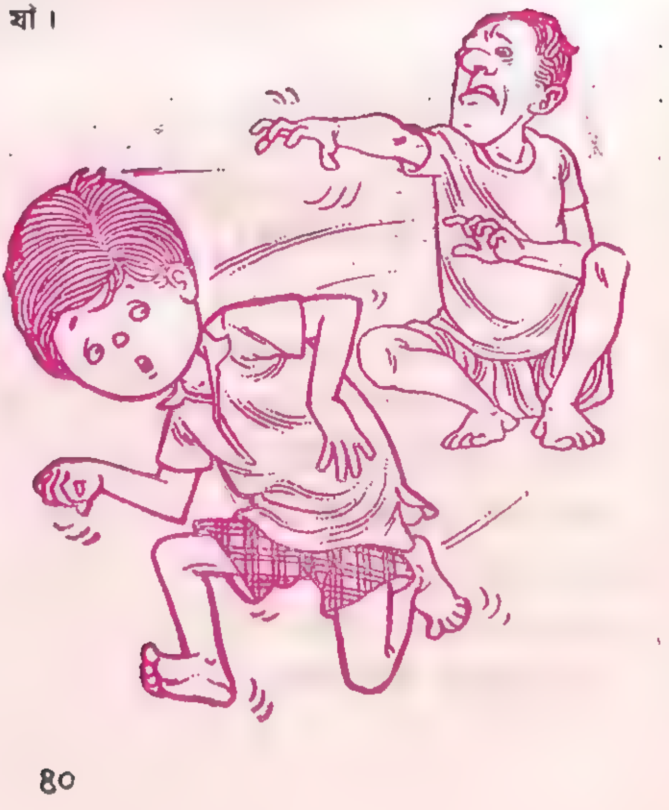

বিচার

ইঁদুর দেখে মামদো কুকুর বল্লে তেড়ে হেঁকে—
"বলবো কি আর, বড়ই খুশি হলেম তোরে দেখে ।
আজকে আমার কাজ কিছু নেই, সময় আছে মেলা,
আয় না খেলি দুইজনাতে মোকদ্দমার খেলা ।
তুই হবি চোর, তোর নামেতে করব নালিশ রুজু ।"
"জজ কে হবে ?" বললে ইঁদুর, বিষম ভয়ে জুজু ।
"কোথায় উকিল, প্যায়দা, পুলিশ, বিচার কিসে হবে ?"
মামদো বলে, "তাও জানিস নে ? শোন বলে দিই তবে ।
আমিই হব উকিল, হাকিম, আমিই হব জুরি,
কান ধরে তোর বলবো, 'ব্যাটা, ফের করেছিস চুরি ?'
সটান দেব ফাঁসির হুকুম অমনি একেবারে—
বুঝবি তখন চোর বাছাধন বিচার বলে কারে !"

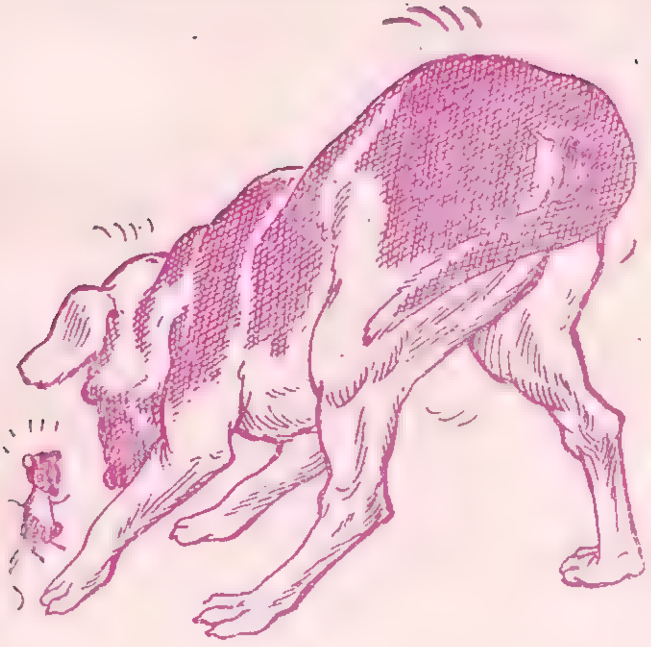

পাকাপাকি

আম পাকে বৈশাখে কুল পাকে ফাগুনে,
কাঁচা ইঁট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে।
রোদে জলে টিঁকে রঙ, পাকা কই তাহারে ;
ফলারটি পাকা হয় লুচি দই আহারে।
হাত পাকে লিখে লিখে, চুল পাকে বয়সে,
জ্যাঠামিতে পাকা ছেলে বেশি কথা কয় সে।
লোকে কয় কাঁঠাল সে পাকে নাকি কিলিয়ে ?
বুদ্ধি পাকিয়ে তোলে লেখাপড়া গিলিয়ে।
কান পাকে ফোড়া পাকে, পেকে করে টন্‌টন্‌—
কথা যার পাকা নয়, কাজে তার ঠন্‌ঠন্‌।
রাঁধুনী বসিয়া পাকে পাক দেয় হাঁড়িতে,
সজোরে পাকালে চোখ ছেলে কাঁদে বাড়িতে।
পাকায়ে পাকায়ে দড়ি টান হয়ে থাকে সে।
দুহাতে পাকালে গোঁফ তবু নাহি পাকে সে॥

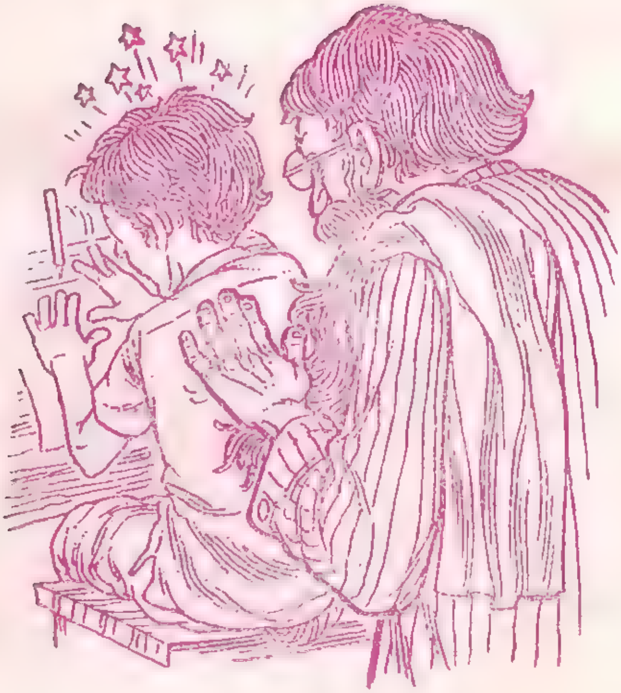

বর্ষশেষ

শুন রে আজব কথা, শুন বলি ভাই রে—
বছরের আয়ু দেখ আর বেশি নাই রে ।
ফেলে দিয়ে পুরাতন জীর্ণ এ খোলসে
নূতন বরষ আসে, কোথা হতে বল সে !
কবে যে দিয়েছে চাবি জগতের যন্ত্রে,
সেই দমে আজও চলে না জানি কি মন্ত্রে !
পাকে পাকে দিনরাত ফিরে আসে বার বার,
ফিরে আসে মাস ঋতু—এ কেমন কারবার ।
কোথা আসে কোথা যায় নাহি কোনো উদ্দেশ,
হেসে খেলে ভেসে যায় কত দূর দূর দেশ ।
রবি যায় শশী যায় গ্রহ তারা সব যায়,
বিনা কাঁটা কম্পাসে বিনা কল কব্জায় !
ঘুরপাকে ঘুরে চলে, চলে কত ছন্দে,
তালে তালে হেলে দুলে চলে রে আনন্দে ।

সঙ্গীহারা

সবাই নাচে, ফুর্তি করে, সবাই গাহে গান,
একলা বসে হাঁড়িচাঁচার মুখটি কেন ম্লান ?
দেখছ নাকি আমার সাথে সবাই করে আড়ি—
তাই তো আমার মেজাজ খ্যাপা মুখটি এমন হাঁড়ি।

তাও কি হয়! ওই যে মাঠে শালিখ পাখি ডাকে
তার কাছে কই যাও নি তো ভাই, শুধাও নি তো তাকে।
শালিখ পাখি বেজায় ঠ্যাঁটা চেঁচায় মিছিমিছি,
হল্লা শুনে হাড় জ্বলে যায় কেবল কিচিমিচি।

মিষ্টি সুরে দোয়েল পাখি জুড়িয়ে দিল প্রাণ
তার কাছে কই বসলে না তো শুনলে না তার গান!
দোয়েল পাখির ঘ্যানঘ্যানানি আর কি লাগে ভালো ?
যেমন রূপে, তেমন গুণে, তেমনি আবার কালো।

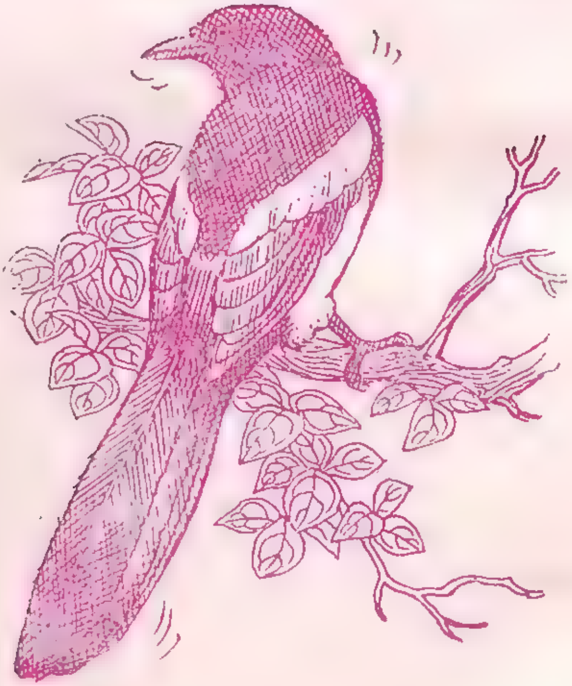

রূপ যদি চাও যাও না কেন মাছরাঙ্গার কাছে,
অমন খাসা রঙের বাহার আর কি কারো আছে ?
মাছরাঙ্গা ! তারেও কি আর পাখির মধ্যে ধরি ?
রকম-সকম সঙের মতন, দেমাক দেখে মরি !

পায়রা, ঘুঘু, কোকিল, চড়াই, চন্দনা, টুনটুনি,
কারে তোমার পছন্দ হয়, সেই কথাটি শুনি ?
এইগুলো সব ছ্যাবলা পাখি, নেহাৎ ছোট জাত,
দেখলে আমি তফাৎ হটি অমনি পঁচিশ হাত !

এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারখানা কি যে—
সবার তুমি খুঁৎ পেয়েছ, নিখুঁৎ কেবল নিজে !
মনের মতন সঙ্গী তোমার কপালে নেই লেখা,
তাইতে তোমায় কেউ পোঁছে না, তাইতে থাক একা ॥

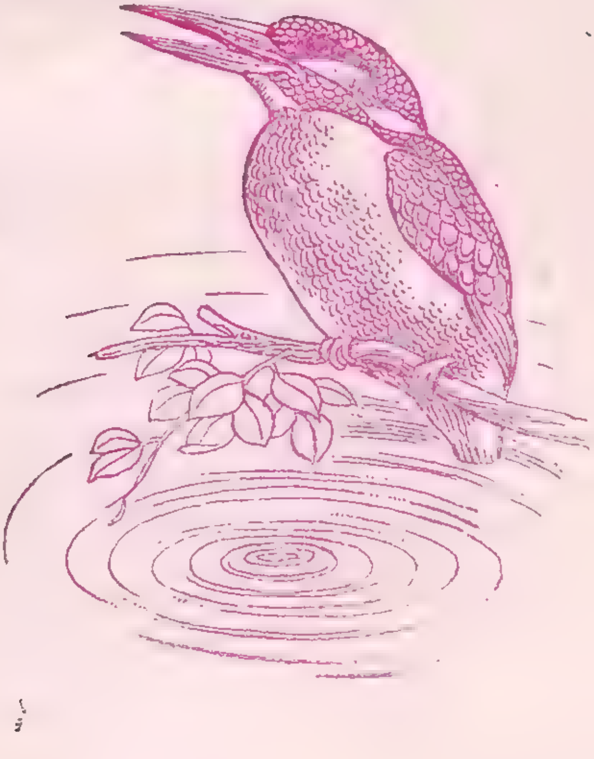

নূতন বৎসর

'নূতন বছর । নূতন বছর !' সবাই হাঁকে সকাল সাঁঝে,
আজকে আমার সুযিমামার মুখটি জাগে মনের মাঝে
মুস্কিলাসান করলে মামা, উস্কিয়ে তার আগুনখানি,
ইস্কুলেতে লাগলো তালা, থামলো সাধের পড়ার ঘানি ।

এগ্‌জামিনের বিষম ঠেলা চুকলো রে ভাই, ঘুচলো জ্বালা,
নূতন সালের নূতন তালে হোক তবে আজ 'হকি'র পালা ।
কোন্‌খানে কোন্ মেঝের কোণে, কলম কানে চশমা নাকে,
বিরামহারা কোন্ বেচারা দেখেন কাগজ, ভয় কি তাঁকে ?

অঙ্কে দেবেন 'হকি'র গোলা, শঙ্কা তো নাই তাহার তরে,
তংকা হাজার মিলুক তাঁহার, ডঙ্কা মেরে চলুন ঘরে ।
দিনেক যদি জোটেন খেলায় সাঁঝের বেলায় মাঠের মাঝে,
'গোল্লা' পেয়ে ঝোল্লা ভরে আবার নাহয় যাবেন কাজে ।

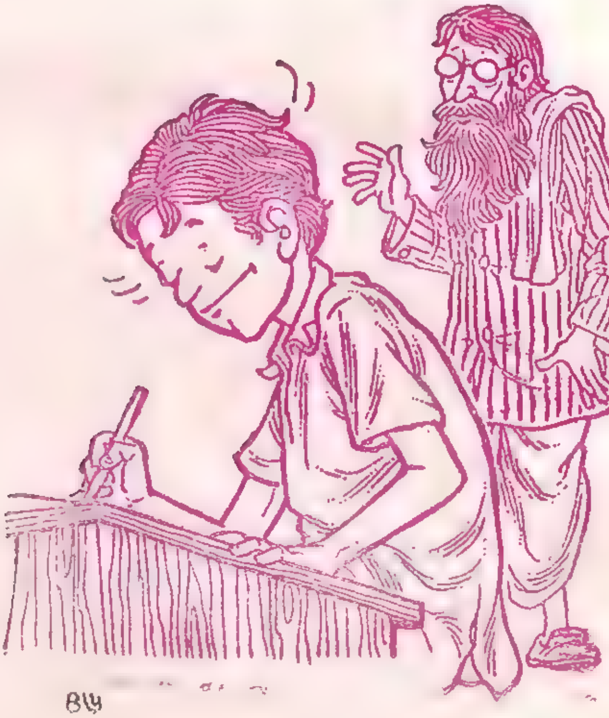

আয় তবে আয় নবীন বরষ ! মলয় বায়ের দোলায় দুলে
আয় সঘনে গগন বেয়ে, পাগলা ঝড়ের পালটি তুলে ।
আয় বাংলার বিপুল মাঠে, শ্যামল ধানের ঢেউ খেলিয়ে,
আয় রে সুখে ছুটির দিনে, আমকাঁঠালের খবর নিয়ে ।

আয় দুলিয়ে তালের পাখা, আয় বিছিয়ে শীতের ছায়া,
পাখির নীড়ে, চাঁদের হাটে, আয় জাগিয়ে মায়ের মায়া ।
তাতুক না মাঠ, ফাটুক না কাঠ, ছুটুক না ঘাম নদীর মতো
জয় হে তোমার নূতন বছর ! তোমার যে গুণ গাইব কত ?

পুরান বছর মলিন মুখে যায় সকলের বালাই নিয়ে,
ঘুচলো কি ভাই মনের কালি সেই বুড়োকে বিদায় দিয়ে ?
নূতন সালে নূতন বলে নূতন আশায় নতন সাজে,
আয় দয়ালের নাম লয়ে ভাই, যাই সকলে যে যার কাজে ।

কত বড়

ছোট্ট সে একরতি ইঁদুরের ছানা,
ফোটে নাই চোখ তার, একেবারে কানা।

ভাঙা এক দেরাজের ঝুলমাখা কোণে,
মার বুকে শুয়ে শুয়ে মার কথা শোনে।

যেই তার চোখ ফোটে সেই দেখে চেয়ে—
দেরাজের ভারি কাঠ চারিদিক ছেয়ে।

চেয়ে বলে, মেলি তার গোল গোল আঁখি—
"ওরে বাবা! পৃথিবীটা এত বড় নাকি?"

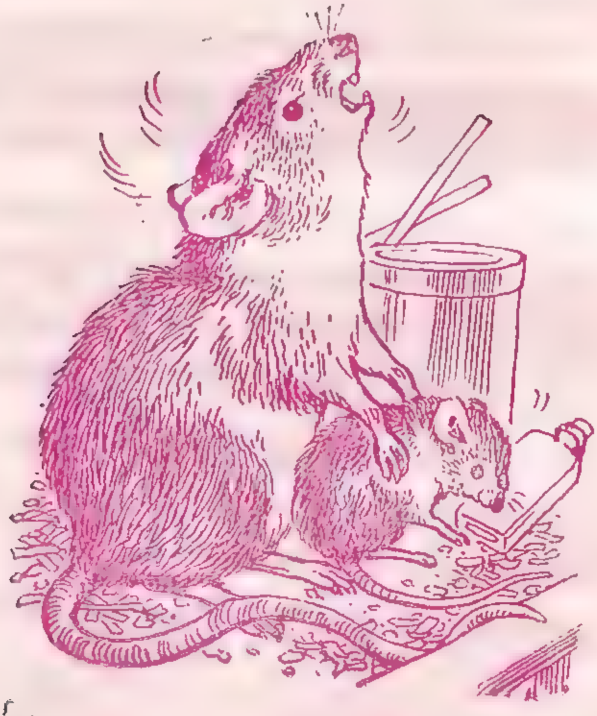

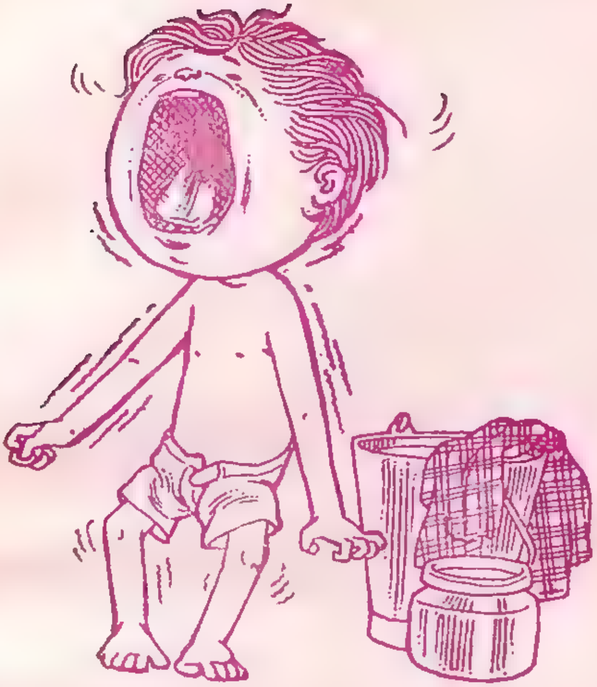

সাহস

পুলিশ দেখে ডরাই নে আর, পালাই নে আর ভয়ে,
আরশুলা কি ফড়িং এলে থাকতে পারি সয়ে,
আঁধার ঘরে ঢুকতে পারি এই সাহসের গুণে,
আর করে না বুক দুরদুর জুজুর নামটি শুনে,
রাত্তিরেতে একলা শুয়ে তাও তো থাকি কত,
মেঘ ডাকলে চেঁচাই নেকো আহাম্মুকের মতো।
মামার বাড়ির কুকুরদুটোর বাঘের মতো চোখ,
তাদের আমি খাবার খাওয়াই এমনি আমার রোখ।
এমনি আরো নানান দিকে সাহস আমার খেলে,
সবাই বলে ‘খুব বাহাদুর’ কিংবা ‘সাবাস ছেলে’।
কিন্তু তবু শীতকালেতে সকালবেলায় হেন
ঠাণ্ডা জলে নাইতে হলে কান্না আসে কেন?
সাহস টাহস সব যে তখন কোন্‌খানে যায় উড়ে—
ষাঁড়ের মতন কণ্ঠ ছেড়ে চেঁচাই বিকট সুরে।

লক্ষ্মী

হাত-পা-ভাঙা নোংরা পুতুল মুখটি ধুলোয় মাখা,
গালদুটি তার খাবলামতন চোখদুটি তার ফাঁকা,

কোথায়-বা তার চুলবিনুনি কোথায়-বা তার মাথা,
আধখানি তার ছিন্ন জামা, গায় দিয়েছেন কাঁথা।

পুতুলের মা ব্যস্ত কেবল, তার সেবাতেই রত
খাওয়ান, শোয়ান, আদর করেন, ঘুম ডেকে দেন কত।

বলতে গেলাম 'বিশ্রী পুতুল' অমনি বলেন রেগে—
'লক্ষ্মী পুতুল, জ্বর হয়েছে তাই তো এখন জেগে।'

দ্বিগুণ জোরে চাপড়ে দিল 'আয় আয় আয়' বলে—
নোংরা পুতুল লক্ষ্মী হয়ে পড়লো ঘুমে ঢুলে।

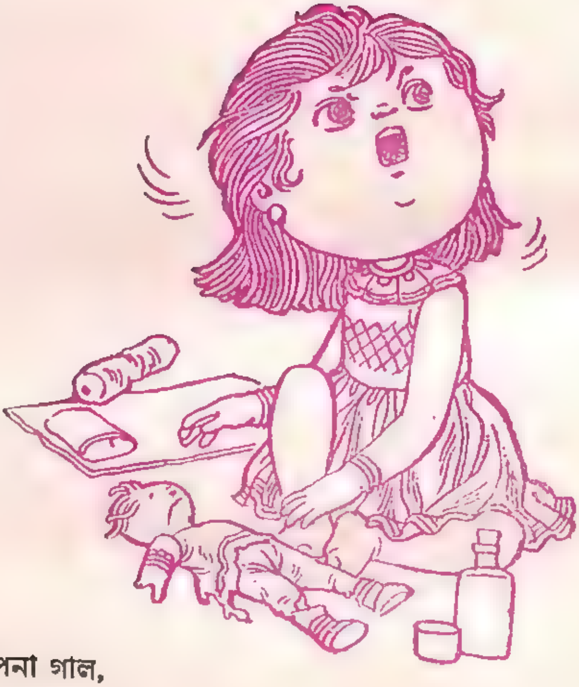

আদুরে পুতুল

যাদুরে আমার আদুরে গোপাল, নাকটি নাদুস, থোপনা গাল,
ঝিকিমিকি চোখ মিটিমিটি চায়, ঠোঁট দুটি তায় টাটকা লাল।
মোমের পুতুল ঘুমিয়ে থাকুক দাঁত মেলে আর চুল খুলে,
টিনের পুতুল চীনের পুতুল, কেউ কি এমন তুলতুলে?
গোবদা গড়ন এমনি ধরন আবদারে কেউ ঠোঁট ফুলোয়?
মখমলি রঙ, মিষ্টি নরম, দেখছ কেমন হাত বুলোয়?
বলবি কি বল, হাবলা পাগল, আবোল তাবোল কান ঘেঁষে,
ফোকলা গদাই, যা বলছি তাই ছাপিয়ে পাঠাই 'সন্দেশে'॥

ভালো ছেলের নালিশ

মাগো ! প্রসন্নটা দুষ্টু এমন ! খাচ্ছিল সে পরোটা
গুড় মাখিয়ে আরাম করে বসে—
আমায় দেখে একটা দিল, নয়কো তাও বড়টা,
দুইখানা সে আপনি খেল কষে !

তাইতে আমি কান ধরে তার একটুখানি পেঁচিয়ে
কিল মেরেছি; 'হ্যাংলা ছেলে' বলে—
অমনি কিনা মিথ্যে করে ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে
গেল সে তার মায়ের কাছে চলে !

মাগো ! এমনি ধারা শয়তানি তার, খেলতে গেলাম দুপুরে,
বলল, 'এখন খেলতে আমার মানা',
ঘন্টাখানেক পরেই দেখি দিব্যি ছাতের উপরে
ওড়াচ্ছে তার সবুজ ঘুড়ি খানা।

তাইতে আমি দৌড়ে গিয়ে, ঢিল মেরে আর খুঁচিয়ে
ঘুড়ির পেটে দিলাম করে ফুটো—
আবার দেখ, বুক ফুলিয়ে, সটান মাথা উঁচিয়ে
আনছে কিনে নতুন ঘুড়ি দুটো।

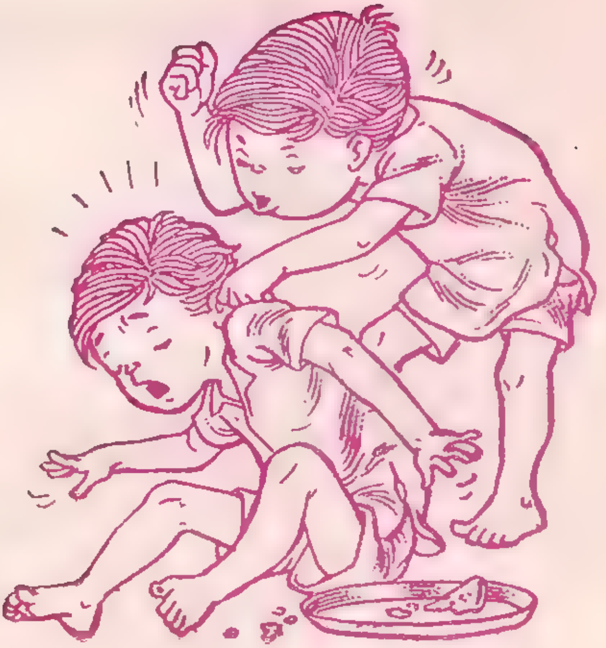

খোকার ভাবনা

মোমের পুতুল, লোমের পুতুল, আগলে ধরে হাতে,
তবুও কেন হাবলা ছেলের মন ওঠে না তাতে ?
একলা জেগে এক মনেতে চুপটি করে বসে
আনমনা সে কিসের তরে আঙুলখানি চোষে ?
নাইকো হাসি, নাইকো খেলা, নাইকো মুখে কথা,
আজ সকালে হাবলাবাবুর মন গিয়েছে কোথা ?
ভাবছে বুঝি দুধের বোতল আসছে নাকো কেন ?
কিংবা ভাবে মায়ের কিসে হচ্ছে দেরি হেন ।
ভাবছে এবার দুধ খাবে না, কেবল খাবে মুড়ি,
দাদার সাথে কোমর বেঁধে করবে হুড়োহুড়ি,
ফেলবে ছুঁড়ে চামচটাকে পাশের বাড়ির চালে,
না হয় তেড়ে কামড়ে দেবে দুষ্টু দাদুর গালে ।
কিংবা ভাবে একটা কিছু ঠুকতে যদি পেতো,
পুতুলটাকে করতো ঠুকে এক্কেবারে থেঁতো ।

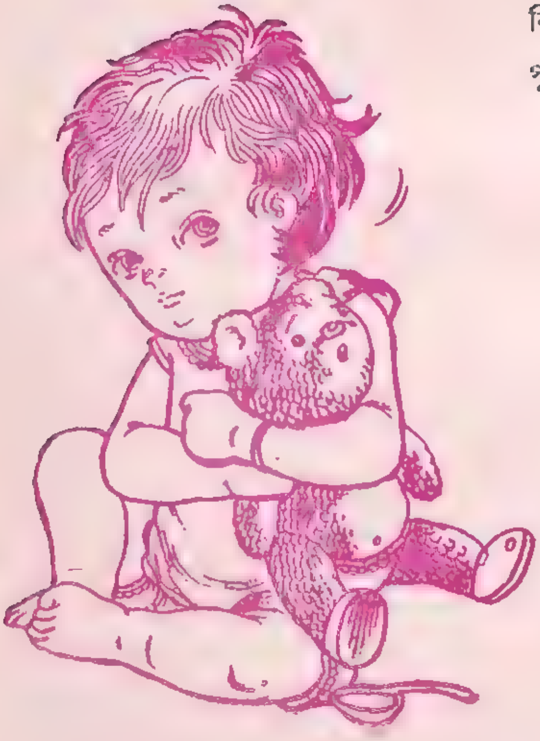

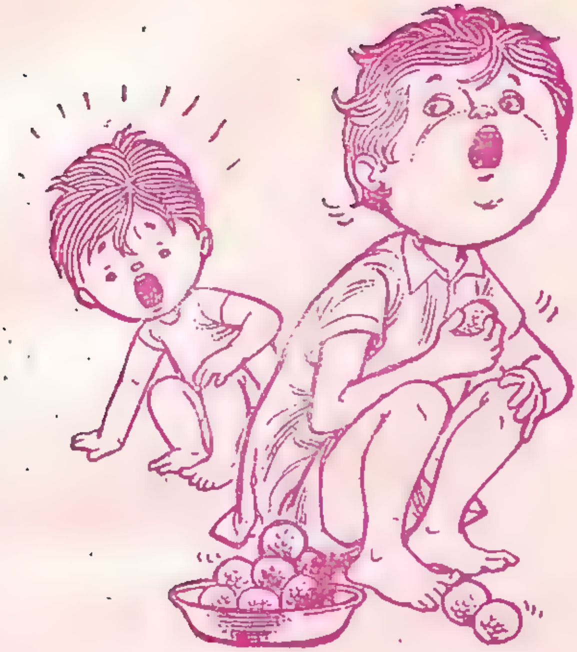

নিঃস্বার্থ

গোপলাটা কি হিংসুটে মা ! খাবার দিলেম ভাগ করে,
কল্‌লে নাকো মুখেও কিছু, ফেল্‌লে ছুঁড়ে রাগ করে ।
জ্যাঠাইমা যে মেঠাই দিলেন 'দুই ভায়েতে খাও' বলে—
দশটি ছিল, একটি তাহার চাখতে নিলেম 'ফাও' বলে,
আর যে নটি, ভাগ করে তায় তিনটে দিলেম গোপলাকে—
তবুও কেবল হ্যাংলা ছেলে আমার ভাগেই চোখ রাখে ।
বুঝিয়ে বলি, 'কাঁদিস কেন ? তুই যে নেহাৎ কনিষ্ঠ,
বয়স বুঝে সামলে খাবি, তা নৈলে হয় অনিষ্ট ।
তিনটি বছর তফাৎ মোদের, জ্যায়দা হিসাব গুনতি তাই,
মোদ্দা আমার ছয়খানি হয়, তিন বছরে তিনটি পাই ।'
তাও মানে না, কেবল কাঁদে—স্বার্থপরের শয়তানি,
শেষটা আমায় মেঠাইগুলো খেতেই হল সবখানি ।

ছুটি

ঘুচবে জ্বালা পুঁথির পালা ভাবছি সারাক্ষণ—
পোড়া স্কুলের পড়ার পরে আর কি বসে মন ?
দশটা থেকেই নষ্ট খেলা, ঘন্টা হতেই শুরু
প্রাণটা করে ‘পালাই পালাই’ মনটা উড়ু উড়ু—
পড়ার কথা খাতায় পাতায়, মাথায় নাহি ঢোকে !
মন চলে না, মুখ চলে যায় আবোল তাবোল বকে !
কানটা ঘোরে কোন্ মুলুকে হুঁশ থাকে না তার,
এ কান দিয়ে ঢুকলে কথা, ও কান দিয়ে পার ।
চোখ থাকে না আর কিছুতেই, কেবল দেখে ঘড়ি,
বোর্ডে আঁকা অঙ্ক ঠেকে আঁচড়কাটা খড়ি !
কল্পনাটা স্বপ্নে চড়ে ছুটছে মাঠে ঘাটে—
আর কি রে মন বাঁধন মানে ? ফিরতে চায় কি পাঠে ?
পড়ার চাপে ছটফটিয়ে আর কি রে দিন চলে ?
ঝুপ করে মন ঝাঁপ দিয়ে পড় ছুটির বন্যাজলে ॥

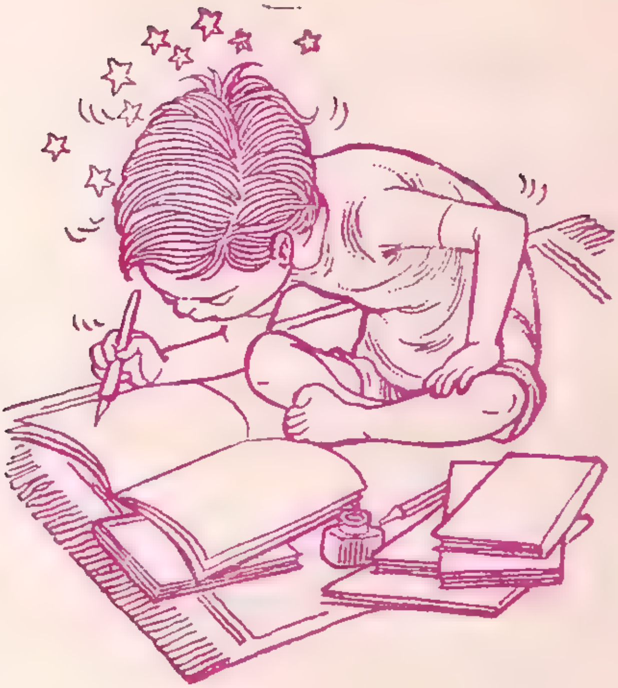

দিনের হিসাব

ভোর না হতে পাখিরা জোটে, গানের চোটে ঘুমটি ছোটে—
চোখটি খোলো, গাত্র তোলো, আরে মোলো, সকাল হল।
হায় কি দশা, পড়তে বসা, অঙ্ক কষা, কলম ঘষা,
দশটা হলে হট্টগোলে দৌড়ে চলে বই বগলে।
স্কুলের পড়া, বিষম তাড়া, কানটি নাড়া, বেঞ্চে দাঁড়া,
মরে কি বাঁচে! সমুখে পাছে বেত্র নাচে নাকের কাছে॥

খেলতে যে চায়, খেলবে কি ছাই, বৈকেলে হায়, সময় কি পায়?
খেলাটি ক্রমে যেমনি জমে দখিনে বামে সন্ধ্যা নামে,
ভাঙলো মেলা, সাধের খেলা আবার ঠেলা সন্ধ্যাবেলা—
মুখটি হাঁড়ি, তাড়াতাড়ি দিচ্ছে পাড়ি যে যার বাড়ি।
ঘুমের ঝোঁকে ঝাপসা চোখে ক্ষীণ আলোকে অঙ্ক টোকে;
ছুটি পাবার সুযোগ আবার আয় রবিবার, হপ্তা কাবার॥

পড়ার হিসাব

ফিরল সবাই ইস্কুলেতে সাঙ্গ হল ছুটি—
আবার চলে বই বগলে সবাই গুটি গুটি।
পড়ার পরে কার কি রকম মনটি ছিল এবার,
সময় এল এখন তারই হিসেবখানা দেবার।
কেউ পড়েছেন পড়ার পুঁথি, কেউ পড়েছেন গল্প,
কেউ পড়েছেন হদ্দমতন, কেউ পড়েছেন অল্প।
কেউ-বা তেড়ে গড়গড়িয়ে মুখস্থ কয় ঝাড়া,
কেউ-বা কেবল কাঁচুমাচু মোটে না দেয় সাড়া।
গুরুমশাই এসেই ক্লাসে বলেন, 'ওরে গদাই,
এবার কিছু পড়লি ? নাকি খেলতি কেবল সদাই ?
গদাই ভয়ে চোখ পাকিয়ে ঘাবড়ে গিয়ে শেষে
বললে, 'এবার পড়ার ঠেলা বেজায় সর্বনেশে —
মামার বাড়ি যেমনি যাওয়া অমনি গাছে চড়া,
একেবারে অমনি ধপাস—পড়ার মতো পড়া!'

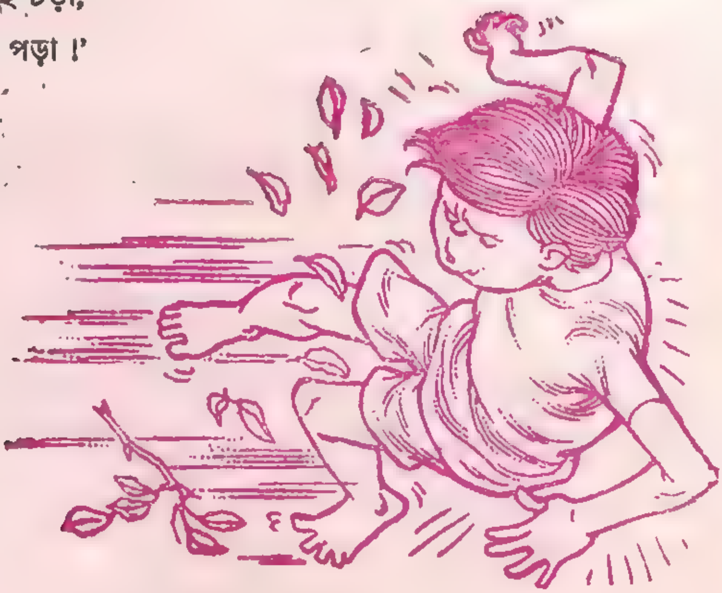

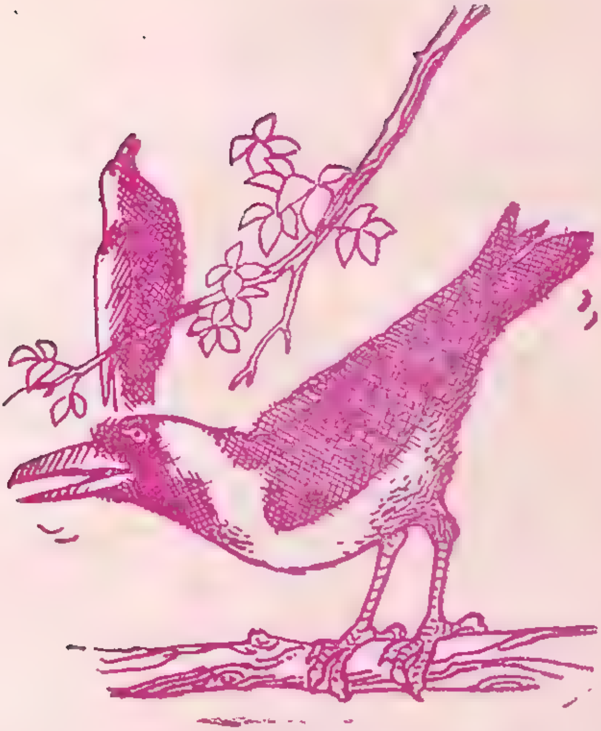

আড়ি

কিসে কিসে ভাব নেই ? ভক্ষক ও ভক্ষ্যে—
বাঘে ছাগে মিল হলে আর নেই রক্ষে।

শেয়ালের সাড়া পেলে কুকুরেরা তৈরী,
সাপে আর নেউলে তো চিরকাল বৈরী !

আদা আর কাঁচকলা মেলে কোনদিন সে ?
কোকিলের ডাক শুনে কাক জ্বলে হিংসেয়।

তেলে দেওয়া বেগুনের ঝগড়াটা দেখ নি ?
ছ্যাঁক ছ্যাঁক রাগ যেন খেতে আসে এখনি।

তার চেয়ে বেশি আড়ি আমি পারি কহিতে—
তোমাদের কারো কারো কেতাবের সহিতে ॥

হরিষে বিষাদ

দেখছে খোকা পঞ্জিকাতে এই বছরে কখন কবে
ছুটির কত খবর লেখে, কিসের ছুটি কদিন হবে ।
ঈদ, মহরম, দোল, দেওয়ালি, বড়দিন আর বর্ষশেষে—
ভাবছে যত ফুল্লমুখে, ফুর্তিভরে ফেলছে হেসে ।
এমন্ কালে নীল আকাশে হঠাৎ খ্যাপা মেঘের মতো,
উথলে ছোটে কান্নাধারা ডুবিয়ে তাহার হর্ষ যত ।
'কি হল তোর ?' সবাই বলে, 'কলমটা কি বিঁধলো হাতে ?'
'জিভে কি তোর দাঁত বসালি ?' 'কামড়ালো কি ছারপোকাতে ?'
প্রশ্ন শুনে কান্না চড়ে, অশ্রু ঝরে দ্বিগুণ বেগে,
পঞ্জিকাটি আছড়ে ফেলে বললে কেঁদে আগুন রেগে—
'ঈদ পড়েছে জষ্ঠিমাসে গ্রীষ্মে যখন থাকেই ছুটি,
বর্ষশেষ আর দোল তো দেখি রোববারেতেই পড়লো দুটি ।
দিনগুলোকে করলে মাটি মিথ্যে পাঁজি পঞ্জিকাতে—
মুখ ধোব না, ভাত খাব না, ঘুম যাব না আজকে রাতে ।'

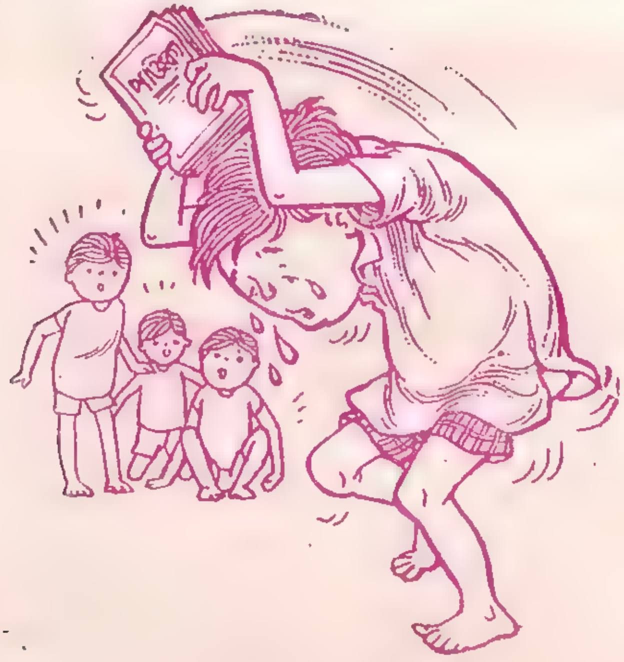

আশ্চর্য

নিরীহ কলম, নিরীহ কালি,
নিরীহ কাগজে লিখিল গালি—
'বাঁদর, বেকুব, আজব হাঁদা,
বকাট ফাজিল, আকাট গাধা !'

আবার লিখিল কলম ধরি
বচন মিষ্টি, যতন করি—
'শান্ত, মানিক, শিষ্ট, সাধু,
বাছা রে, ধন রে, লক্ষ্মী, যাদু !'

মনের কথাটি ছিল যে মনে,
রটিয়া উঠিল খাতার কোণে,
আঁচড়ে আঁকিতে আখর ক'টি,
কেহ খুশী, কেহ উঠিল চটি !

রকম-রকম কালির টানে
কারো হাসি, কারো অশ্রু আনে,
মারে না, ধরে না, হাঁকে না বুলি,
লোকে হাসে কাঁদে কি দেখি ভুলি ?

সাদায় কালোয় কি খেলা জানে ?
ভাবিয়া ভাবিয়া না পাই মানে ॥

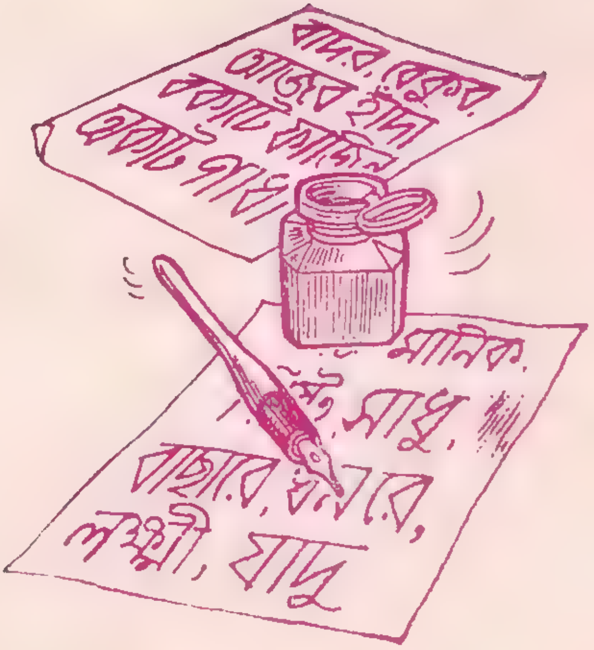
বাঁদর, বেকুব,
আজব হাঁদা
বকাট ফাজিল
আকাট গাধা
মানিক,
শিষ্ট, সাধু,
বাছারে, ধনরে,
লক্ষ্মী, যাদু

বিষম চিন্তা

মাথায় কত প্রশ্ন আসে, দিচ্ছে না কেউ জবাব তার,
সবাই বলে ‘মিথ্যে বাজে বকিস নে আর খবরদার।’
অমনধারা ধমক দিলে কেমন করে শিখব সব ?
বলবে সবাই ‘মুখ্যু ছেলে’, বলবে আমায় ‘গো-গর্দভ’।
কেউ কি জানে দিনের বেলায় কোথায় পালায় ঘুমের ঘোর ?
বর্ষা হলেই ব্যাঙের গলায় কোত্থেকে হয় এমন জোর ?
গাধার কেন শিং থাকে না ? হাতির কেন পালক নেই ?
গরম তেলে ফোড়ন দিলে লাফায় কেন তা ধেই-ধেই ?
সোডার বোতল খুললে কেন ফসফসিয়ে রাগ করে ?
কেমন করে রাখবে টিকি মাথায় যাদের টাক পড়ে ?
ভূত যদি না থাকবে তবে কোত্থেকে হয় ভূতের ভয় ?
মাথায় যাদের গোল বেধেছে তাদের কেন ‘পাগোল’ কয় ?
কতই ভাবি এ-সব কথা, জবাব দেবার মানুষ কই ?
বয়স হলে কেতাব খুলে জানতে পাব সমস্তই।

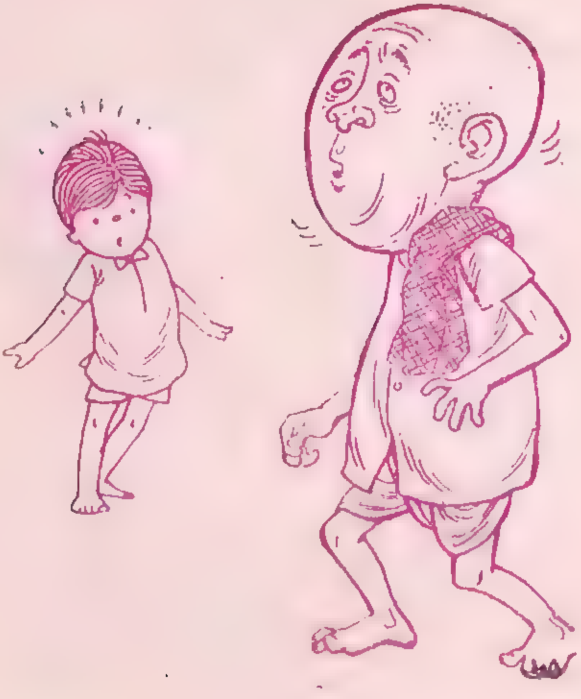

আলোছায়া

হোক না কেন যতই কালো,
এমন ছায়া নাই রে নাই—
লাগলে পরে রোদের আলো
পালায় না যে আপনি ভাই।
শুষ্ক মুখে আঁধার ধোঁয়া
কঠিন হেন কোথায় বল,
লাগলে যাতে হাসির ছোঁয়া
আপনি গলে হয় না জল ?

আনন্দ

যে আনন্দ ফুলের বাসে, যে আনন্দ পাখির গানে,
যে আনন্দ অরুণ আলোয়, যে আনন্দ শিশুর প্রাণে,
যে আনন্দে বাতাস বহে, যে আনন্দ সাগর জলে,
যে আনন্দ ধূলির কণায়, যে আনন্দ তৃণের দলে,
যে আনন্দে আকাশ ভরা, যে আনন্দ তারায় তারায়,
যে আনন্দ সকল সুখে, যে আনন্দ রক্তধারায়,
সে আনন্দ মধুর হয়ে তোমার প্রাণে পড়ুক ঝরি,
সে আনন্দ আলোর মতো থাকুক তব জীবন ভরি ॥

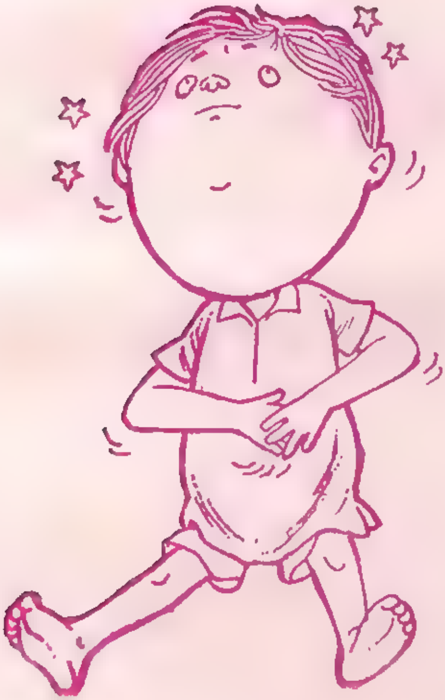

নিরুপায়

বসি বছরের পয়লা তারিখে
মনের খাতায় রাখিলাম লিখে—
'সহজে উদরে ঢুকিবে যেটুক,
সেইটুকু খাব, হব না পেটুক।'
মাস দুই যেতে খাতা খুলে দেখি
এরি মাঝে মন লিখিয়াছে এ কি!
লিখিয়াছে, 'যদি নেমন্তন্নে
কেঁদে ওঠে প্রাণ লুচির জন্যে,
উচিত হবে কি কাঁদানো তাহারে?
কিংবা যখন বিপুল আহারে,
তেড়ে দেয় পাতে পোলাও কালিয়া
পায়েস অথবা রাবড়ি ঢালিয়া—
তখন কি করি, আমি নিরুপায়!
তাড়াতে না পারি, বলি আয়, আয়,
ঢুকে আয় মুখে দুয়ার ঠেলিয়া
উদার রয়েছি উদর মেলিয়া।'

কাজের লোক

প্রথম। বাঃ— আমার নাম 'বাঃ'।
বসে থাকি তোফা তুলে পায়ের উপর পা।
লেখাপড়ার ধার ধারি নে, বছর ভরে ছুটি,
হেসে খেলে আরাম করে দুশো মজা লুটি।
কারে কবে কেয়ার করি, কিসের করি ডর?
কাজের নামে কম্প দিয়ে গায়ে আসে জ্বর।
গাধার মতো খাটিস তোরা মুখটা করে চুন—
আহাম্মুকি কাণ্ড দেখে হেসেই আমি খুন।

সকলে। আস্ত একটা গাধা তুমি স্পষ্ট গেল দেখা,
হাসছ যত, কান্না তত কপালেতে লেখা।

দ্বিতীয়। 'যদি' বলে ডাকে আমায়, নামটি আমার 'যদি'—
আশায় আশায় বসে থাকি হেলান দিয়ে গদি।
সব কাজেতে থাকত যদি খেলার মতো মজা,
লেখাপড়া হত যদি জলের মতো সোজা—
স্যাণ্ডোসমান ষণ্ডা হতাম যদি গায়ের জোরে,
প্রশংসাতে আকাশ-পাতাল যদি যেত ভরে—
উঠে পড়ে লেগে যেতাম বাজে তর্ক ফেলে।
করতে পারি সবই—যদি সহজ উপায় মেলে।

সকলে। হাতের কাছে সুযোগ, তবু 'যদি'র আশায় বসে—
নিজের মাথা খাচ্ছ বাপু নিজের বুদ্ধিদোষে।

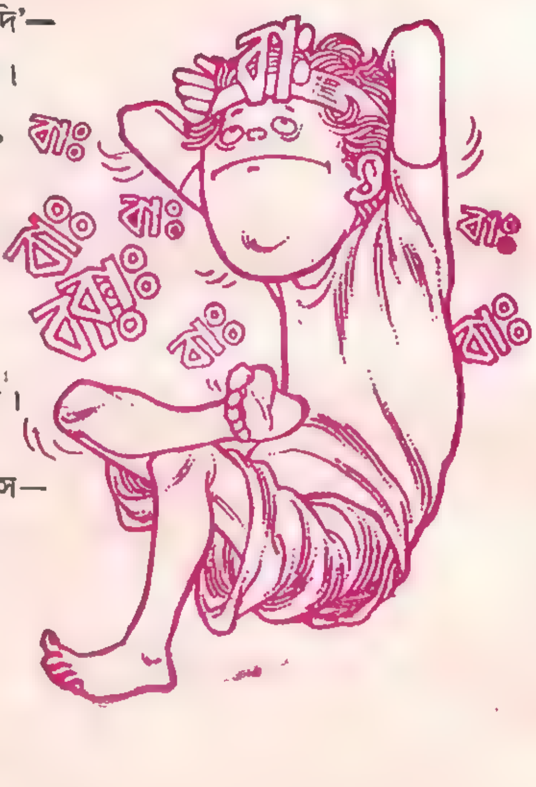

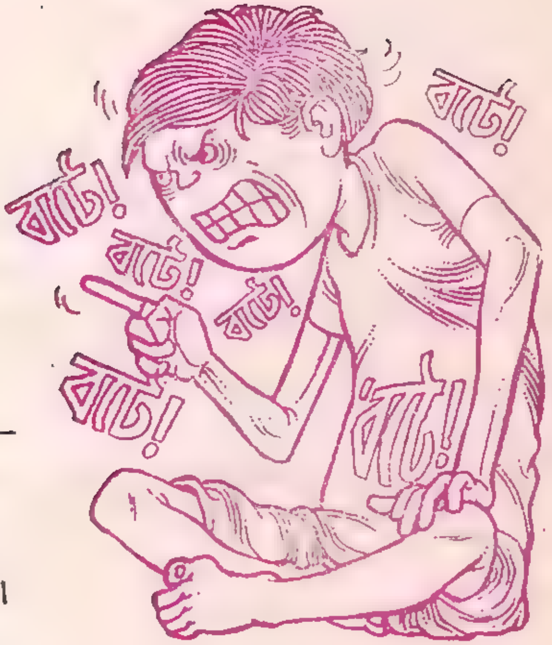

তৃতীয় । আমার নাম 'বটে' । আমি সদাই আছি চটে—
কট্‌মটিয়ে তাকাই যখন, সবাই পালায় ছুটে ।
চশমা পরে বিচার করে, চিরে দেখাই চুল –
উঠতে বসতে করছে সবাই হাজার গণ্ডা ভুল ।
আমার চোখে ধুলো দেবে সাধ্যি আছে কার ?
ধমক শুনে ভূতের বাবা হচ্ছে পগার পার !
হাসছ ? বটে ! ভাবছ বুঝি মস্ত তুমি লোক,
একটি আমার ভেংচি খেলে উল্টে যাবে চোখ ।

সকলে । দিচ্ছ গালি, লোকের তাতে কিবা এল গেল ?
আকাশেতে থুতু ছুঁড়ে—নিজের গায়েই ফেল ।

চতুর্থ । আমার নাম 'কিন্তু', আমায় 'কিন্তু' বলে ডাকে,
সকল কাজে একটি কিছু গলদ লেগে থাকে ।
দশটা কাজে লাগি কিন্তু আটটা করি মাটি,
ষোলো-আনা কথায় কিন্তু সিকিমাত্র খাঁটি ।
লম্ফঝম্প বহুৎ কিন্তু কাজের নেইকো ছিরি—
ফোঁস্ করে যাই তেড়ে—আবার ল্যাজ গুটিয়ে ফিরি ।
পাঁচটা জিনিস গড়তে গেলে, দশটা ভেঙে চুর—
বল্ দেখি ভাই, কেমন আমি সাবাস বাহাদুর !

সকলে। উচিত তোমায় বেঁধে রাখা নাকে দিয়ে দড়ি,
বেগার খাটা পণ্ড কাজের মূল্য কানাকড়ি।

পঞ্চম। আমার নাম 'তবু', তোমরা কেউ কি আমায় চেনো?
দেখতে ছোটো, তবু আমার সাহস আছে জেনো।
এতটুকু মানুষ, তবু দ্বিধা নাইকো মনে,
যে কাজেতেই লাগি আমি খাটি প্রাণপণে।
এমনি আমার জেদ, যখন অঙ্ক নিয়ে বসি,
একুশবারে না হয় যদি, বাইশবারে কষি।
হাজার আসুক বাধা, তবু উৎসাহ না কমে,
হাজার লোকে চোখ রাঙালে, তবু না যাই দমে।

সকলে। নিষ্কম্মারা গেল কোথা, পালাল কোন্ দেশে?
কাজের মানুষ কারে বলে দেখুক এখন এসে।
হেসে খেলে, শুয়ে বসে, কত সময় যায়,
সময়টা যে কাজে লাগায়, চালাক বলে তায়।

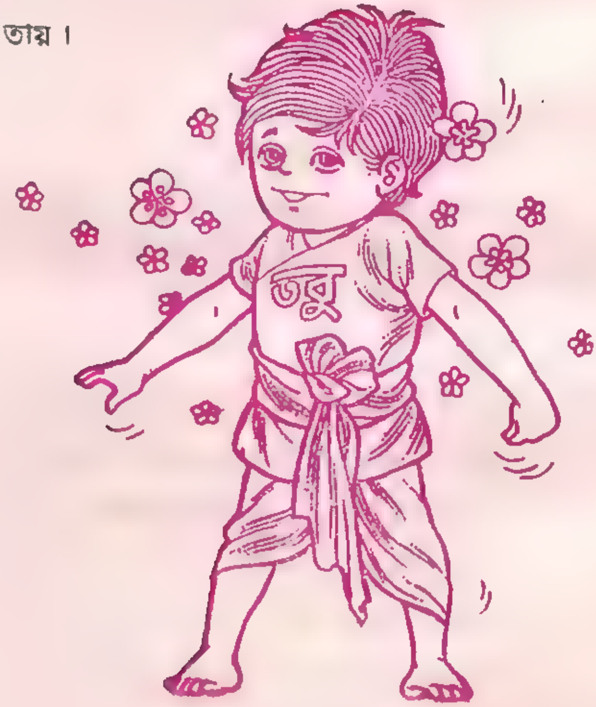

এক যে ছিল রাজা—(থুড়ি,
রাজা নয় সে ডাইনিবুড়ি) ।
তার যে ছিল ময়ূর—(না না,
ময়ূর কিসের ? ছাগলছানা) ।
উঠোনে তার থাকত পোঁতা—
—(বাড়িই নেই, তার উঠোন কোথা) ?
শুনেছি তার পিসতুতো ভাই—
—(ভাই নয়তো, মামা-গোঁসাই)
বলত সে তার শিষ্যটিরে—
—(জন্মবোবা, বলবে কিরে) !
যাহোক, তারা তিনটি প্রাণী—
—(পাঁচটি তারা সবাই জানি) ।
থোও না বাপু খ্যাঁচাখেঁচি !
(আচ্ছা বল, চুপ করেছি) ।
তার পরে সেই সন্ধ্যাবেলা,
যেমনি না তার ওষুধ গেলা,
অমনি তেড়ে জটায় ধরা—
—(কোথায় জটা ? টাক যে ভরা)
হোক-না টেকো, হোক-না বুড়ো,
ধরব ঠেসে টুঁটির চুড়ো ;
হোক-না বামুন, হোক-না মুচি,
কাটব তেড়ে—কুচিকুচি ;
পিটব তারে হাড়ে মাসে,
দে দমাদম আড়ে পাশে ।
এখন বাছা পালাও কোথা ?
গল্প বলা সহজ কথা ?

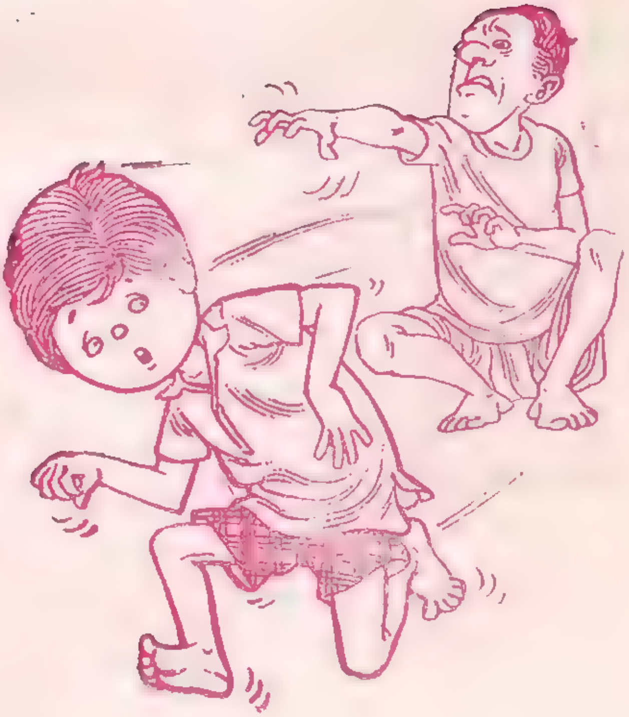

অসম্ভব নয়

এক যে ছিল সাহেব, তাহার
গুণের মধ্যে নাকের বাহার।
তার যে গাধা বাহন, সেটা
যেমন পেটুক তেমনি ঢ্যাঁটা।
ডাইনে বললে যায় সে বামে
তিন পা যেতে দুবার থামে।
চলতে চলতে থেকে থেকে
খানায় খন্দে পড়ে বেঁকে।
ব্যাপার দেখে এমনিতরো
সাহেব বললে "সবুর করো—
মামদোবাজি আমার কাছে ?
এ রোগেরও ওষুধ আছে।"
এই-না বলে ভীষণ ক্ষেপে,
গাধার পিঠে বসল চেপে
মুলোর ঝুঁটি ঝুলিয়ে নাকে।
—আর কি গাধা ঝিমিয়ে থাকে ?
মুলোর গন্ধে টগ্‌বগিয়ে
দৌড়ে চলে লম্ফ দিয়ে—
যতই ছোটে 'ধরব' বলে
ততই মুলো এগিয়ে চলে
খাবার লোভে উদাস প্রাণে
কেবল ছোটে মুলোর টানে—
ডাইনে বাঁয়ে মুলোর তালে
ফেরেন গাধা নাকের চালে।

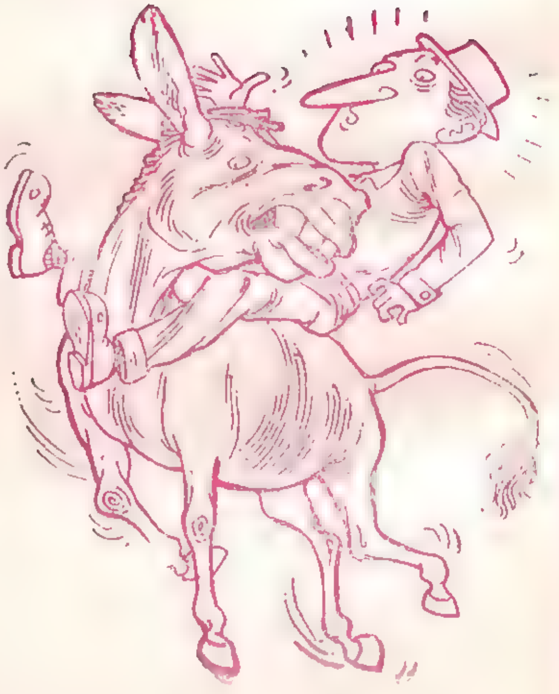

জীবনের হিসাব

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি শখের বোটে,
মাঝিরে কন, "বলতে পারিস, সূর্যি কেন ওঠে ?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে ? জোয়ার কেন আসে ?"
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, "সারা জনম মরলি রে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি-আনাই মাটি !"

খানিক বাদে কহেন বাবু, "বল্‌ তো দেখি ভেবে,
নদীর ধারা ক্যাম্‌নে আসে পাহাড় হতে নেবে ?
বল্‌ তো কেন লবণপোরা সাগরভরা পানি ?"
মাঝি সে কয়, "আরে মশয় অত কি আর জানি ?"
বাবু বলেন, "এই বয়সে জানিস নেও তাকি ?
জীবনটা তোর নেহাৎ খেলো, অষ্ট-আনাই ফাঁকি !'

আবার ভেবে কহেন বাবু, "বল্‌ তো ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চুড়ো ?
বল্‌ তো দেখি সূর্য-চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন ?"
বৃদ্ধ বলে, "আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন ?"
বাবু বলেন, "বলব কি আর, বলব তোরে কি তা—
দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো-আনাই বৃথা।"

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে, ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন, নৌকোখানি ডুবল বুঝি দুলে।
মাঝিরে কন, "এ কি আপদ ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুবল নাকি নৌকো এবার ? মরব নাকি আজি ?"
মাঝি শুধোয়, "সাঁতার জানো ?" মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, "মশাই, এখন কেন কাবু ?"
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব কোরো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোলো-আনাই মিছে !"

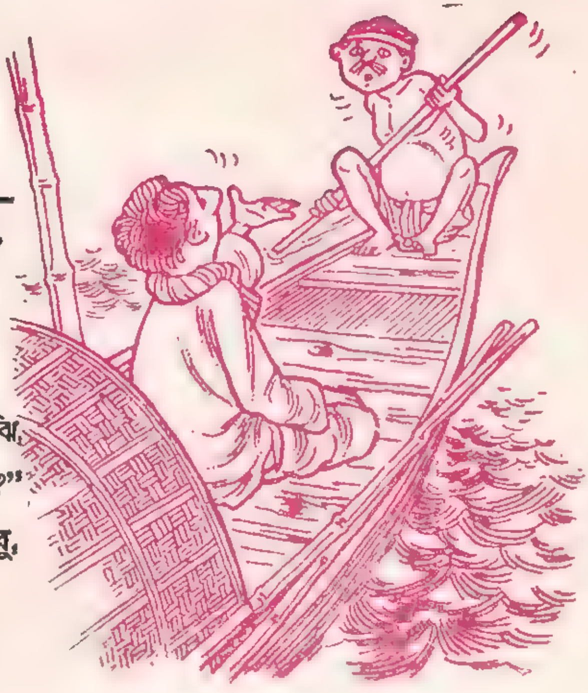

তেজীয়ান

চলে খচ্‌খচ্, রাগে গজ্‌গজ্, জুতা মচ্‌মচ্ তানে,
ভুরু কট্‌মট্, ছড়ি ফট্‌ফট্, লাথি চট্‌পট্ হানে।

দেখে বাঘরাগ, লোকে 'ভাগভাগ' করে আগভাগ থেকে,
ভয়ে লাফঝাঁপ, বলে 'বাপ্ বাপ্' সবে হাবভাব দেখে।

লাথি চার চার খেয়ে মার্জার ছোটে যার যার ঘরে,
মহা উৎপাত করে হট্‌পাট্, চলে ফুটপাথ পরে।

ঝাড়ুবর্দার হারুসর্দার ফেরে ঘরদ্বার ঝেড়ে,
তারই বালতি এ, দেখে ফাল দিয়ে আসে পালটিয়ে তেড়ে।

রেগে লালমুখে, হেঁকে গাল রুখে মারে তাল ঠুকে দাপে,
মারে ঠন্‌ঠন্, হাড়ে টন্‌টন্, মাথা ঝন্‌ঝন্ কাঁপে।

পায়ে কালসিটে! কেন বালতিতে মেরে চাল দিতে গেলে?
বুঝি ঠ্যাং যায়, খোঁড়া ল্যাংচায় দেখে ভ্যাংচায় ছেলে।

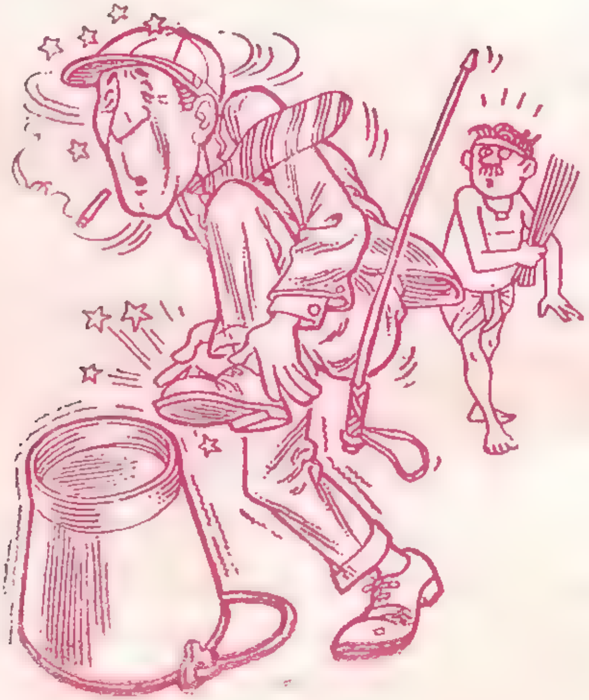

মূর্খ মাছি

মাকড়সা। সানবাঁধা মোর আঙিনাতে—
জাল বুনেছি কালকে রাতে,
ঝুল ঝেড়ে সব সাফ করেছি বাসা।
আয়-না মাছি, আমার ঘরে
আরাম পাবি বসলে পরে,
ফরাস পাতা দেখবি কেমন খাসা!

মাছি। থাক্, থাক্, থাক্, আর বলে না,
আনকথাতে মন গলে না—
ব্যবসা তোমার সবার আছে জানা।
ঢুকলে তোমার জালের ঘেরে,
কেউ কোনোদিন আর কি ফেরে?
বাপ্‌রে! সেথায় ঢুকতে মোদের মানা।

মাকড়সা। হাওয়ায় দোলে জালের দোলা,
চারদিকে তার জাল্‌না খোলা,
আপনি ঘুমে চোখ যে আসে জুড়ে!
আয়-না হেথা, হাত পা ধুয়ে
পাখনা মুড়ে থাক্-না শুয়ে—
ভন্ ভন্ ভন্, মরবি কেন উড়ে?

মাছি। কাজ নেই মোর দোলায় দুলে,
কোথায় তোমার কথায় ভুলে
প্রাণটা নিয়ে টান পড়ে ভাই শেষে।
তোমার ঘরে ঘুম যদি পায়
সে ঘুম কভু ভাঙবে না হায়—
সে ঘুম নাকি এমন সর্বনেশে।

মাকড়সা। মিথ্যে কেন ভাবিস মনে?
দেখ্-না এসে ঘরের কোণে,
ভাঁড়ার ভরা খাবার আছে কত!

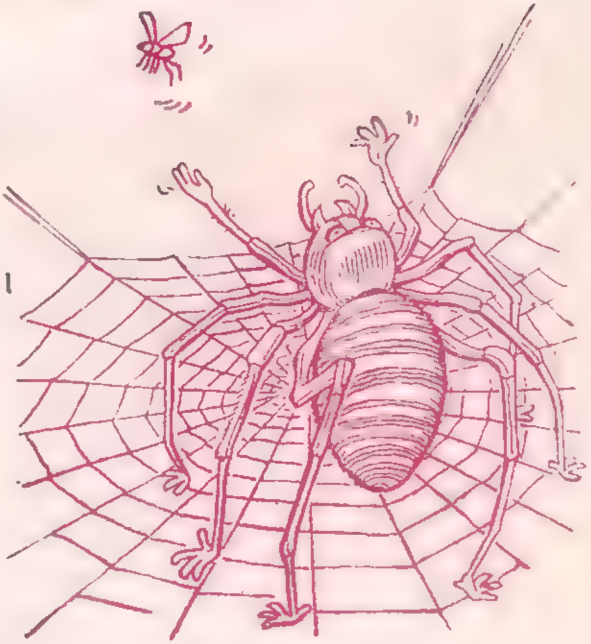

দে টপাটপ্ ফেলবি মুখে,
নাচবি, গাবি, থাকবি সুখে
ভাবনা ভুলে বাদশা-রাজার মতো।

মাছি। লোভ দেখালেই ভুলবে ভবি,
ভাবছ আমায় তেমনি লোভী।
মিথ্যে দাদা, ভোলাও কেন খালি ?
করব কি ছাই ভাঁড়ার দেখে ?
প্রণাম করি আড়াল থেকে—
আজকে তোমার সেই গুড়ে ভাই বালি।

মাকড়সা। নধর কালো বদন ভরে
রূপ যে কত উপছে পড়ে।
অবাক দেখি মুকুটমালা শিরে।
হাজার চোখে মানিক জ্বলে।
ইন্দ্রধনু পাখার তলে!—
ছয় পা ফেলে আয়-না দেখি ধীরে।

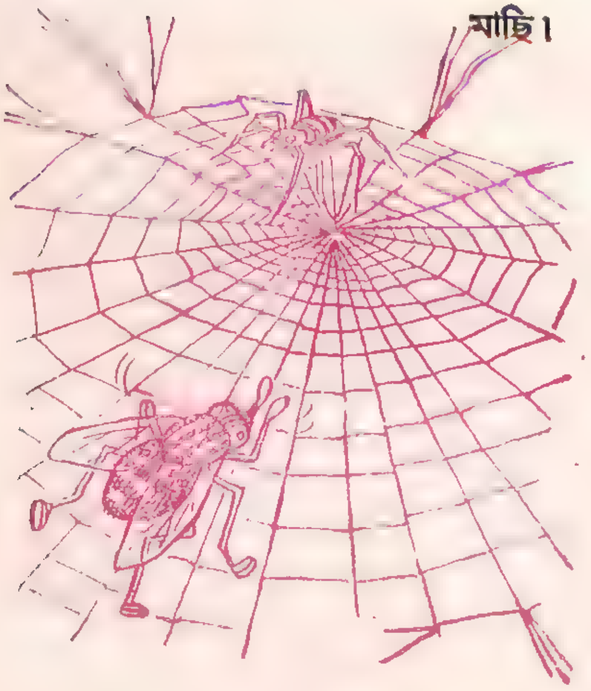

মাছি। মন ফুর্‌ফুর্ ফুর্তি নাচে—
একটুখানি যাই-না কাছে।
যাই যাই যাই— বাপ্ রে এ কি ধাঁধা।
ও দাদাভাই, রক্ষে কর।
ফাঁদ পাতা এ কেমনতরো।
আটকা পড়ে, হাত-পা হ'ল বাঁধা।

দুষ্টুলোকের মিষ্টি কথায়
নাচলে লোকের স্বস্তি কোথায় ?
এমনি দশাই তার কপালে লেখে।
কথার পাকে মানুষ মেরে
মাকড়জীবী ঐ যে ফেরে
গড় করি তায় অনেক তফাত থেকে॥

হারিয়ে পাওয়া

ঠাকুরদাদার চশমা কোথা ?
ওরে গণ্‌শা, হাবুল ভোঁতা,
দেখ্‌-না হেথা, দেখ্‌-না হোথা– খোঁজ্‌-না নীচে গিয়ে

কই কই কই ? কোথায় গেল ?
টেবিল টানো, ডেস্কো ঠেল,
ঘরদোর সব উল্‌টে ফেল—খোঁচাও লাঠি দিয়ে।

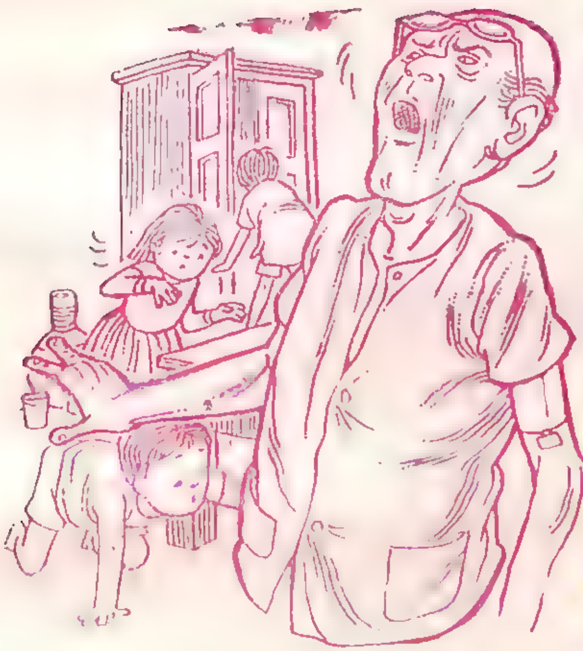

খুঁজছে মিছে কুঁজোর পিছে,
জুতোর ফাঁকে, খাটের নীচে,
কেউ-বা জোরে পর্দা খিচে—বিছ্‌না দেখে ঝেড়ে—

লাফিয়ে ঘুরে হাঁপিয়ে ঘেমে,
ক্লান্ত সবে পড়ল থেমে,
ঠাকুরদাদা আপনি নেমে আসেন তেড়েমেড়ে।

বলেন রেগে, "চশমাটা কি
ঠ্যাং গজিয়ে ভাগল নাকি ?
খোঁজার নামে কেবল ফাঁকি—দেখছি আমি এসে !"

যেমন বলা দারুণ রোষে,
কপাল থেকে অমনি খসে
চশমা পড়ে তক্তপোশে—সবাই ওঠে হেসে।

সাধে কি বলে গাধা

বললে গাধা মনের দুঃখে অনেকখানি ভেবে—
"বয়েস গেল খাটতে খাটতে, বৃদ্ধ হলাম এবে
কেউ করে না তোয়াজ তবু, সংসারের কী রীতি।
ইচ্ছে করে এক্ষুনি দিই কাজেকর্মে ইতি।
কোথাকার ঐ নোংরা কুকুর, আদর যে তার কত—
যখন তখন ঘুমোচ্ছে সে লাটসাহেবের মতো।
ল্যাজ নেড়ে যেই ঘেউ ঘেউ ঘেউ, লাফিয়ে দাঁড়ায় কোলে,
মনিব আমার বোকচন্দর, আহলাদে যান গলে।
আমিও যদি সেয়না হতুম, আরামে চোখ মুদে
রোজ মনিবের মন ভোলাতুম অমনি নেচে কুঁদে।
ঠ্যাং নাচাতুম, ল্যাজ দোলাতুম, গান শোনাতুম সাধা—
এ বুদ্ধিটা হয় নি আমার—সাধে কি বলে গাধা!"

বুদ্ধি এঁটে বসল গাধা আহলাদে ল্যাজ নেড়ে।
নাচল কত, গাইল কত, প্রাণের মায়া ছেড়ে।
তার পরেতে শেষটা ক্রমে স্ফূর্তি এল প্রাণে
চলল গাধা খোদ মনিবের ড্রইংরুমের পানে।
মনিবসাহেব ঝিমুচ্ছিলেন চেয়ারখানি জুড়ে,
গাধার গলার শব্দে হঠাৎ তন্দ্রা গেল উড়ে।
চমকে উঠে গাধার নাচন যেমনি দেখেন চেয়ে,
হাসির চোটে সাহেব বুঝি মরেন বিষম খেয়ে।
ভাবল গাধা—এই তো মনিব জল হয়েছেন হেসে
এইবারে যাই আদর নিতে কোলের কাছে ঘেঁষে।

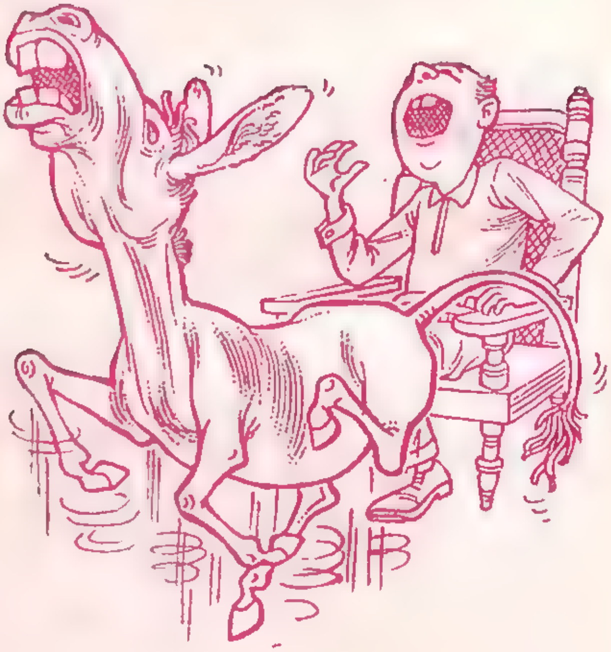

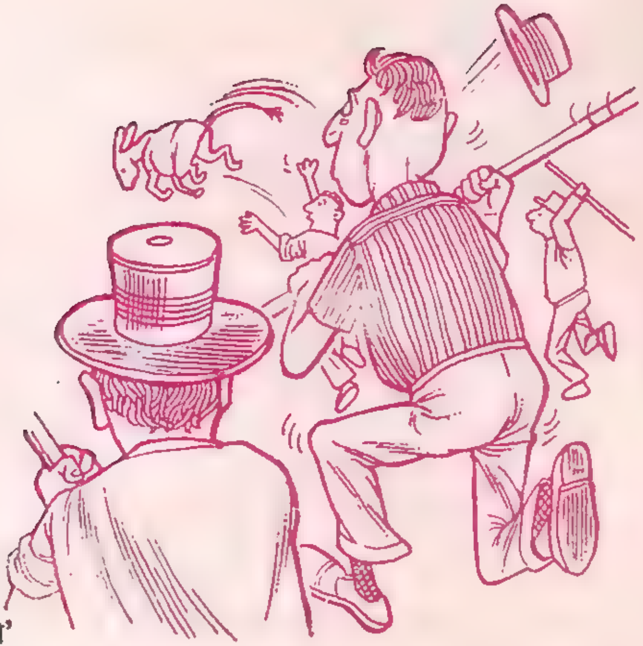

এই-না ভেবে এক্কেবারে আহ্লাদেতে ক্ষেপে
চড়ল সে তার হাঁটুর ওপর দুই-পা তুলে চেপে।
সাহেব ডাকেন 'ত্রাহি ত্রাহি' গাধাও ডাকে ঘ্যাঁকো'
(অর্থাৎ কিনা 'কোলে চড়েছি, এখন আমায় দ্যাখো !')
ডাক শুনে সব দৌড়ে এল ব্যস্ত হয়ে ছুটে,
দৌড়ে এল চাকর-বাকর মিস্ত্রি মজুর মুটে।
দৌড়ে এল পাড়ার লোকে, দৌড়ে এল মালি—
কারুর হাতে ডাণ্ডা লাঠি, কারু-বা হাত খালি।
ব্যাপার দেখে অবাক সবাই, চক্ষু ছানাবড়া—
সাহেব বললে, "উচিত মতন শাসনটি চাই কড়া।"
'হাঁ হাঁ' বলে ভীষণরকম উঠল সবাই চটে,
দে দমাদম মারের চোটে গাধার চমক ছোটে।
ছুটল গাধা প্রাণের ভয়ে গানের তালিম ছেড়ে,
ছুটল পিছে একশো লোকে হুড়্‌মুড়িয়ে তেড়ে।
তিন-পা যেতে দশ ঘা পড়ে, রক্ত ওঠে মুখে—
কষ্টে শেষে রক্ষা পেল কাঁটার ঝোপে ঢুকে।
কাঁটার ঘায়ে চামড়া গেল, সার হল তার কাঁদা ;
ব্যাপার শুনে বললে সবাই, "সাধে কি বলে গাধা !"

"নাচলে অমন উল্‌টোরকম", আবার বলি বুঝিয়ে তায়,
"রক্তগুলো হুড়্‌হুড়িয়ে মগজপানে উজিয়ে যায়।"
বলল বুড়ো, "কিন্তু বাবা, আসল কথা সহজ এই—
ঢের দেখেছি পরখ করে, কোথাও আমার মগজ নেই।
তাইতে আমার হয় না কিছু—মাথায় যে সব ফক্কিফাঁক—
যতই নাচি উল্‌টো নাচন, যতই না খাই চর্কিপাক।"
বলতে গেলাম —"তাও কি হয়"   অমনি হঠাৎ ঠ্যাং নেড়ে
আবার বুড়ো হুড়্‌মুড়িয়ে ফেলল আমায় ল্যাং মেরে
ভাবছি সবে মারব ঘুঁষি এবার বুড়োর রগ ঘেঁষে,
বললে বুড়ো, "করব কি বল? করায় এ-সব অভ্যেসে।
ছিলাম যখন রেল-দারোগা চড়তে হত ট্রেইনেতে
চলতে গিয়ে ট্রেনগুলো সব পড়ত প্রায়ই ড্রেইনেতে।
তুবড়ে যেত রেলের গাড়ি, লাগত গুঁতো চাক্কাতে,
ছিটকে যেতাম যখন তখন হঠাৎ এক-এক ধাক্কাতে।

নিত্যি ঘুমোই একচোখে তাই, নড়লে গাড়ি —অমনি 'বাপ্'—
এমনি করে ডিগ্‌বাজিতে এক্কেবারে শূন্যে লাফ।
তাইতে হল নাচের নেশা, হঠাৎ হঠাৎ নাচন পায়,
বসতে শুতে আপনি ভুলে ডিগ্‌বাজি খাই আচমকায়।
নাচতে গিয়ে দৈবে যদি ঠ্যাং লাগে তোর পাঁজরাতে,
তাই বলে কি চটতে হবে? কিম্বা রাগে গজরাতে?"
আমিও বলি, "ঘাট হয়েছে, তোমার ক্ষুরে দণ্ডবৎ!
লাফাও তুমি যেমন খুশি, আমরা দেখি অন্য পথ।"

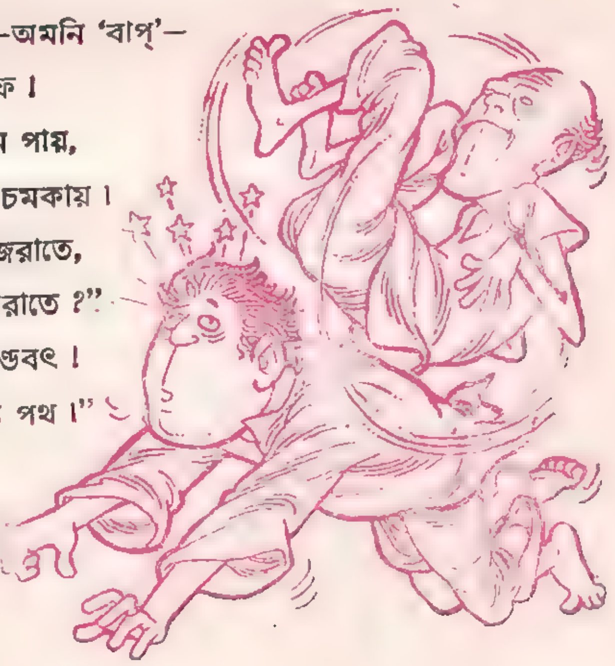

জালা-কুঁজো সংবাদ

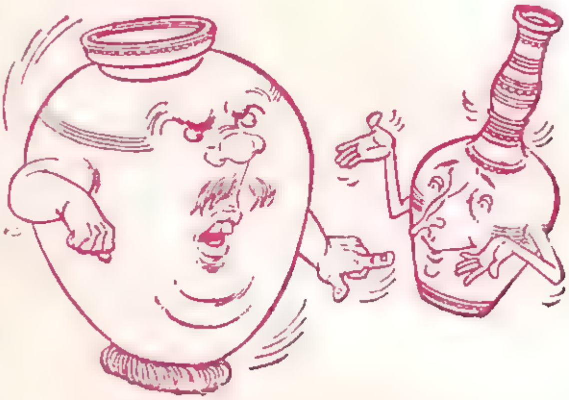

পেট মোটা জালা কয়, "হেসে আমি মরি রে
কুঁজো তোর হেন গলা এতটুকু শরীরে !"
কুঁজো কয়, "কথা কস্ আপনাকে না চিনে,
ভুঁড়িখানা দেখে তোর কেঁদে আর বাঁচি নে !"
জালা কয়, "সাগরের মাপে গড়া বপুখান,
ডুবুরিরা কত তোলে তবু জল অক্ষুরান !"
কুঁজো কয়, "ভালো কথা ।   তবে যদি দেবে,
ভুঁড়ি যায় ভেস্তিয়ে, জল কোথা রইবে ?"
"নিজ কথা ভুলে যাস্ ?" জালা কয় গর্জে,
"ঘাড়ে ধরে হেঁট করে জল নেয় তোর যে !"
কুঁজো কয়, "নিজ পায়ে তবু খাড়া রই তো—
বিঁড়ে বিনা কুপোকাৎ, তেজ তোর ঐ তো !"

নাচের বাতিক

বয়স হল অষ্টআশি, চিম্‌সে গায়ে ঠুন্‌কো হাড়,
নাচছে বুড়ো উল্‌টোমাথায়—ভাঙলে বুঝি মুণ্ডুঘাড় !
হেঁইও বলে হাত-পা ছেড়ে পড়ছে তেড়ে চিৎপটাং,
উঠছে আবার ঝট্‌পটিয়ে এক্কেবারে পিঠ সটান্ ।
বুঝিয়ে বলি, "বৃদ্ধ, তুমি এই বয়েসে করছ কি ?
খাও-না খানিক মসলা গুলে হুঁকোর জল আর হর্‌তকী ।
ঠাণ্ডা হবে মাথার আগুন, শান্ত হবে ছট্‌ফটি—"
বৃদ্ধ বলে, "থাম্-না বাপু, সব তাতে তোর পট্‌পটি !
ঢের খেয়েছি মসলা পাঁচন, ঢের মেখেছি চর্বি তেল ;
তুই ভেবেছিস আমায় এখন চাল মেরে তুই করবি ফেল ?"
এই-না বলে ডাইনে বাঁয়ে লম্ফ দিয়ে হুশ্ করে
হঠাৎ খেয়ে উল্‌টোবাজি ফেলল আমায় 'পুশ' করে ।

বাবু

অতি খাসা মিহি সুতি
ফিন্‌ফিনে জামা ধুতি,
চরণে লপেটা জুতি জরিদার।

এ হাতে সোনার ঘড়ি,
ও হাতে বাঁকানো ছড়ি,
আতরের ছড়াছড়ি চারিধার।

চক্‌চকে চুল ছাঁটা,
তায় তোফা টেরি কাটা—
সোনার চশমা আঁটা নাসিকায়।

ঠোঁটদুটি এঁকেবেঁকে
ধোঁয়া ছাড়ে থেকে থেকে,
হালচাল দেখে দেখে হাসি পায়।

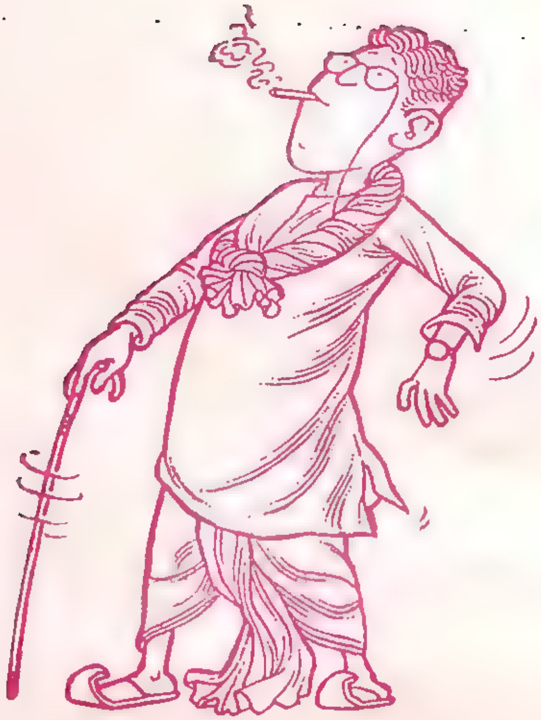

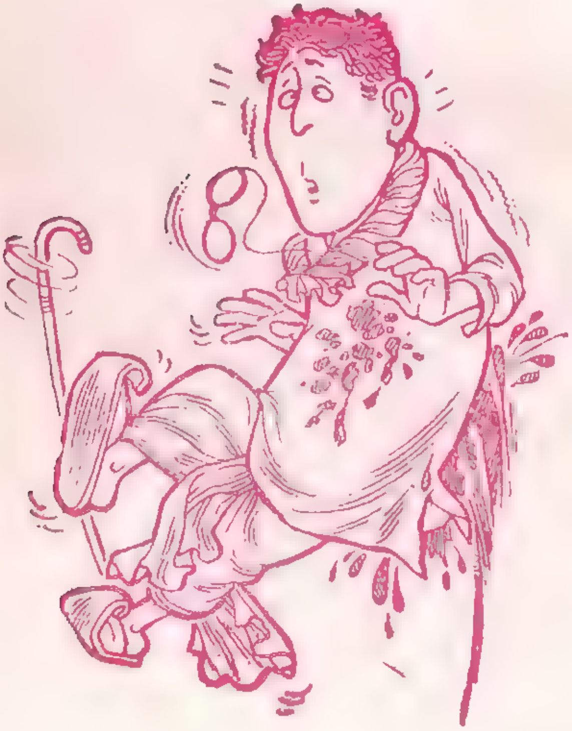

ঘোষেদের ছোটো মেয়ে
পিক্ ফেলে পান খেয়ে,
নিচু পানে নাহি চেয়ে, হায় রে!

সেই পিক্ থ্যাপ্ করে
লেগেছে চাদর ভরে
দেখে বাবু কেঁদে মরে যায় রে।

ওদিকে ছ্যাক্‌ড়াগাড়ি
ছুটে চলে তাড়াতাড়ি
ছিট্‌কিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি ঘোলাজল।

সহসা সে জল লাগে
জামার পিছন বাগে
বাবু করে মহারাগে কোলাহল।

কিছু চাই?

কারোর কিছু চাই গো চাই ?
এই যে খোকা, কি নেবে ভাই ?
জলছবি আর লাট্টু লাটাই,
কেকবিস্কুট, লাল দেশলাই,
খেল্‌না, বাঁশি, কিম্বা ঘুড়ি,
লেড্‌-পেনসিল, রবার, ছুরি ?
এ-সব আমার বাক্সে নাই,
কারোর কিছু চাই গো চাই ?

কারোর কিছু চাই গো চাই ?
বৌমা কি চাও শুনতে পাই ?
ছিটের কাপড়, চিকন লেস,
ফ্যান্সি জিনিস, ছুঁচের কেস,
আলতা, সিঁদুর, কুন্তলীন,
কাঁচের চুড়ি, বোতাম, পিন্‌ ?
আমার কাছে ও-সব নাই,
কারোর কিছু চাই গো চাই ?

কারোর কিছু চাই গো চাই ?
আপনি কি চান কর্তামশাই ?
পকেট-বই কি খেলার তাস,
চুলের কলপ, জুতোর ব্রাস,
কলম, কালি, গঁদের তুলি,
নস্যি, চুরুট, সুতি গুলি ?
ও-সব আমার কিছুই নাই,
কারোর কিছু চাই গো চাই ?

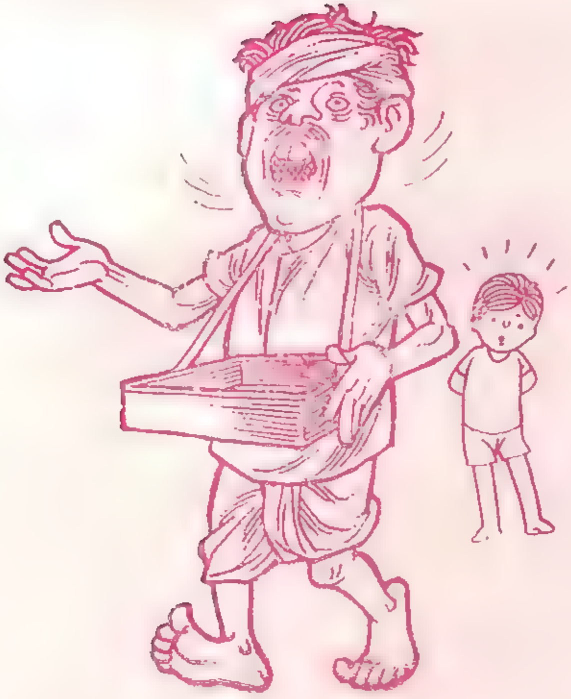

নন্দগুপী

হঠাৎ কেন দুপুর রোদে চাদর দিয়ে মুড়ি
চোরের মতো নন্দগোপাল চলছে গুড়ি গুড়ি ?
লুকিয়ে বুঝি মুখোসখানা রাখছে চুপি চুপি ?
আজকে রাতে অন্ধকারে টেরটা পাবেন গুপী !

আয়না হাতে দাঁড়িয়ে গুপী হাস্‌ছে কেন খালি ?
বিকট রকম পোশাক ক'রে মাখ্‌ছে মুখে কালি !
এমনি করে লম্ফ দিয়ে ভেংচি যখন দেবে
নন্দ কেমন আঁৎকে যাবে— হাসছে সে তাই ভেবে ।

আঁধার রাতে পাতার ফাঁকে ভূতের মতন কেরে ?
ফন্দি এঁটে নন্দগোপাল মুখোস মুখে ফেরে !
কোথায় গুপী, আসুক না সে ইদিক পানে ঘুরে—
নন্দদাদার হুংকারে তার প্রাণটি যাবে উড়ে ।

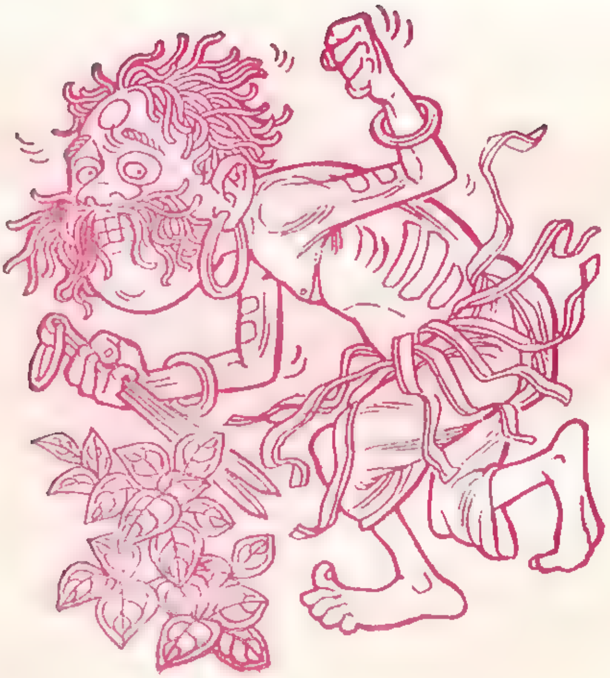

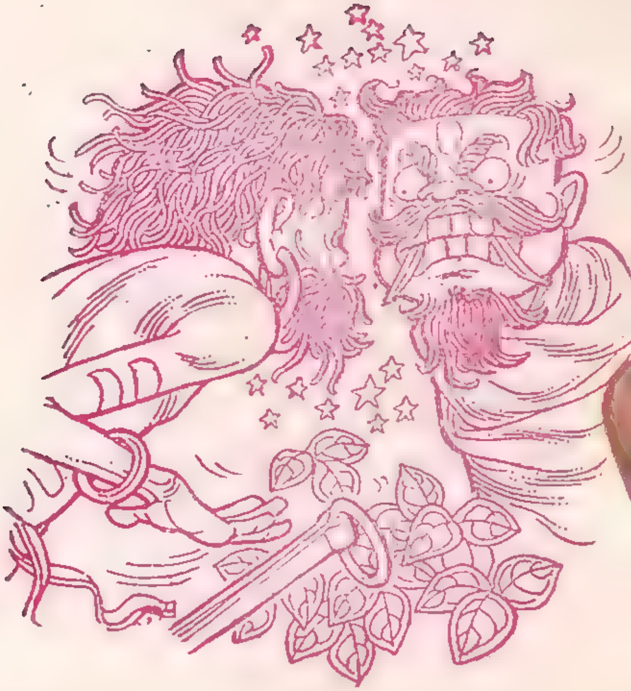

হোথায় কেরে মূর্তি ভীষণ মুখটি ভরা গোঁফে ?
চিমটে হাতে জংলা গুপী বেড়ায় ঝাড়ে ঝোপে !
নন্দ যখন বাড়ির পথে আসবে গাছের আড়ে
"মার মার মার কাট রে" বলে পড়বে তাহার ঘাড়ে !

নন্দ চলেন এক পা দু পা আস্তে ধীরে গতি
টিপি টিপি চলেন গুপী সাবধানেতে অতি—
মোড়ের মুখে ঝোপের কাছে মারতে গিয়ে উঁকি
দুই সেয়ানে এক্কেবারে হঠাৎ মুখোমুখি !

নন্দ তখন ফন্দি ফাঁদন কোথায় গেল ভুলি
কোথায় গেল গুপীর মুখে মার মার মার বুলি !
নন্দ পড়েন দাঁতকপাটি মুখোস-টুখোস ছেড়ে
গুপীর গায়ে জ্বরটি এল কম্প দিয়ে তেড়ে ।

গ্রামের লোকে দৌড়ে তখন বদ্যি আনে ডেকে
কেউ-বা নাচে কেউ-বা কাঁদে রকম-সকম দেখে ।
নন্দ গুপীর মন্দ কপাল এমনি হ'ল শেষে
দেখ্‌লে তাদের লুটোপুটি সবাই মরে হেসে !

বিষম ভোজ

"অবাক কান্ড !" বললে পিসি, "এক চাঙারি মেঠাই এল—
এই ছিল সব খাটের তলায়, এক নিমেষে কোথায় গেল ?'
"সত্যি বটে" বললে খুড়ি, "আনলো দুসের মিঠাই কিনে—
হঠাৎ কোথায় উপসে গেল ? ভেল্কিবাজি দুপুর দিনে ?"
"দাঁড়াও দেখি" বললে দাদা, "কর্‌ছি আমি এর কিনারা
কোথায় গেল পটলা ট্যাঁপা—পাচ্ছি নে যে তাদের সাড়া ?"
পর্দাঘেরা আড়াল দেওয়া বারান্দাটার ওই কোণেতে
চলছে কি-সব ফিস ফিস ফিস শুনল দাদা কানটি পেতে।
পট্‌লা ট্যাঁপা ব্যস্ত দুজন টপটপাটপ মিঠাই ভোজে,
হঠাৎ দেখে কার দুটো হাত এগিয়ে তাদের কানটি খোঁজে।
কানের উপর প্যাঁচ্ ঘোরাতেই দুচোখ বেয়ে অশ্রু ছোটে,
গিল্‌বে কি ছাই মুখের মিঠাই, কান বুঝি যায় টানের চোটে।
পটলবাবুর হোমরা গলা মিল্‌ল ট্যাঁপার চিকন সুরে
জাগলো করুণ রাগরাগিনী বিকট তানে আকাশ জুড়ে।

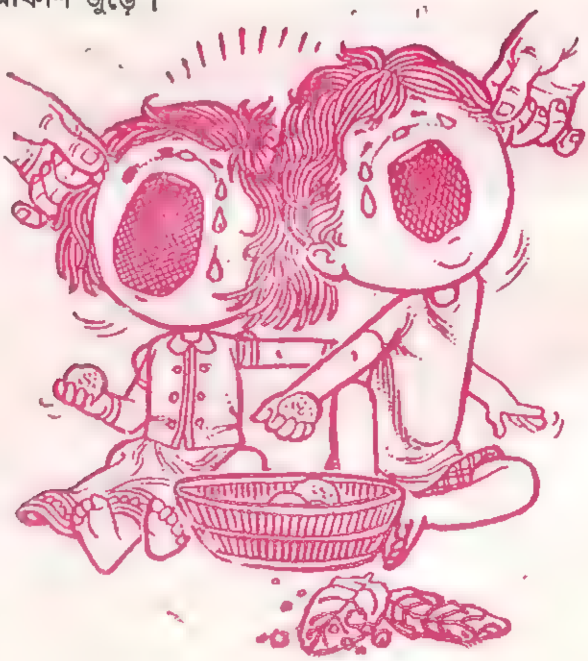

কানা-খোঁড়া সংবাদ

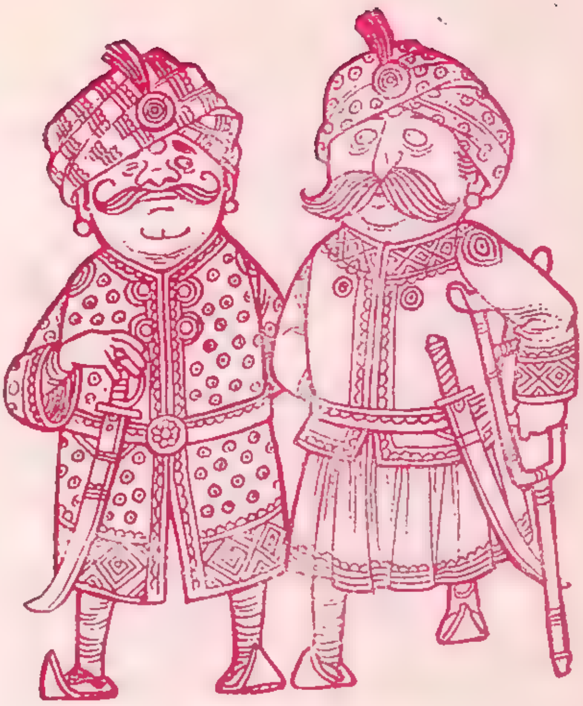

পুরাতন কালে ছিল দুই রাজা,
নাম-ধাম নাহি জানা,
একজন তার খোঁড়া অতিশয়,
অপর ভূপতি কানা।
মন ছিল খোলা, অতি আলাভোলা,
ধরমেতে ছিল মতি,
পরধনে সদা ছিল দোঁহাকার
বিরাগ বিকট অতি।
প্রতাপের কিছু নাহি ছিল ত্রুটি,
মেজাজ রাজারই মতো,
শুনেছি কেবল বুদ্ধিটা নাকি
নাহি ছিল সরু তত।
ভাই ভাই মতো ছিল দুই রাজা,
না ছিল ঝগড়াঝাঁটি
হেনকালে আসি তিন হাত জমি
সকল করিল মাটি।
তিন হাত জমি হেন ছিল তাহা
কেহ নাহি জানে কার,
কহে খোঁড়া রায়, "এক চক্ষু যার
এ জমি হইবে তার।"
শুনি কানা রাজা ক্রোধ করি কয়,
"আরে অভাগার পুত্র!
এ জমি তোমারই দেখ-না এখনি,
খুলিয়া কাগজপত্র।"
নক্‌শা রেখেছে একশো বছর
বাক্সে বাঁধিয়া আঁটি,
কীট কূটমতি কাটিয়া কাটিয়া
করিয়াছে তারে মাটি;
কাজেই তর্ক না মিটিল হায়,
বিরোধ বাধিল ভারি,
হইল যুদ্ধ হদ্দ মতন
চৌদ্দ বছর ধরি।
মরিল সৈন্য, ভাঙিল অস্ত্র,
রক্ত চলিল বহি,
তিন হাত জমি তেমনি রহিল,
কারও হারজিৎ নাহি।

তবে খোঁড়া রাজা কহে, "হায়, হায়,
তর্ক বিষম বটে,
ঘোরতর রণে অতি অকারণে,
মরণ সবার ঘটে।"
বলিতে বলিতে চটাৎ করিয়া
হঠাৎ মাথায় তার
অদ্ভুত এক বুদ্ধি আসিল
অতীব চমৎকার।
কহিল তখন খোঁড়া মহারাজ,
"শুন মোর কানা ভাই,
তুচ্ছ কারণে রক্ত ঢালিয়া
কখনো সুযশ নাই।
তার চেয়ে জমি দান করে ফেল
আপদ শান্তি হবে॥"
কানা রাজা কহে, "খাসা কথা ভাই
কারে দিই কহ তবে।"
কহেন খঞ্জ, "আমার রাজ্যে
আছে তিন মহাবীর—
একটি পেটুক, অপর অলস
তৃতীয় কুস্তিগীর।
তোমার মুলুকে কে আছে এমন
এদের হারাতে পারে ?—
সবার সমুখে তিন হাত জমি
বখসিস্ দিব তারে।"
কানা রাজা কহে, "ভীমের দোসর
আছে তো মল্ল মম,

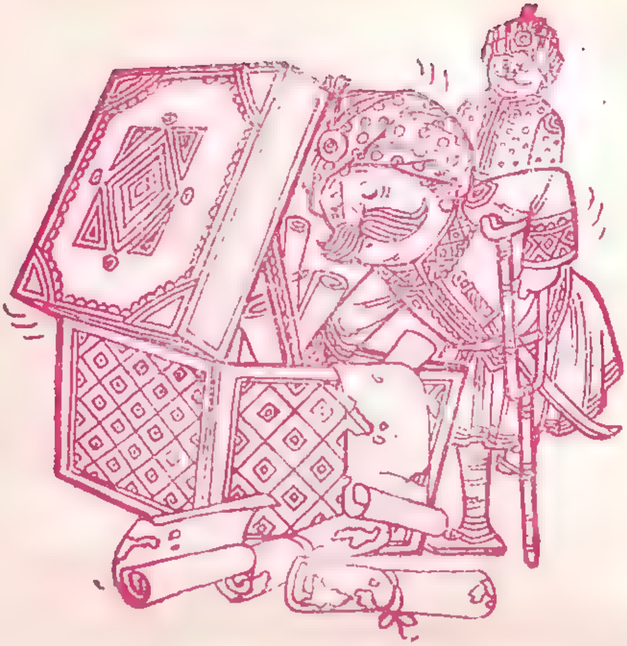

ফলাহারে পটু পঁচাশি পেটুক
অলস কুম্ভাসম।
দেখা যাবে কার বাহাদুরি বেশি
আসুক তোমার লোক,
যে জিতিবে সেই পাবে এই জমি"—
খোঁড়া বলে, "তাই হোক।"

পড়িল নোটিস ময়দান মাঝে
আলিশান সভা হবে,
তামাশা দেখিতে চারিদিক হতে
ছুটিয়া আসিল সবে।
ভয়ানক ভিড়ে ভরে পথ ঘাট,
লোকে হল লোকাকার,
মহা কোলাহল, দাঁড়াবার ঠাঁই
কোনোখানে নাহি আর।

তার পর ক্রমে রাজার হুকুমে
গোলমাল গেল থেমে,
দুই দিক হতে দুই পালোয়ান
আসরে আসিল নেমে।
লম্ফে ঝম্ফে যুঝিল মল্ল
গজকচ্ছপ হেন।
রুষিয়া মুষ্টি হানিল দোঁহায়—
বজ্র পড়িল যেন।
গুঁতাইল কত, ভোঁতাইল নাসা
উপাড়িল গোঁফদাড়ি,
যতেক দন্ত করিল অন্ত
ভীষণ চাপট মারি।

তার পরে দোঁহে দোঁহারে ধরিয়া
ছুঁড়িল এমনি জোরে,
গোলার মতন গেল গো উড়িয়া
দুই বীর বেগভরে।
কি হল তাদের কেহ নাহি জানে
নানা কথা কয় লোকে,
আজও কেহ তার পায় নি খবর
কেহই দেখে নি চোখে।

যাহোক এদিকে, কুস্তির শেষে
এল পেটুকের পালা,
যেন অতিকায় ফুটবল দুটি,
অথবা ঢাকাই জালা।
ওজনেতে তারা কেহ নহে কম
ভোজনেতে ততোধিক,

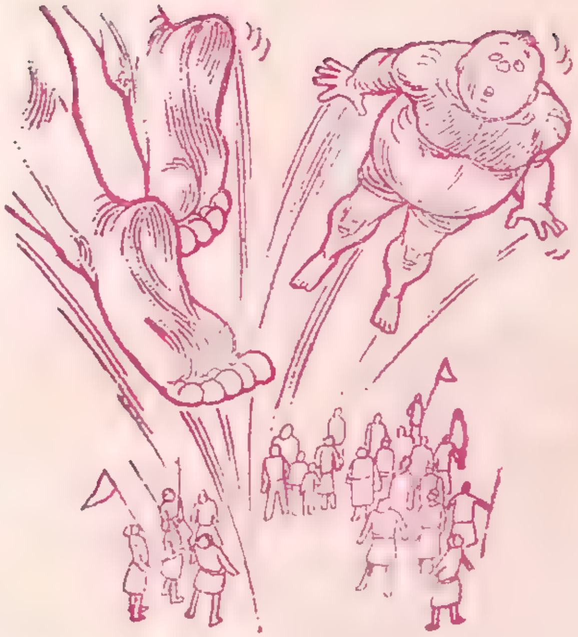

বপু সুবিপুল, ভুঁড়ি বিভীষণ—
ভারী সাতমণ ঠিক।
অবাক দেখিছে সভার সকলে
আজব কাণ্ড ভারি—
ধামা ধামা লুচি নিমিষে ফুরায়
দই ওঠে হাঁড়ি হাঁড়ি।
দাঁড়িপাল্লায় মাপিয়া সকলে
দেখে আহারের পরে,
দুজনেই ঠিক বেড়েছে ওজনে
সাড়ে তিনমণ করে।
কানা রাজা বলে, "এ কি হল জ্বালা,
আক্কেল নাহি কারও,
কেহ কি বোঝে না, সোজা কথা এই—
হয় জেতো, নয় হারো।"

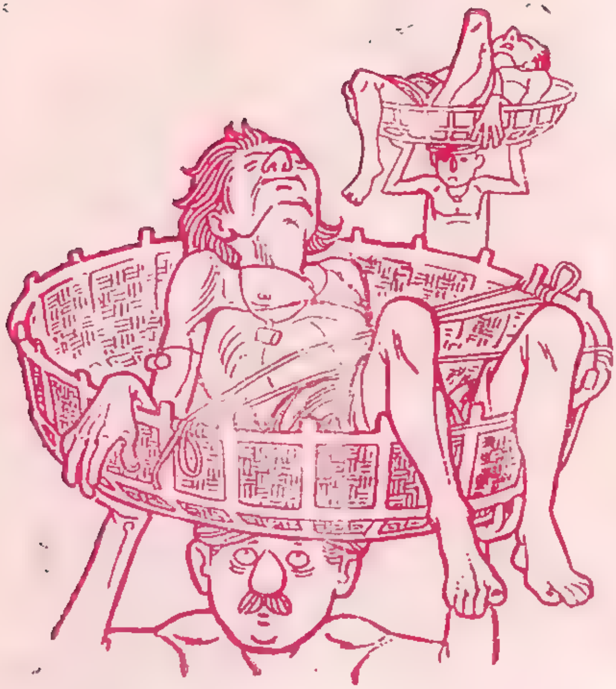

তার পর এল কুঁড়ে দুইজন
ঝাঁকার উপরে চড়ে,
সভামাঝে দোঁহে শুয়ে চিৎপাত
চুপচাপ রহে পড়ে ।
হাত নাহি নাড়ে, চোখ নাহি মেলে,
কথা নাহি কারও মুখে,
দিন দুই তিন রহিল পড়িয়া
নাসাগীত গাহি সুখে ।
জঠরে যখন জ্বলিল আগুন
পরাণ কণ্ঠাগত,
তখন কেবল মেলিয়া আনন
থাকিল মড়ার মতো ।
দয়া করে তবে সহৃদয় কেহ
নিকটে আসিয়া ছুটি,
মুখের নিকটে ধরিল তাদের
চাটিম কদলী দুটি ।
খঞ্জের লোকে কহিল কষ্টে,
“ছাড়িয়ে দে না রে ভাই”,
কানার ভৃত্য রহিল হাঁ করে,
মুখে তার কথা নাই ।
তখন সকলে কাষ্ঠ আনিয়া
তায় কেরোসিন ঢালি,
কুঁড়েদের গায়ে চাপাইয়া রোষে
দেশলাই দিল জ্বালি ।
খোঁড়ার প্রজাটি “বাপ্‌রে !” বলিয়া
লাফ দিয়া তাড়াতাড়ি,
কম্পিতপদে চম্পট দিল
একেবারে সভা ছাড়ি ।
‘দুয়ো’ বলি সবে দেয় করতালি,
পিছু পিছু ডাকে ‘ফেউ’,
কানার অলস বলে, “কি আপদ !
ঘুমুতে দিবি নে কেউ ?”
শুনে সবে বলে, “ধন্য ধন্য !
কুড়ে-কুল-চূড়ামণি !”
ছুটিয়া তাহারে বাহির করিল
আগুন হইতে টানি ।
কানার লোকের গুণপনা দেখে
কানা রাজা খুশী ভারি,
জমি তো দিলই আরো দিল কত,
টাকাকড়ি, ঘরবাড়ি ।

হিতে বিপরীত

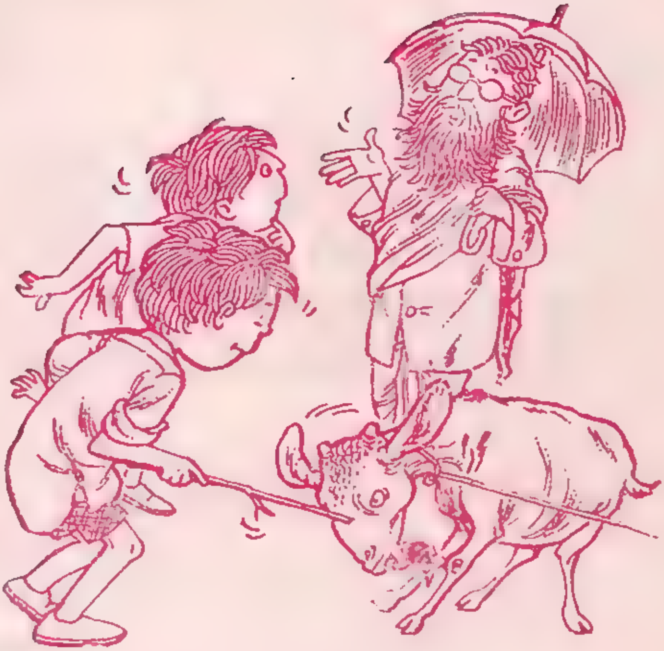

ওরে ছাগল, বল্‌তো আগে
সুড়সুড়িটা কেমন লাগে ?
কই গেল তোর জারিজুরি
লম্ফঝম্ফ বাহাদুরি ।

নিত্যি যে তুই আসতি তেড়ে
শিং নেড়ে আর দাড়ি নেড়ে
ওরে ছাগল করবি রে কি ?
গুঁতোবি তো আয় না দেখি ।

হাঁ হাঁ হাঁ, এ কেমন কথা ?
এমন ধারা অভদ্রতা !
শান্ত যারা ইতর প্রাণী
তাদের পরে চোখরাঙানি !

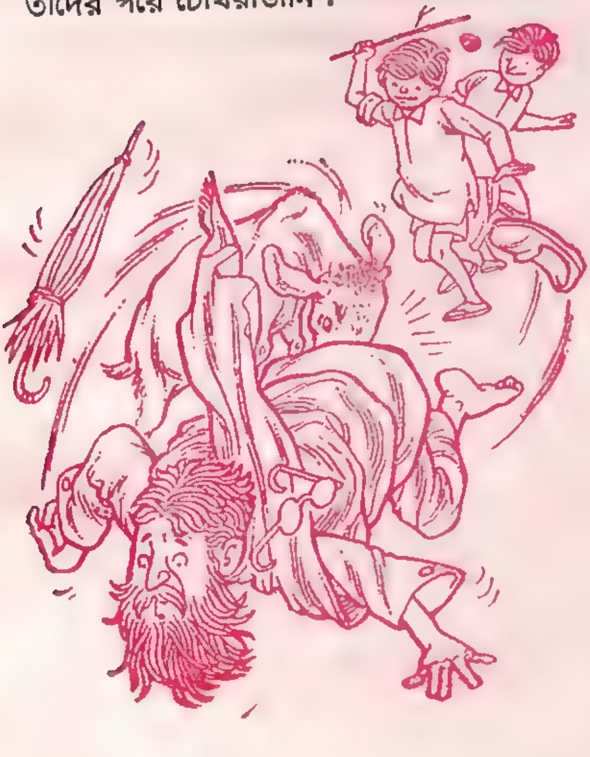

ঠাণ্ডা মেজাজ কয় না কিছু
লাগতে গেছ তারই পিছু ?
শিক্ষা তোদের এমনিতর
ছি—ছি—ছি ! লজ্জা বড় ।

ছাগল ভাবে সামনে একি !
একটুখানি গুঁতিয়ে দেখি !
গুঁতোর চোটে ধড়াধ্বড়
হুড়মুড়িয়ে ধুলোয় পড় ।

তবে রে পাজি লক্ষ্মীছাড়া
আমার 'পরেই বিদ্যে ঝাড়া,
পাত্রাপাত্র নাই কিরে হুঁশ
দে দমাদম ধুপুস ধাপুস ।

ও বাবা

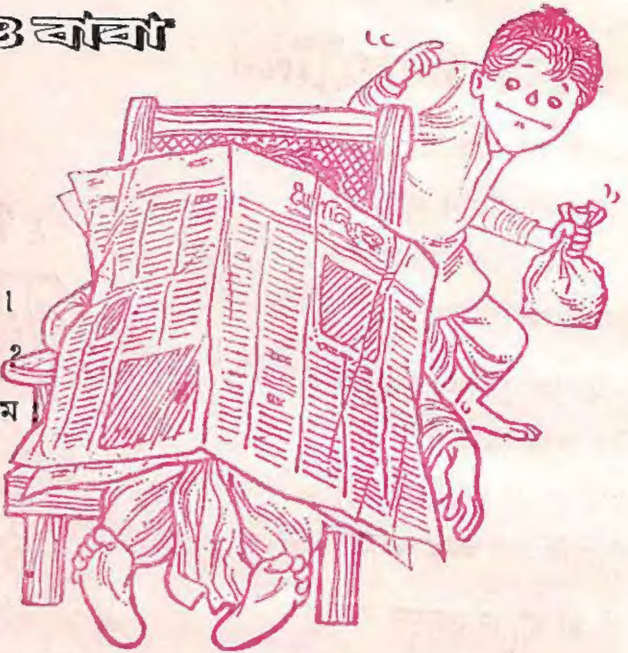

পড়্তে বসে মুখের পরে কাগজখানি থুয়ে
রমেশ ভায়া ঘুমোয় পড়ে আরাম ক'রে শুয়ে।
শুনছ নাকি ঘড়র ঘড়র নাক ডাকানোর ধুম ?
সখ সে বড় বেজায় দেখি—দিনের বেলায় ঘুম !

বাতাস পোরা এই যে থলি দেখছ আমার হাতে,
দুড়ুম করে পিট্লে পরে শব্দ হবে তাতে।
রমেশ ভায়া আঁৎকে উঠে পড়্বে কুপোকাৎ
লাগাও তবে—ধুমধড়াক্কা ! ক্যাবাৎ ! ক্যাবাৎ !

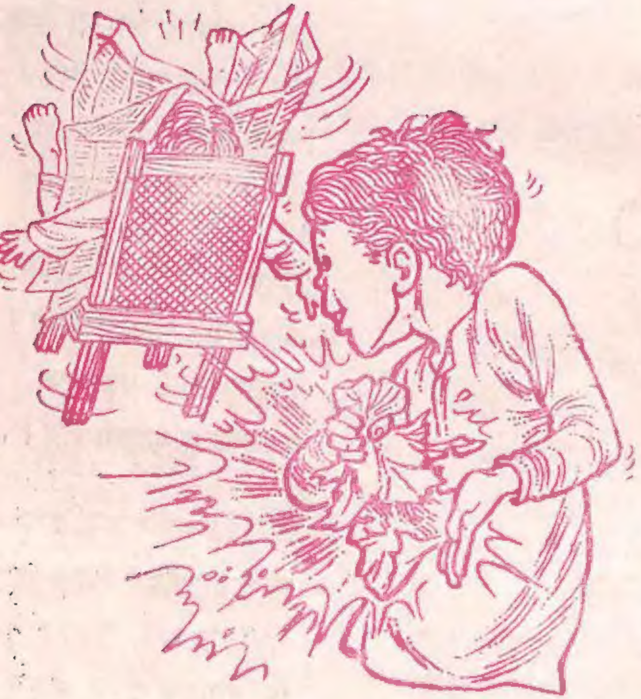

ও বাবা রে ! এ কেরে ভাই ? মারবে নাকি চাঁটি ?
আমি ভাবছি রমেশ বুঝি ! সব করেছে মাটি !
আবার দেখ চোখ পাকিয়ে আসছে আমায় তেড়ে—
আর কেন ভাই ? দৌড়ে পালাই, প্রাণের আশা ছেড়ে !

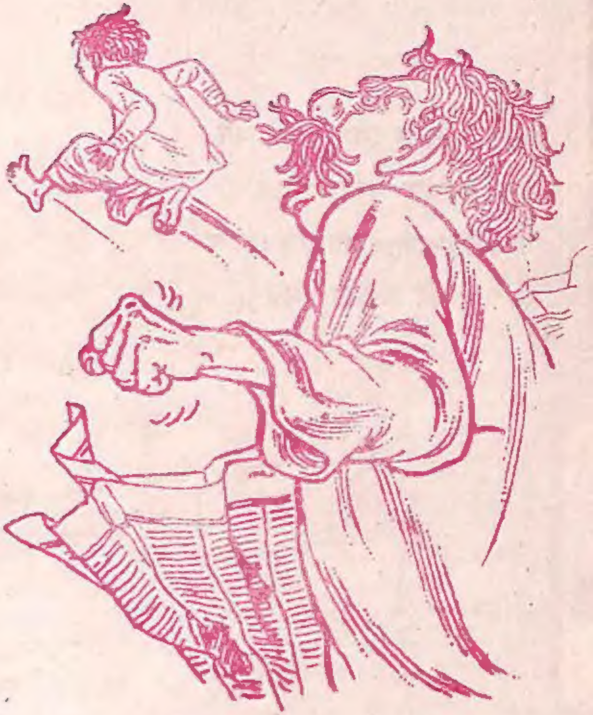

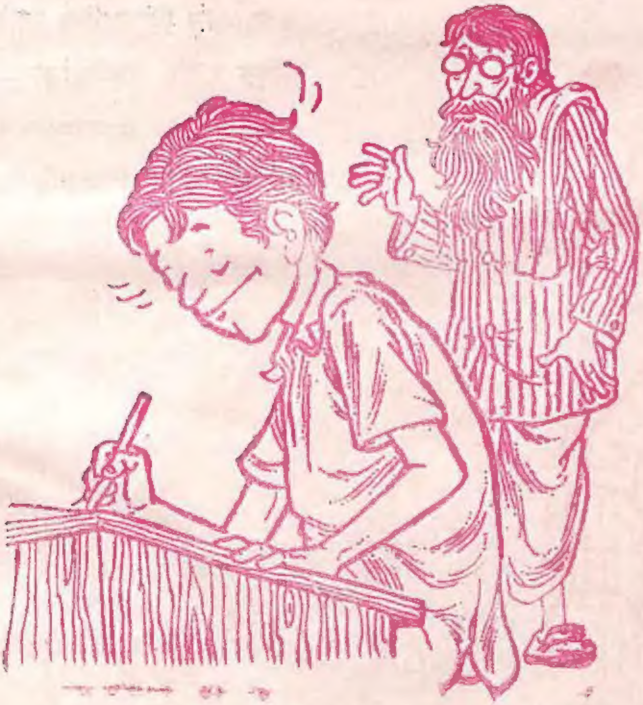

বুদ্ধবাবুর ভুল

এমনি পড়ায় মন বসেছে,
পড়ার নেশায় টিফিন ভোলে !
সাম্‌নে গিয়ে উৎসাহ দেই
মিষ্টি দুটো বাক্য বলে ।

পড়ছ বুঝি ? বেশ বেশ বেশ !
এক মনেতে পড়লে পরে,
"লক্ষ্মী ছেলে—সোনার ছেলে"
বলে সবাই আদর করে।

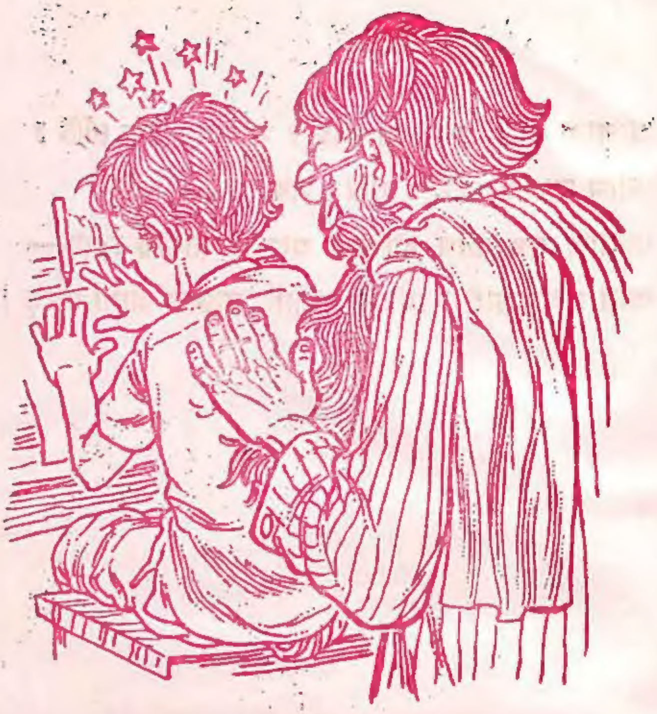

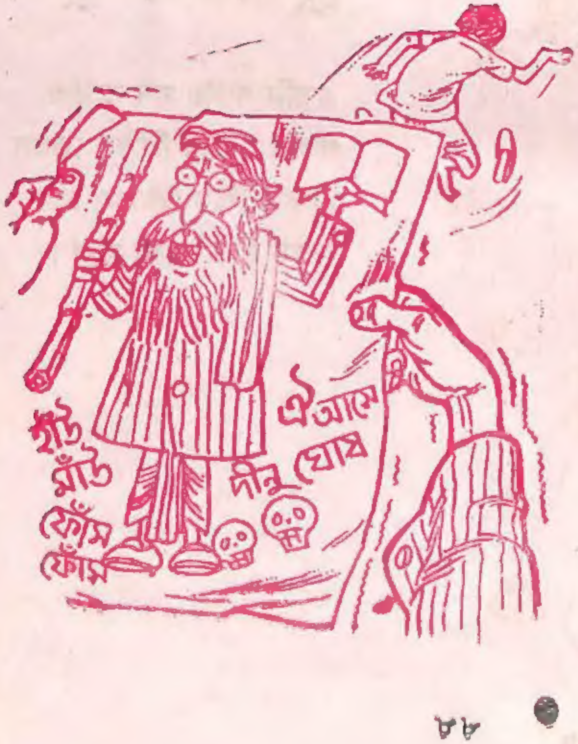
হাঁউ
মাঁউ
ফোঁস
ফোঁস
ঐ আসে
দীনু ঘোষ

এ আবার কি ? চিত্র নাকি ?
বাঁদর পাজি লক্ষ্মীছাড়া—
আমায় নিয়ে রংতামাশা !
পিটিয়ে তোমায় করছি খাড়া !

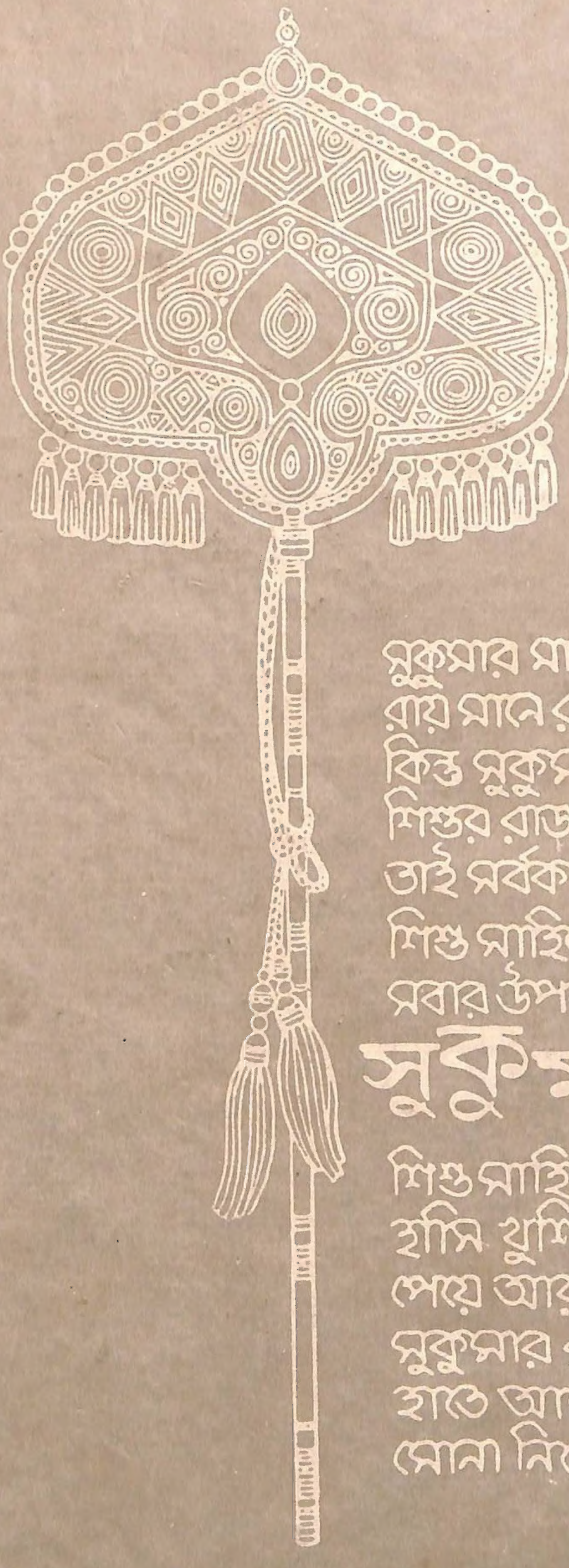

সুকুমার মানে নির্মল শিশু আর
রায় মানে রাজা
কিন্তু সুকুমার রায় শুধু
শিশুর রাজা নন, শিশু সাহিত্যেরও
তাই সর্বকালে সর্বযুগে
শিশু সাহিত্যের তালিকার
সবার উপরে

সুকুমার রায়

শিশু সাহিত্যের রাজা সুকুমার রায়ের
হাসি খুশির বই
পেয়ে আর দিয়ে সমান মজা
সুকুমার রায়ের বই
হাতে আসা মানে এক জাহাজ
সোনা নিয়ে ঘরে ফেরা